প্রথম প্রকাশঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 431
1 June 2017
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ | ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ | ১ জুন ২০১৭

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মমতাই মধ্যমণি

তাপস প্রামাণিক

উপলক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। কিন্তু পাখির চোখ ২০১৯-এর লোকসভা ভোট।

সামনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংখ্যার নিরিখে যাতে কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে বিজেপি। তাই বলে বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও নারাজ বিরোধীরা। সেই যুদ্ধে বিরোধীদের হয়ে মূল কাণ্ডারির ভূমিকা নিতে চান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্দেশ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে একজোট করা। রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধীদের তরফে একজন সর্বসম্মত প্রার্থী দাঁড় করাতে কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীকে রাজি করানো। বিজেপি জোট সঙ্গীদের ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা। সব ব্যাপারেই মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তৃণমূল নেত্রীকে। সেইসূত্রেই সনিয়াকে ছেড়ে দেশের প্রধান বিজেপি বিরোধী মুখ হয়ে উঠতে চলেছেন মমতা।

জয় অনিশ্চিত জেনেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কেন এতটা মরিয়া মমতা?

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তাঁর কাছে উপলক্ষ মাত্র। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে পরবর্তী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের যদি বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বসম্মত প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে, তা হলে সেটাই সবথেকে বড় জয় হবে। তাকে হাতিয়ার করে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপিকে কঠিন লড়াইয়ে ফেলা যাবে। দেশের প্রধান বিরোধী মুখ হিসাবে মমতার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের জোটবদ্ধ করতেই আগামী ১৫ মে দিল্লি যাচ্ছেন মমতা। ১৮ তারিখ তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা। মমতার এই চার দিনের দিল্লি সফর নিয়েই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজধানীতে। এখনও পর্যন্ত মমতার যে সফরসূচি ঠিক হয়েছে, তাতে ১৬ তারিখ

এরপর ১৪ পাতায়

লাঠি, ইটে রণক্ষেত্র রাজপথ

একের পর এক নির্বাচনে বিপর্যয়ের পরে অস্তিত্ব প্রমাণের তাগিদ ছিল বামেদের। নবান্ন অভিযানে গোষ্ঠর ভাল ভাবেই অস্তিত্ব জানান দিল তারা! পুলিশের সঙ্গে মিছিলকারীদের দফায় দফায় খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত হল কলকাতা ও হাওড়ার রাজপথ। পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হলেন একাধিক বাম নেতা-সহ বেশ কিছু মিছিলকারী এবং সাংবাদিক। আবার বিক্ষোভকারীদের ইটের আঘাতে জখম কিছু পুলিশকর্মী।

মোট ১৮ দফা দাবি নিয়ে নবান্ন অভিযানের জন্য কয়েক মাস ধরে রাজ্য জুড়ে প্রস্তুতি নিয়েছিল বামেরা সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনে বিরোধী হিসাবে বিজেপি-র উত্থানের পরে নবান্ন অভিযানকে ঘিরেই রাস্তায় সাংগঠনিক শক্তি জানান দেওয়ার তাগিদ আরও বেড়েছিল আলিমুদ্দিনের। কলকাতা ও হাওড়ার ৫টি জায়গায় জমায়েত করে এ

দিন মিছিল শুরু করার কথা ছিল বামেদের। কিন্তু তার আগেই বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বামফ্রন্টের ২৪ জন বিধায়ক পুলিশি ঘেরাটোপ এড়িয়ে পৌঁছে যান নবান্নের উত্তর গেটে। তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। সেই খবর এসে পৌঁছনোর পরেই ৫টি

এরপর ১৮ পাতায়

সাংবাদিকদের রাস্তায় ফেলে পেটাল পুলিশ

কলকাতার রাজপথ এ দৃশ্য বোধ হয় আগে দেখেনি।

রাস্তা দিয়ে প্রাণভয়ে ছুটছেন নিরস্ত্র সাংবাদিক-আলোকচিত্রীরা। পিছনে লাঠি হাতে উন্মত্তের মতো তেড়ে আসছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নেতৃত্বে ডিসি (এসটিএফ) মুরলী ধর শর্মা এবং এডিসিপি (দক্ষিণ) অপরাজিত রাই। হাতের নাগালে যাকে পাচ্ছে, তাকেই পেটাচ্ছে পুলিশ। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছেন পেশার দায়ে রাস্তায় নামা সংবাদকর্মীরা, তাতেও উর্দিধারীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলেনি।

পুলিশি হামলার শেষে দেখা গেল কারও মাথা ফেটেছে, কেউ অচৈতন্য হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছেন। কারও পায়ের চামড়া ফেটে গিয়েছে, কেউ কব্জির যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, কারও পা ফেটে রক্ত ঝরছে অঝোরে। তখনও পুলিশি বীরত্ব কমেনি। আহত, যন্ত্রণাকাতর সাংবাদিক-চিত্র সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে উড়ে আসছে বাছাই করা 'পুলিশি ভাষা'। কে বলবে, ক দিন আগেও থানায় ঢুকে দুষ্কৃতদের মারের মুখে এই পুলিশকেই

এরপর ২০ পাতায়

শিল্পপতিদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি মার্কিন কর্তার

মমতার বাংলা থেকে লগ্নি টানতে তৎপর আমেরিকা

বাপাদিত্য রায়চৌধুরী, কলকাতা

'আমরা বেশ চাপে আছি।' এ রাজ্যের শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠির গুরুতে ঠিক এই বাক্যটিই লিখেছেন আমেরিকার কনস্যুলেট জেনারেল ফিলিপাস কমার্শিয়াল অফিসার জন ওয়ার্ড। আগামী মাসে মার্কিন মুলুকে শুরু হচ্ছে বিনিয়োগ টানার উৎসব। সেখানে বাংলা থেকে লগ্নি টেনে নিয়ে যেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে দেশ। মরিয়া এতটাই যে, এবারকার আমেরিকান সেন্টার সরাসরি স্বীকার করেছে, তারা চাপে আছে। বাংলা থেকে বিনিয়োগ টেনে নিয়ে যাওয়ার তাড়া এতটাই, কোনও রোড শোয়ের উপর আর নির্ভর করছে না আমেরিকা। তারা শিল্পপতিদের এবং বণিকসভাগুলিকে প্রস্তাব দিয়ে বলেছে, যদি কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করতে আগ্রহী হন, তাহলে আগেই তাঁর কাছেরা তাঁর অফিসে পৌঁছে যান। বাংলা থেকে আমেরিকায় বিনিয়োগ টানার জন্য তাদের নজিরবিহীন আগ্রহ দেখে তাজ্জব বাংলার শিল্পমহল।

যেভাবে 'ভাইব্রান্ট গুজরাত' শিরোনামে গুজরাতে বিনিয়োগ টানার উৎসব হয় অথবা যেভাবে এ রাজ্যে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট হয়, তা কিছুটা মার্কিন মুলুকের লগ্নির উৎসবকে সামনে রেখেই। 'সিলেক্ট ইউএসএ ইনভেস্টমেন্ট সামিট' নামে সেই বাণিজ্য সম্মেলনে গোটা বিশ্ব থেকে লগ্নির ডাক দেয় আমেরিকা। আগামী জুন মাসের ১৮ তারিখ থেকে এবারের সেই শিল্প সম্মেলন বসছে ওয়াশিংটন ডিসিতে। সেখানে বিশ্বকে লগ্নির আহ্বান জানাবেন আমেরিকার বাণিজ্য দপ্তরের সেক্রেটারি উইলবার রস। সেই অনুষ্ঠানে ভারতের সম্ভাবনাময় লগ্নিকারীদের হাজির করার কথা মার্কিন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সেলর ফর কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স প্যাট্রিক সানটিলার। সেই অনুষ্ঠানেই এ রাজ্য থেকে লগ্নি টেনে নিয়ে যেতে মরিয়া আমেরিকা। কোনও দেশে বাণিজ্য সম্মেলন হলে, সে দেশের প্রতিনিধিরা সম্ভাব্য লগ্নিকারীদের আহ্বান করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এবার কী এমন হল, যা নিয়ে বেশ বিস্ময়ে রয়েছে বাংলার শিল্পমহল? এক শিল্পকর্তার কথায়,

এরপর ৬ পাতায়

এতদিন বাংলার হিন্দু ধর্ম সবাইকে মেলানোর কাজ করেছে

বাঙালির মন আর বুদ্ধি এখন চুরি হওয়ার উপক্রম

জয়ন্ত ঘোষাল

সুতানুটির ঘাটে কাঁচা মাটি খুঁজে পান জোব চার্নক। ক্লাইভ সেই মাটিতে সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ বার সেই মাটিতেই নতুন ইমারত গড়তে চাইছেন অমিত শাহ। শত শত বছরের ইতিহাস ডিঙিয়ে।

পথভোলা বাঙালিকে এ বার ঠিক ভারতীয়ত্বের পথ দেখাবে বিজেপি। তাই তো হনুমানজয়ন্তী, রামনবমী। জন্মাষ্টমী উৎসব এ বছর মিস হয়ে গিয়েছে, সামনের বছর করতেই হবে। রামের চেয়েও বৈষ্ণব বাঙালি নাকি কৃষ্ণটা বেশি খায়। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'কে অস্ত্র করে হাতে ত্রিশূল ধরেছে বিজেপি। বাঙালির আত্মপরিচয়ের ঘুম ভাঙিয়ে পশ্চিমভারতীয় পৌরুষ নরেন্দ্রীয় জাতীয়তার সিংহাসন থেকে নেমে সুতানুটির ঘাটে নয়, জাহাজ ভেড়াবেন শিয়ালদহ স্টেশনে। কড়া নাড়ছেন অমিত শাহ, বাঙালি বাড়ি আছ?

সে দিন কলকাতায় অনেক দিন পর এক নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখি, কেটারিং-এর ছেলেটি বলছে, স্যার আপনাকে একটু ভিন্ডি দিই? বাঙালি এখন ঢ্যাঁড়শ ছেড়ে ভিন্ডি খায়। ছানা না খেয়ে পনির। মাছের টক নয়, বীরদর্পে পাতে এল দই বড়া। পাঞ্জাবি নয়, নামাবলি প্রিন্টের 'কুর্তা' পরিহিত বাঙালি। মিশ্র খাদ্য থেকে মিশ্র সংস্কৃতি। ত্রয়োদশী জানি না, অথচ ক্যালোরি জেনে গিয়েছি। বিশ্বায়ন থেকে বাঙালির আঞ্চলিক সত্তার সঙ্কোচন তো রেনেসাঁস যুগ থেকে। কিন্তু এখন বাঙালিয়ানায় এসে মিশেছে হিন্দি-জাতীয়তাবাদ। হে বাঙালি, বাঙালিয়ানাকে টেকসই করার জন্য আপনি এখন রাষ্ট্র-ভক্ত? আমরা রাষ্ট্র ঋষির শরণাপন্ন। আমরা বাঙালি জাতি? নাকি হিন্দু জাতি? নাকি অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক? সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

আগে জানতাম হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুজনের ধর্ম ভিন্ন। কিন্তু দুজনেই কৃষক। চাষ করা তাদের ধর্ম। বাঙালির ধর্ম জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুত্বের রাষ্ট্রবাদের স্টিমরোলার চালিয়ে বাঙালির রাজনৈতিক মুক্তি?

সে দিন বিজেপির এক রাজ্য নেতার টেলিভিশন চ্যানেলের বাইট শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত

রামকৃষ্ণ-রামকৃষ্ণ বলেন, আরে বাবা, রাম আর কৃষ্ণ এই দুই মিলেই তো রামকৃষ্ণ। আমরা বিজেপি জেলায় জেলায় রাম আর কৃষ্ণের বার্তা নিয়েই তো ঘুরছি। সত্যি স্যার। এ পথেই বাঙালির রূপ-রস-রূপান্তর।

সমস্যা হচ্ছে সেকুলারবাদীরা ঠাকুরের 'কথামৃত' পড়েন না। হিন্দু ধর্মকে তারা হার্ভার্ড-এর অধ্যাপিকা ডায়না এক অথবা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উইন্ডি ডনিগারের কাছ থেকেই শুধু জানতে চান। হিন্দু ধর্মকে দেখতে চান শুধু নাগপুরের প্রকাশনার গবাক্ষ দিয়ে। আমি স্যার হাওড়ার এঁদো গলি থেকে এসেছি। বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়েছি। দেখেছি, ঠাকুর 'কথামৃত'-এ হয়তো একশোবার হনুমানের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু তিনিও হনুমান-রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে পুরাণের চরিত্র হিসাবেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'কথামৃত'-এ আছে, পাহাড়ের ওপর এক গরিব মানুষের পর্ণকুটির। প্রবল ঝড় উঠেছে। সে লোকটির মনে হল ঝড় হল পবনদেবতা। হনুমান তাঁর ছেলে। তখন প্রবল ঝড়ে যখন ঘর মড়মড় করে ভাঙছে তখন সে চেঁচাচ্ছে, এ হল হনুমানের ঘর, হে পবনদেবতা, এ ঘর ভেঙো না। তা-ও সে ঘর ভেঙে গেল। প্রাণে বাঁচতে সে তখন ঘর ছেড়ে পালাল, বলল, এ শালার ঘর ছেড়ে পালাও। ঠাকুর নিজে যত মত, তত পথের সহজ কথা বলে গিয়েছেন। সে তো আধুনিক দীন-ই-ইলাহি।

বাঙালিয়ানাকে বাঁচাতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর কিছু পরিচ্ছেদ বেছে নেওয়া হল। দিল্লিতে বসে কিছু বিদ্বজ্জন, যাঁরা সম্যক ভাবে বঙ্কিমচেতনার অন্বেষণ করেননি, কৃষ্ণচরিত্র থেকে কমলাকান্ত-মুচিরাম গুড় পড়েননি, শুধু বন্দে মাতরম্ বিতর্ক দিয়ে বাঙালিকে 'ঔপনিবেশিক মুসলমান' শাসনের বিরুদ্ধে [illegible] করে এক নয়া হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রকল্প গঠন করতে বাধ্য করছেন। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, আমি তো বিজেপিকে বলব পশ্চিমবঙ্গে উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসারের জন্য হাজি মহম্মদ মহসীনকেও তাঁরা স্মরণ করুন। হুগলি মহসীন কলেজ তো তাঁরই আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত। হাজি মহম্মদ মহসীন নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানো থেকে গরিবের চিকিৎসা অথবা পুকুর খনন, এই সবই করে গিয়েছেন সারা জীবন ধরে। আরব দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বাংলায় ফিরে এসে তিনি এই সব করেন। এটি একটি মনে পড়ে যাওয়া দৃষ্টান্ত মাত্র। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাবা আশুতোষ বাবু তাঁকে আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বলে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। গাঁধীজি বলেছিলেন, মুসলিমরা ঈশ্বরকে অন্য নামে ডাকেন, এই কি তাঁদের অপরাধ?

ধর্মীয় দিক থেকেও বাঙালি নানা ধর্ম, এমনকী হিন্দু ধর্মের মধ্যেও নানা গোষ্ঠী — বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর গাণপত্য সকলকেই নিরন্তর মেলানোর কাজ করেছেন। বিজেপি আর্যরক্ত আর বৈদিক ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুত্বের সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে। ইতিহাস বলে বেদেরও রূপান্তর পর্ব আছে। ঋকবেদের রুদ্রদেবতা সংহারক। যজু এবং অথর্ব পর্বে এসে তিনি শিব। তিনি শুধু ক্ষতি করেন না। তিনি শান্ত, সুশীল। শুক্ল যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায় অনুসারে তিনিই অবৈদিক কিরাত-শবরদেরও দেবতা। তিনি যুগপৎ উচ্চ ও নিম্নবর্ণ। আর্য এবং অনার্য। বৈদিক এবং অবৈদিক। শৈবধর্মের অসংখ্য শাখা। বৈদিক, পুরাণকেন্দ্রিক, তান্ত্রিক এমন বহু গোষ্ঠী বেদানুসারী না হয়েও হিন্দু ধর্মের অংশ। বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য, বেদোত্তর কালে উপজাতির মাতৃদেবীরা এসেছেন। সেখানে কালী দুর্গারই রূপ। কালীর জন্য পাঁঠাবলি হত। বাঙালিও তার ধর্মে খাদ্যাভাসে নিরামিষকে বাধ্যতামূলক কখনও করেনি ঠাকুর নিজে তা করতে দেননি। বিবেকানন্দ নিজে মাংস রান্না করে গুরুভাইদের খাওয়াতেন। সেখানে রাষ্ট্রবাদী শৃঙ্খলায় সরকারি অনুষ্ঠানে পর্যন্ত নিরামিষ খাদ্যাভাসকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। গীতা প্রেস থেকে রামায়ণ সিরিয়াল, সেখান থেকে আজকের সুপারহিট 'বাহুবলী', পুরাণ-কাহিনীর ফ্যান্টাসি, হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিকে শুধু উস্কানি দেবে নয়, হয়তো বাঙালিকেও প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সেটা কি বাঙালির কাঙ্ক্ষিত জীবনদেবতার সাধনার বিপরীত প্রকাশ নয়?

হায় বাঙালি! কত দুর্দশা আজ আমাদের। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ ছেচল্লিশের দাঙ্গা, ষাটের দশকের খাদ্য সংকট, সত্তরের দশকের বেকার সমস্যা, এ সবের ইতিহাসের বোঝা আজও আমরা বয়ে চলেছি। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মরণ-বাঁচন সমস্যায় শিল্পায়নের পথে না হেঁটে আমরা রামনবমী আর হনুমান জয়ন্তী করে কোন ভবিষ্যতের পথে এগোচ্ছি? উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রতিদিন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খবর আসছে। বাঙালিয়ানার জাতি-সত্তাও আমরা এখন বন্ধক রাখব ধর্মান্ধতার ওই রাজনৈতিক বাহুবলীদের কাছে? আবার সেই বিভাজনের রাজনীতিকেই শ্রেয় বলে গ্রহণ করব?

কমলাকান্তের মন চুরি গিয়েছিল। অধুনা বাঙালি জাতির মন ও বুদ্ধি দুই-ই কি চুরি হওয়ার উপক্রম?

— সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৮/৫/১৭)

রাজীবের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন পূরণ করে ধৌলাগিরি জয় করলেন দীপঙ্কর ঘোষ

যখন যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। বারবার বলেছিলেন, ধৌলাগিরি কেন? বিশেষ করে একবার যেখানে বিপদের মুখ থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল বসন্ত সিংহরায় এবং দেবাশিস বিশ্বাসের মতো পর্বতারোহীদের। আর হারাতে হয়েছে রাজীব ভট্টাচার্যের মতো এভারেস্টজয়ীদের। কিন্তু অভিযানে যাওয়ার আগে দীপঙ্কর ঘোষ বলেছিলেন, ২০১১ সালে রাজীবের সঙ্গে একসঙ্গে প্রথমবার আট হাজার মিটারের বেশি উচ্চতার শৃঙ্গ (মাউন্ট এভারেস্ট) জয়ের স্বাদ পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই রাজীব আর নেই। কিছুতেই তা মেনে নিতে পারছি না। তাই রাজীবের অধরা স্বপ্নকে পূরণ করতেই ধৌলাগিরিকে বেছে নেওয়া। শনিবার দীপঙ্করবাবুর ধৌলাগিরি শৃঙ্গ আরোহণ শুধু তাঁর বা রাজীবের নয়, বাঙালির অধরা স্বপ্নকেই পূরণ করল। দীপঙ্করবাবু যে এজেন্সির সঙ্গে বেস ক্যাম্প পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তাদের পক্ষ থেকে রবিবার জানানো হয়েছে, শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ চারজন পর্বতারোহীদের একটি দল সফলভাবে ধৌলাগিরি শৃঙ্গজয় করেছে। যাঁদের মধ্যে ইকুয়েডরের কুইনটানো, ইতালির মারিও ভাসানোত্তা, মার্কো কনফোরটোলা এবং ভারতের দীপঙ্কর ঘোষ ছিলেন। রবিবার এজেন্সির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, প্রত্যেকে সুস্থ আছেন। আশা করা হচ্ছে, এদিন রাতের মধ্যেই সকলে নিরাপদে বেস ক্যাম্পে নেমে আসবেন। দীপঙ্করবাবুর সহযাত্রী তথা তাঁর বন্ধু রাজীব পাল বলেন, এখনও দীপঙ্করের সঙ্গে সরাসরি কথা হয়নি। তবে ওর এজেন্সি বেস ক্যাম্প থেকে জানিয়েছে, সফলভাবে সামিট হয়েছে। আশাকরি, রাতের মধ্যে দীপঙ্করের সঙ্গে কথা হবে। তাঁর এই সাফল্যে খুশি বাঙালি পর্বতারোহীরা। কাঠমাণ্ডু থেকেই এ বছর লোৎসে শৃঙ্গজয়ী দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, এটা দারুণ একটা জয়। তাঁর সাফল্যেই প্রচণ্ড খুশি। ধৌলাগিরি গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরা এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী বসন্ত সিংহরায় বলেন, গত কয়েকদিন তাঁরা সকলে এই দিনটার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে এই ধৌলাগিরি (৮১৬৭ মিটার) অভিযানে গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন বসন্ত এবং দেবাশিসবাবু। তারপরে ২০১৬ সালে রাজীব ভট্টাচার্যকে আর ধৌলাগিরি থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। দীপঙ্করবাবুর হাত ধরে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। এবার দীপঙ্করবাবুর সাফল্য এই পথকে আরও মসৃণ করবে। দীপঙ্কর ঘোষ এখনও পর্যন্ত সফলভাবে এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, লোৎসে, মানাসলু শৃঙ্গ জয় করেছেন। এবার সেই তালিকায় সংযোজিত হল ধৌলাগিরি। অন্যদিকে, রবিবার ফের সফলভাবে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করলেন অরুণাচলপ্রদেশের পর্বতারোহী আনশু জামসেনপা। উল্লেখ্য, চলতি বছরেই তিনি ১৬ মে এভারেস্টশৃঙ্গে উঠেছিলেন। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে ফের এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠে ২০১১ সালে করা নিজের বিশ্বরেকর্ডকেই ভেঙে দিলেন। করলেন নয়া বিশ্ব রেকর্ড। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে ১০ দিনের ব্যবধানে দু'বার এভারেস্টশীর্ষে উঠেছিলেন তিনি। এবার সেটাই করে দেখালেন মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে।

— সৌজন্যে বর্তমান (২২/৫/১৭)

কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে এবার হাওলা যোগেরও অভিযোগ তুললেন কপিল

দিব্যেন্দু বিশ্বাস, কলকাতা

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হাওলা যোগ রয়েছে। কালো টাকাকে সাদা

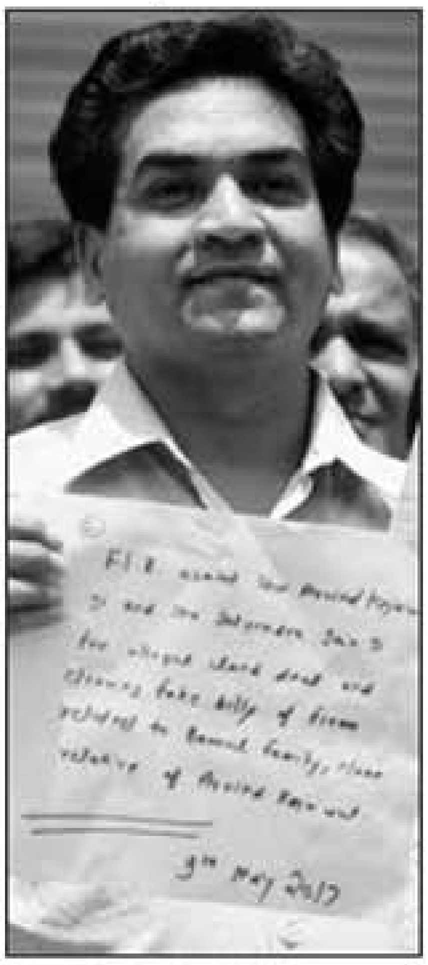

করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। আজ ফের কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন দিল্লি সরকারের পদচ্যুত এবং বহিষ্কৃত মন্ত্রী কপিল মিশ্র। তাঁর অভিযোগ, শুধুমাত্র কালো টাকাকে সাদা করাই নয়, নির্বাচন কমিশনের কাছেও দলীয় তহবিলের প্রায় ৩৬ কোটি টাকার কোনও হিসাবই দেননি কেজরিওয়াল। আয়কর দপ্তরের কাছেও দলের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য গোপন করা হয়েছে। এমনকী অসংখ্য ভুয়ো কোম্পানি খুলে সেখান থেকে কোটি কোটি টাকা 'অনুদান' হিসাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। আজ কপিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, হয় কেজরিওয়াল পদত্যাগ করুন, না হলে আমি নিজে আপনার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে কলার ধরে টেনে আপনাকে তিহার জেলে নিয়ে যাব। একইসঙ্গে দিল্লির মহল্লা ক্লিনিকগুলি নিয়েও বড় দুর্নীতি তিনি শীঘ্রই ফাঁস করতে চলেছেন বলেও আজ দাবি করেছেন কপিল। এদিন সংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান দিল্লির এই পদচ্যুত এবং বহিষ্কৃত মন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে রাজধানীর আরএমএল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজকর্মী আন্না হাজারে বলেন, সৎ লোকদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। কেজরিওয়ালের উচিত তদন্তের মুখোমুখি হওয়া।

গত রবিবার কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে দিল্লির পূর্ত এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের কাছ থেকে দু'কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন কপিল। ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের এফআইআর দায়ের করেছেন কপিল। অভিযোগ জানিয়েছেন দিল্লির উপ-রাজ্যপাল এবং দুর্নীতি দমন শাখাকেও (এসিবি)। গোটা ঘটনার প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তার মাঝেই নয়া অভিযোগ করে আজ কপিল বলেন, কেজরিওয়াল যে আদ্যন্ত দুর্নীতিবাজ, তা প্রমাণের জন্য সমস্ত নথিপত্র আমার কাছে আছে। আগামীকাল সকালে আমি সেগুলি সিবিআইয়ের আধিকারিকদের কাছে জমা দিয়ে অভিযোগ দায়ের করব। কপিল বলেন, যেসব সংস্থার কোনও অস্তিত্বই বাস্তবে নেই, সেগুলি থেকে কোটি কোটি টাকা পার্টি ফান্ডে এসেছে। এর জন্য নকল প্যান কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের ১৮৭টি কোম্পানি আবার দিল্লির একই ঠিকানায় নথিভুক্ত। তার মধ্যে আটটি বিদেশি সংস্থা। প্রায় সবগুলি থেকেই একই দিনে এবং একই সময়ে অনুদান এসেছে। এটা কি আদৌ সম্ভব? দলের সমস্ত দুর্নীতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রের মোদি সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের পর কালো টাকাকে সাদা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। পার্টির শীর্ষ নেতাদের বিদেশ সফরেও এই হাওলার টাকা ব্যবহার করা হয়েছে।

আজ সাংবাদিকদের সামনে এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরেন কপিল মিশ্র। সেখানেই নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের ব্যাংক ব্যালেন্স গোপন করার ছবিটি স্পষ্ট করেন কপিল। তিনি বলেন, ২০১৩-'১৪ আর্থিক বছরে বিভিন্ন ব্যাংকে পার্টির মোট টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। অথচ, নির্বাচন কমিশনের কাছে ৩৬ কোটি টাকা গোপন করে মাত্রই ৯ কোটি ৪২ লক্ষ ২৫ হাজারের হিসাব দেওয়া হয়েছিল। সেইসময় দলের ওয়েবসাইটে প্রায় ১৯ কোটি টাকার অনুদান দেখানো হয়েছিল। পরে আয়কর দপ্তরের নোটিস পেয়ে আরও প্রায় ৩০ কোটি টাকার অনুদান প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেন কেজরিওয়াল। একইভাবে ২০১৪-'১৫ অর্থবর্ষের হিসাব তুলে ধরে কপিল মিশ্র বলেন, ব্যাংকে ৬৫ কোটি টাকা থাকলেও ঘোষণা করা হয়েছিল ৩২ কোটি টাকা। এই সময়েই ৫৬১টি ভুয়ো সংস্থা থেকে প্রায় সাড়ে দু'কোটি টাকার অনুদান পেয়েছিল আপ। দিল্লি সরকারের এই প্রাক্তন মন্ত্রীর অভিযোগ, কেশাগুরুর একজন ভক্ত থাকা সত্ত্বেও আপকে ৯০ লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়ার দাবি করলেও তাঁর আয়কর রিটার্নের পরিমাণ মাত্রই ৫ হাজার টাকা। অনুদান হিসাবে আপকে দেওয়া একটি চেকে কোনও তারিখই উল্লেখ নেই। ৫০ লক্ষ টাকার একটি 'ব্ল্যাঙ্ক' চেক জমা পড়েছে আপের কাছে। সব তথ্যই আগামীকাল তিনি সিবিআইয়ের হাতে দেবেন বলে কপিল জানিয়েছেন।

কপিল মিশ্রের আজকের এই নয়া অভিযোগের পরেই ফের বিজেপি এবং কংগ্রেস কার্যত একইসুরে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পদত্যাগ দাবি করেছে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বলেন, কপিল মিশ্রের অনশনের পৃষ্ঠপোষক হল বিজেপি। ফলে এটি নিয়ে আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। আপের শীর্ষ নেতা সঞ্জয় সিং বলেন, বিজেপি বহুদিন ধরেই আপের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করে আসছে, কপিল মিশ্র এখন তাই বলছেন। আপের অস্তিত্ব বিপন্ন করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

—সৌজন্যে বর্তমান (১৫/৫/১৭)

টুকরো খবর

সময়ে হাজিরার নির্দেশ শাসক বেঞ্চে

বিধানসভার অধিবেশন বসতেই তুমুল বিক্ষোভে নেমে পড়ছেন বিরোধী বাম ও কংগ্রেস বিধায়কেরা। গত দু'দিন ধরেই বিধানসভার ভিতরে একই ছবি। অথচ সেই সময়ে শাসক শিবিরে উপস্থিতি থাকছে হাতে গোনা। বিশেষত, নবান্ন অভিযানে পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিরোধীদের বিক্ষোভের সময়ে শাসক দলের আসনে বিধায়কদের হাজিরা ছিল নগণ্য। এই পরিস্থিতি এড়াতে তৃণমূল বিধায়কদের সকাল সকাল হাজির থাকার জন্য নির্দেশ জারি হল। সরকারি মুখ্য সচেতক এবং পরিষদীয়—দুই দফতর থেকেই এ দিন শাসক দলের বিধায়কদের প্রয়োজনীয় বার্তা পাঠানো হয়েছে।

লাইনে গাড়ি, থমকাল ট্রেন

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি পড়ে গেল রেললাইনে। আর তার জেরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর শাখায় বিঘ্নিত হল ট্রেন চলাচল। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ খড়্গপুর ও হিজলি স্টেশনের মাঝে টাউন থানা থেকে সিএমই গেট যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উঁচু রাস্তা থেকে একটি গাড়ি পাশের রেললাইনে পড়ে যায়। গাড়িতে কেউ ছিলেন না বলে স্থানীয়দের দাবি। খবর পেয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় হাওড়া-বেলদা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। গাড়িটি লাইন থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। খড়্গপুরে রেলের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার কুলদীপ তিওয়ারি বলেন, "ওড়িশাগামী ডাউন লাইনে একটি গাড়ি পড়ে গিয়েছিল। তবে গাড়িতে কেউ ছিলেন না।"

পুরভোটে শান্ত পাহাড়, অশান্ত সমতল

পাহাড়ের হাসি ধরে রাখা গেল না সমতলে। রবিবারের পুরভোটে যে উৎসবের চেহারা দেখা গেল দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিকে, তা ফিকে হয়ে গেল সমতলের অন্য তিনটি পুরসভায়। ডোমকলে ভোটের শুরু থেকেই বেশ কিছু বুথ দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শাসক দলের বিরুদ্ধে বহিরাগতদের দিয়ে ভোটের তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল সেখানে। তবে সব ছাপিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি হল পুজালিতে। সেখানে দিনভর মুড়ি-মুড়কির মতো বোমা-গুলি আতঙ্কের

পরিবেশ সৃষ্টি করল। এ জন্য তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় তুলল বিরোধীরা। একসুরে তাদের অভিযোগ, পুলিশ-প্রশাসন দাঁড়িয়ে থেকে তৃণমূলের হয়ে ভোট করেছে। তবে শাসক দলের বক্তব্য, বিরোধীরা অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করলেও ভোট হয়েছে নির্বিঘ্নে। বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনে সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানাতে গেলে, সেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্রকুমার সিং তাদের সঙ্গে দেখাই করলেন না। নজিরবিহীন এই ঘটনায় কমিশনের মেরুদণ্ড আদৌ আছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলে রাস্তা অবরোধ করল কংগ্রেস-বাম। বিক্ষোভ দেখাল বিজেপিও। রায়গঞ্জ, ডোমকল এবং পুজালিতে ফের নির্বাচনের দাবি তুলল বিরোধীরা। কমিশন জানিয়ে দিল, জেলাশাসকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সোমবার পুনর্নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিন দার্জিলিংয়ে ৫৯.৯ শতাংশ মিরিকে ৭৭.৩ শতাংশ, কার্শিয়াংয়ে ৭১.৮শতাংশ, কালিম্পংয়ে ৬৫.২ শতাংশে, রায়গঞ্জে ৭৯.২ শতাংশ, ডোমকলে ৮২.৮শতাংশে এবং পুজালিতে ৮১.৭ শতাংশ ভোট পড়ে।

এদিন পাহাড়ের চারটি পুরসভার ভোট মোর্চার কাছে যেমন ছিল অগ্নিপরীক্ষা, তেমনই শাসক দলের কাছে ছিল শক্তি প্রদর্শনের চ্যালেঞ্জ। তবে সকাল থেকেই বুথে বুথে থাকা লম্বা লাইন বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ভোট চলছে উৎসবের মেজাজে। মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং সিংমারির পার্টি অফিসে এবং তৃণমূলের সেনাপতিস্বরূপ বিশ্বাস জলপাইগুড়ির একটি হোটেল থেকে দলীয় কর্মীদের পরিচালনা করেন।

সমতলে তিন পুরসভায় ভোট নিয়ে যা আশঙ্কা ছিল, এদিন সন্ত্রাস তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। বেলা বাড়তেই হাওয়া ঘুরতে শুরু করে ডোমকলে। শুরু থেকেই যেভাবে তৃণমূল ভোটের দখল নেয় ও দাপিয়ে বেড়ায়, তাতে ঘণ্টা তিনেক কাটতে না কাটতেই প্রার্থীপদ তুলে নেওয়ার যৌথ ঘোষণা করে রণে ভঙ্গ দেয় কংগ্রেস। বেশ কয়েকটি বুথে ঢুকে ভোট করানোর অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে। রায়গঞ্জে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। শাসক দলের বিরুদ্ধে বুথ দখল, ভোটারদের হুমকি অভিযোগ তো ছিলই, এখানে ঘন ঘন বোমা পড়তে থাকে। ভাঙা হয় ইভিএম। শূন্যে গুলি ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সাত নম্বর ওয়ার্ডে এমন সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে শাসক দল যে সেখানে প্রাণভয়ে বুথ ছেড়ে পালান এক পুলিশকর্মী। তবে সব ছাপিয়ে যায় পুজালির সন্ত্রাস। দিনভর বহিরাগত ছিনতাইবাজ, আর মুড়িমুড়কির মতো বোমা-গুলি এখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছিল। অবাধে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে। ভয়ে এক প্রিসাইডিং অফিসার বাথরুমে ঢুকে পড়েন। এখানে পুলিশের রাইফেল ছিনতাইয়ের চেষ্টাও হয়। তিনটি পুরসভাতেই প্রার্থীপদ তুলে নেওয়ার যৌথ ঘোষণা করে বাম-কংগ্রেস।

তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত, তাহলে তিনটি বুথে ইভিএম ভাঙতে গেল কেন? সিপিএম, কংগ্রেস নিজেদের অস্তিত্ব বিকিয়ে দিয়েছে বিজেপির কাছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, আমরা চেয়েছিলাম অবাধ ভোট। হল অবাধ সন্ত্রাস।

কংগ্রেসের পরিষদীয় নেতা আবদুল মান্নান বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের পুতুলের মতো কাজ করেছে কমিশন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, পুলিশ, কমিশন ও শাসক দল এক বৃন্তে দাঁড়িয়ে ভোটকে প্রহসনে পরিণত করেছে।

—সৌজন্যে বর্তমান (১৫/৫/১৭)

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Milan Awon

President Elect
Dilip Chakrabarti

Vice-Presidents
Debi Prosad Palit
Tapas Sanyal

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Secretary
Arnava Sinha

Assistant Secretary
Dhriti Bagchi

Members
Sugata Bagchi
Adris Chakraborty

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Kajal sarkar

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Asok Motayed
Samprakash Majumdar
Purna Bhattacharya
Kumar Sankar Mandal
Asoke Dey Sarkar

জলপথ সুরক্ষায় তহবিল রাজ্যের

অত্রি মিত্র

পঞ্চাশ কোটি টাকা দিয়ে রাজ্যে পথ-নিরাপত্তা তহবিলের সূচনা হয়েছিল। সেটা ছিল মূলত সড়কপথ। এ বার জলপথের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য পৃথক তহবিল তৈরি করা হচ্ছে সেই পঞ্চাশ কোটি দিয়েই। নাম হবে 'রিভার সেফটি ফান্ড' বা নদী নিরাপত্তা তহবিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছে, ধীরে ধীরে এই খাতে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে অন্তত ৫০০ কোটি টাকা করা হোক।

সম্প্রতি ভদ্রেশ্বরে জেটি দুর্ঘটনায় বেশ কিছু প্রাণহানির পরে জলপথের নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার উদ্যোগ শুরু হয়। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যের প্রায় ২৮০ টি জেটি মেরামতি খাতে অর্থ দফতর ইতিমধ্যেই ২৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ওই জেটিগুলিকে পাকাপোক্ত করে তোলার জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ দফতর। এর বাইরে নতুন তহবিল তৈরির জন্য পরিবহণ দফতরকে আরও ৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে অর্থ দফতর।

কী হবে এই তহবিলের অর্থ দিয়ে?

নবান্নের কর্তারা জানাচ্ছেন, মূলত জলপথের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং জেটি মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এই তহবিলের অধিকাংশ অর্থ খরচ করা হবে। এক নবান্ন-কর্তা বলেন, ''স্টেট রিভার ব্রিজ কমিশনার্স বা এইচআরবিসি-র কর্তা সাধনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের পূর্ত, সুন্দরবন উন্নয়ন, সেচ এবং পরিবহণ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে যে-বিশেষজ্ঞ দল গড়া হয়েছে, তারা বেশ কিছু জেটিকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছে। সেগুলির দ্রুত সংস্কার দরকার।''

নবান্নের ওই কর্তা জানান, বিপজ্জনক হিসেবে ঘোষিত জেটিগুলিকে পাকাপোক্ত ভাবে গড়ে তুলে ফের চালু করতে যে-টাকা লাগবে, তা আসবে 'রিভার সেফটি ফান্ড' থেকেই। এ ছাড়াও নদীপথে উপযুক্ত আলো, ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু করার খরচ জোগাবে ওই তহবিল। একই সঙ্গে তহবিলের একটা বড় অংশ খরচ করা হবে জলপথের নিরাপত্তা নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রচারের কাজে। রাজ্যের পরিবহণ দফতরের এক কর্তা বলেন, ''পথ-নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারের আদলেই জলপথ পরিবহণের সুরক্ষা নিয়ে প্রচার চালাতে চাইছে সরকার। জেটিগুলির সামনে তো বটেই, সেই সঙ্গে সড়কপথে, টেলিভিশনে এবং অবশ্যই খবরের কাগজে এই নিয়ে প্রচার চালাবে সরকার।''

তবে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রচারের জন্য মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকার তহবিল যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছেন রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। সেই জন্যই ওই তহবিলকে ৫০০ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ''আমরা জলপথের উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে এক হাজার কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেন্দ্রের অনুমোদন পেলে ঋণ নিতে আর কোনও বাধা থাকবে না। তার পরে সেই ঋণের টাকা থেকেই নদীপথের নিরাপত্তায় ৫০০ কোটি টাকার তহবিল গড়ার ইচ্ছে আছে,'' বলেন রাজ্য প্রশাসনের এক কর্তা।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা
(১৫/৫/১৭)

স্থগিত হয়ে গেল রাজ্যসভার ভোট

আপাতত স্থগিত হয়ে গেল রাজ্যসভার ভোট। পশ্চিমবঙ্গ, গোয়া এবং গুজরাতের খালি হওয়া আসনগুলির জন্য ৮ জুন ভোট নেওয়ার কথা ছিল। গত ১৬ মে কমিশন এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। সোমবার তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

কেন পিছিয়ে দেওয়া হল ভোট?

কমিশনের এক মুখপাত্র জানান, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিধানসভার সচিবরা একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এবং রাজ্যসভা ভোটের রিটার্নিং অফিসার হিসাবে কাজ করেন। দু'টি ভোটের কাজ একসঙ্গে পড়ায় প্রশাসনিক প্রস্তুতির সমস্যা হতো, কমিশন মনে করছে।

এ ছাড়া আগামী ৩ জুন কমিশন ভোটযন্ত্রের কারচুপি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে চ্যালেঞ্জ রেখেছে। এ নিয়ে যখন পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকবে তখন রাজ্যসভার ভোটগ্রহণের উপযুক্ত সময় নয়। সেই কারণেই ভোট পিছিয়ে যাচ্ছে বলে জানান কমিশনের ওই কর্তা।

যদিও কমিশনের এই যুক্তি মানতে রাজি নয় বিরোধী দলগুলি। তাদের মতে, যে সব আসনে ভোট হচ্ছিল সেই সাংসদদের মেয়াদ রয়েছে অগস্ট পর্যন্ত। এমনকী ৮ জুন ভোট হয়ে গেলেও নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পর্যন্ত হতো না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও এখনকার সাংসদরাই ভোট দিতেন। তা হলে কীসের অসুবিধে? কমিশনকে এই সিদ্ধান্ত ভেবে দেখার জন্য বেশ কয়েকটি দল অনুরোধ জানিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ভোট মিটলেই এ নিয়ে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি দিতে বলেছিল। দলগুলির দাবি, সে কথা বিবেচনা করেই প্রথম বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার ছ'দিন পর তা তুলে নিল কমিশন।

এ রাজ্যে মোট ছ'টি আসনে খালি হয়েছিল। তার মধ্যে তৃণমূল পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। ডেরেক ও ব্রায়েন, দোলা সেন, সুখেন্দুশেখর রায়ের সঙ্গে এ বার মানস ভুঁইঞা এবং শান্তা ছেত্রীকে প্রার্থী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অপর আসনটি কংগ্রেস-সিপিএম জোটের হয়ে লড়তে পারেন সীতারাম ইয়েচুরি।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা
(২৩/৫/১৭)

গোপালকৃষ্ণকেই প্রার্থী চান সনিয়া

গৌতম হোড়, নয়াদিল্লি

শেষ মুহূর্তে কোনও বদল না হলে, রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধী প্রার্থী হিসাবে গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীই সবথেকে এগিয়ে। কংগ্রেস সূত্রের খবর হল, সনিয়া এবং রাহুল মনে করছেন, গোপাল গান্ধীই বিরোধীদের কাছে সবথেকে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী হবেন। তাঁর যোগ্যতা নিয়েও কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কংগ্রেসের এক প্রধান নেতার কথায়, গোপালকৃষ্ণ গান্ধী প্রার্থী হলে তাঁকে সরকার হালকা ভাবে নিতে পারবে না। সংখ্যার দিক

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

থেকে সরকার যতই এগিয়ে থাক না কেন, ভালো লড়াই হবে। বিজেপি-র শরিক দলগুলিরও গোপাল গান্ধীকে নিয়ে আপত্তি থাকতে পারে না। তারা বিজেপি প্রার্থীকেই শেষমেশ সমর্থন করবেন ঠিকই, কিন্তু গোপাল গান্ধীর সেভাবে বিরোধিতা করতে পারবেন না। সে জন্যই সরকারের মনে একটা ভয় থাকবে। কংগ্রেস নেতাদের দাবি সত্যি হলে, হেরে যাবেন জেনেও বিরোধী প্রার্থী হওয়া নিয়ে গান্ধীজির নাতি, প্রাক্তন কূটনীতিক, সুলেখক, রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপালের কোনও আপত্তি নেই। গত বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গোপাল গান্ধীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন মমতা, তা অবশ্য তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে পি এ সাংমাকে তিনি প্রার্থী করেছিলেন।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, শরদ পাওয়ার ইতিমধ্যেই গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর নামে তাঁর সম্মতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। অন্য বিরোধী নেতাদেরও সঙ্গে সনিয়া ও রাহুলের যে প্রাথমিক কথা হয়েছে, তাতে তাঁরাও এই নামে কোনও আপত্তি জানাননি। তাতেই কংগ্রেস নেতাদের ধারণা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত গোপালকৃষ্ণই সম্ভবত বিরোধী প্রার্থী হবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীতীশ কুমার প্রাথমিক ভাবে বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কেই চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রণববাবুকে প্রার্থী হিসাবে বিজেপি মেনে নেবে না তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সর্বসম্মতি না হলে বর্তমান রাষ্ট্রপতি যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। তাই গোপালকৃষ্ণতে বিরোধীদের সম্মতি হওয়ার সম্ভাবনাটা সবথেকে প্রবল।

চলতি সপ্তাহেই দিল্লিতে বিরোধী দলনেতাদের বৈঠক হচ্ছে। সেখানে সনিয়া গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদ যাদব, সীতারাম ইয়েচুরি, অখিলেশ যাদব, মায়াবতী সহ বিরোধী নেতাদের থাকার কথা। তার পর ৩ জুন চেন্নাইতেও করুণানিধির জন্মদিন উপলক্ষে বিরোধী নেতারা সমবেত হচ্ছেন। সেখানে অবশ্য সনিয়া যাচ্ছেন না। যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী এবং গুলাম নবি আজাদ। শরীর খারাপ বলে সনিয়া আর চেন্নাই যাওয়ার ঝুঁকিটা নেবেন না বলে কংগ্রেস সূত্রে বলা হচ্ছে। তা ছাড়া তিনি এখন রাহুলকেই সব ব্যাপারে এগিয়ে দিতে চাইছেন। অন্তত বিরোধী মহলে রাহুলের গ্রহণযোগ্যতা এ ভাবেই বাড়াতে চাইছেন সনিয়া।

চেন্নাইয়ে বিরোধী নেতাদের মধ্যে শরদ যাদব, কে সি ত্যাগী, সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজা সহ বেশ কিছু নেতা যাবেন তৃণমূল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত যাবেন না। কিন্তু তিনি ডেরেক ও ব্রায়েন বা অন্য কোনও একজন নেতাকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাবেন। বিরোধী ঐক্যের ক্ষেত্রে চেন্নাইয়ের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রজনীকান্ত বিজেপির হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন কি না, তা নিয়ে এখন চেন্নাই সরগরম। এই আবহে ডিএমকে নেতা স্ট্যালিন চেন্নাইয়ে বিরোধী নেতাদের নিয়ে এসে শক্তিপরীক্ষা করতে চান। সেখানে এটাও বোঝা যাবে, বিরোধী ঐক্য প্রয়াস কতটা এগোল। তাই প্রায় সব বিরোধী দলই দিল্লি ও চেন্নাই বৈঠক ও জনসভার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।

—সৌজন্যে এই সময় (২৪/৫/১৭)

কৃষিতে 'রেকর্ড' সাফল্য, কেন্দ্রের দাবি নিয়ে প্রশ্ন

এ বছরে রেকর্ড হবে, সেটা ভেঙে আগামী বছরে তৈরি হবে নয়া রেকর্ড। নরেন্দ্র মোদী সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তিতে কৃষিক্ষেত্রে এমন সাফল্যের দাবি ঘিরে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনই উড়ে আসছে তীব্র সমালোচনা।

নিজেকে কৃষক দরদী প্রমাণে মরিয়া মোদী সরকারের কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী, এ বছর দেশে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হতে চলেছে। কৃষিমন্ত্রীর দাবি, ২০১৬-'১৭-র ফসলের মরসুমে ২৭৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হতে চলেছে। এখনও পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড হয়েছিল মনমোহন সিংহ জমানায়, ২০১৩-'১৪-তে। তার পর টানা দু'বছরের খরার ধাক্কা কাটিয়ে কৃষিক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বলে রাধামোহনের যুক্তি। তাঁর মতে, বর্ষা স্বাভাবিক হলে আগামী বছর এর থেকেও বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে।

ঠিক এখানেই প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। তাঁদের প্রশ্ন, কৃষিতে উৎপাদনের রেকর্ড হলে কৃষক আত্মহত্যা কমছে না কেন? সরকারের নিজের হিসেবই বলছে, চাষি ও ক্ষেতমজুর মিলিয়ে প্রতি বছর গড়ে ১২ হাজার জন আত্মহত্যা করছেন। মোদী সরকারের চিন্তা বাড়িয়ে বিজেপির কৃষক দরদ নিয়ে আজ প্রশ্ন তুলেছে এনডিএ-র শরিক শিবসেনাও। মহারাষ্ট্র এমনিতেই কৃষক আত্মহত্যায় দেশের মধ্যে এক নম্বরে। শিবসেনার অভিযোগ, মহারাষ্ট্র সরকার মুম্বই-নাগপুরের মধ্যে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করলে কৃষক আত্মহত্যা আরও বাড়বে। কারণ ওই এক্সপ্রেসওয়ের জন্য সেচের সুবিধাযুক্ত জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খাচ্ছেন কৃষকরা।

মোদী সরকারের দাবির বেলুন ফুটো করতে মাঠে নেমেছে কংগ্রেসও। তাদের যুক্তি, মোদী সরকারের তিন বছরে কৃষিতে বৃদ্ধির গড় হার মাত্র ১.৭ শতাংশ। আজ দলের নেতা রাজীব শুক্ল বলেন, ''মোদী জমানায় সবথেকে খারাপ দশা কৃষকদেরই। প্রতি দিন অসংখ্য কৃষক আত্মহত্যা করছেন। কৃষি ঋণ মকুব করতেও কেন্দ্র কিছু করছে না।''

কংগ্রেসের অভিযোগের জবাবে কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্র শুধু ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি বাড়ানোর বিপক্ষে। আর চাষ থেকে আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে বীজ-সারের মতো খরচ কমাতে সক্রিয় কেন্দ্র। একই সঙ্গে তিনি জানান, কৃষি ঋণ মকুবে কেন্দ্র কিছু করবে না। চাইলে রাজ্যগুলি করতে পারে। বিরোধীদের অভিযোগ, ফসলের ন্যূনতম দাম না বাড়ালে বা কৃষি ঋণ মকুবে কেন্দ্র পদক্ষেপ না করলে কৃষক আরও বিপন্ন হবেন।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা
(২৩/৫/১৭)

কলকাতার কড়চা

নতুন ভাবনায় 'মাছি'

পঞ্চম বৈদিক তাদের নতুন প্রযোজনা 'মাছি'তে খুঁজতে চাইছে আজকের ওরেস্টেসকে। সার্ত্রের মূল নাটক 'ফ্লাইজ'কে ভিত্তি করেই তাদের এই খোঁজ। মূলত গ্রিক পুরাণ-নির্ভর সার্ত্রের নাটকটিতে ঈশ্বর ও রাজা দু'জনেই আর্গোসবাসীকে পাপের ভয় দেখিয়ে তাঁদের নিজ আধিপত্যে রাখেন। এই দুইয়ের মাঝে পড়ে আর্গোসবাসীকে তাদের পাপবোধ থেকে মুক্তি দেয় রাজকুমার ওরেস্টেস।' ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাটকটি লেখেন সার্ত্র, যখন জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে হিটলার রক্ষা করতে চাইছেন তাঁর ক্ষমতা। তেমনই এক সময় আজ এ দেশে, যখন হিন্দুত্বের জিগির তুলে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে আর এক শক্তি।' জানিয়েছেন নির্দেশক অর্পিতা ঘোষ, অনুবাদ তাঁরই। 'প্রবেশদ্বার থেকে মঞ্চ অবধি মিনার্ভা থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্পেসটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, অভিনয় বা সেট সাজানোর ভিতর দিয়ে, গোটা নাটকটাই ডিজ়াইন করা এ ভাবে', জানালেন তিনি, 'শ্রেয়ান চট্টোপাধ্যায়ের আবহ ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে নাটকটিকে, এই প্রথম কাজ তাঁর।' বিশেষ সহযোগিতায় শাঁওলী মিত্র ও দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। শুধু মিনার্ভাতেই হবে প্রতি দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার। প্রথম অভিনয় ২০ মে সন্ধে সাড়ে ৬টায়।

নাটক সমগ্র

ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের জন্য নাটক খোঁজাটা উত্তর-কৈশোরে এসে তাঁর মনে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে — কোথা থেকে অভিনয় ও প্রয়োগের উপযোগী উৎকৃষ্ট নাটক পাওয়া যায়। তত দিনে তৈরি হয়েছে তাঁর প্রবল সাহিত্য অনুরাগও। বাংলা নাটকের পাশাপাশি ভিনভাষী নাটক পড়ার উন্মাদনা। এই এষণা থেকেই বিদেশি নাটকের প্রতি মন যায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। 'আর সে সব নাটকের রূপান্তরণ করতে গিয়ে সতত তাঁর মনে হয়েছে' যা সমসময়ের স্বদেশের ক্ষেত্রেও সত্য বলে প্রত্যয় হয় সেইটিকেই রাখার চেষ্টা করতে হবে আমার অ্যাডাপ্টেশনে।' প্রায় ছ'দশক ধরে বিভিন্ন সময়ে ২৯টি নাটক রচনা করেছেন, সে সবেরই সমাহার তাঁর নাটকসমগ্র (আনন্দ), সম্প্রতি প্রকাশ পেল দ্বিতীয় খণ্ডটি। এতে আছে সেরিনা-সেরিমান, মজিক বিদায়, আরোহণ, জন্মান্তর, চন্দনপুরের চোর, ন্যায়মূর্তি, প্রাণতপস্যা, কুরবানি এবং টাইপিস্ট। শুরুতেই তাঁর 'নাট্যকারের কথা', শেষে তথ্যপঞ্জিতে রচনা-উৎস ও প্রথম মঞ্চায়ন বিবরণ।

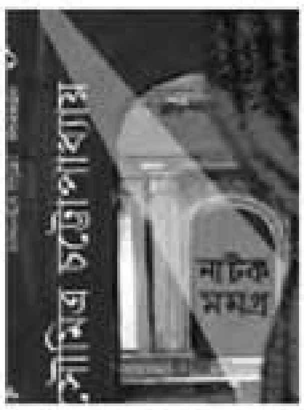

অমর পাল ৯৬

'আমি কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়...' খ্যাত লোকশিল্পী ছিয়ানব্বইয়ে পা। তিনি লোকসংগীতের জীবন্ত কিংবদন্তি। একাধারে গায়ক, সুরকার অমর পালের জন্ম ১৯২২-এর ১৯ মে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। মা দুর্গাসুন্দরী দেবীর কাছে লোকসংগীতে হাতেখড়ি। আর বহু উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম উস্তাদ আলাউদ্দিন খানের ছোট ভাই আয়েত আলি খানের কাছে। ১৯৫১ সালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে গান

পরিবেশন। দেবকী বসু, সত্যজিৎ রায়, ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত ছবিতে গান গেয়েছেন। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি-সহ দেশে-বিদেশে একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ১৮ মে সন্ধে সাড়ে ৬টায় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর গাওয়া লোকগানের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন সমীর আইচ, তপন রায় এবং প্রাণেশ সোম। উপস্থিত থাকবেন শিল্পী স্বয়ং ও বিভাস চক্রবর্তী।

রাখি-উৎসব

হিন্দু-মুসলমানের বাইরের বিরোধ মুছিয়ে অন্তরে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গ রোধে রাখিবন্ধনকে হাতিয়ার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের চারপাশে আজ অদ্ভুত এক বিদ্বেষের আবহ। চোখ-কান খোলা রাখলে তার আঁচ টের পাওয়া যায়। এ বছর রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁরই দেখানো পথে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন রোধে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হল হাওড়ায় উপদ্রুত এলাকা ধূলাগড়ে। বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ রাস্তায় নেমে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের হাতে সোনালি সুতো পরিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে দিলেন মৈত্রীর বাণী। স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। কেবল হাওড়া বা কলকাতা নয় বিভিন্ন জেলাতেও মিথ্যে কলহের মহড়াও চলছে, এ বছরের ২৫ বৈশাখ উদযাপনে প্রাধান্য পেয়েছে সম্প্রীতি, সুস্থ জাতীয়তাবাদের মতো বিষয়। সংকটকালে রবীন্দ্রনাথই যে আমাদের আশ্রয়।

দেবেন্দ্রনাথ

তিনি ধর্মতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে বিনা বেতনে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশ দেওয়ার জন্য অক্ষয়কুমার দত্তের সহায়তায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ বার তাঁরই জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে আইসিসিআর-এ ১৫ মে, সন্ধে ৬টায় 'পিতা-পুত্র' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন। যেখানে মহর্ষির জীবনী ও তাঁর গান তো শোনা যাবেই, সঙ্গে তাঁর পুত্র রবির 'রবীন্দ্রনাথ' হয়ে ওঠার গল্প, এবং তাঁর গানে মহর্ষির প্রভাব, যোগাযোগ — এ সবই ছুঁয়ে দেখা হবে দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠানে। গান শোনাবেন প্রবুদ্ধ রাহা, প্রদীপ দত্ত, রিনা দোলন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন মজুমদার। পাঠে অনিরুদ্ধ রক্ষিত। স্ক্রিপ্ট ও পরিচালনা রিনা দোলন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাতাজি

উত্তর কলকাতার 'আদি মহাকালী পাঠশালা'-র প্রতিষ্ঠাত্রী মাতাজি গঙ্গাবাঈ, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তিনি মহাবিদ্রোহেও যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি নেপালে আধ্যাত্মিকতায় যুক্ত হয়ে পড়েন। এত কিছু সত্ত্বেও তিনি শিক্ষার মাধ্যমে নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। বিদেশি শাসনে জর্জরিত ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর সেই স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করতে ১৮৯৩ সালে মাত্র তিরিশ জন ছাত্রী নিয়ে গড়ে তোলেন কৈলাস বোস স্ট্রিটে স্কুলটি। সেই স্কুলই ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল ঘরোয়া পুজো ও বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টজন।

বাতিল চিঠি

একটি মেয়ে ২০০৫-২০০৯, এই সময়কালে চিঠি লিখে চলেছিল তার প্রেমিককে। এ শহর তখন পরিবর্তনে টালমাটাল, রাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতির পালাবদল। ওই সময়েই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, চিঠির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে ইয়াহু, অর্কুট ছেড়ে ফেসবুক ও তার পরে হোয়াটসঅ্যাপ, আটপৌরে চিঠি বেচারা চিলেকোঠার এক কোণে শুধু স্মৃতি-স্বপ্নে ভাসে। তবু কলেজ পড়ুয়া কিশোরীটি তার মৃত প্রেমিকের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে যায়। চিঠিগুলি ওই বাতিলের খাতায়, চিঠিতে মেয়েটি বাস্তব আর পরাবাস্তবের সেতু বাঁধে যেন... হারিয়ে যাওয়া হলুদ খাম, শহরে বিলুপ্তপ্রায় অ্যান্টেনা, হাইরাইজে মুখ লুকানো চিলেকোঠা। 'বাতিল চিঠি' — এক ঘণ্টার ইন্টিমেট থিয়েটার ফর্মে বাঁধা। নাটক, নির্দেশনায় ও গ্রন্থনায়, অভিনয়ে তাঁর সঙ্গে সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজনা প্রক্ষেপণে অরিত্র। সংগীত ও আলো শমীকের, স্থিরচিত্র অর্ঘ্যের। ১৭ ও ১৮ মে, পদাতিক লিটল থিয়েটারে, রাত ৮টা থেকে।

মিউজিয়ম দিবস

আমাদের সংগ্রহশালাও কি মৃত্যুপথযাত্রী? ভারতীয় সংগ্রহশালা কি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ঢোকার জন্য অনেক সময়ই লম্বা লাইন দেখলে এ উদ্বেগ হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু শুধু এমন কয়েকটা প্রতিষ্ঠান দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। কলকাতায় সব মিলিয়ে সংগ্রহশালার সংখ্যা চল্লিশের বেশি। তার অধিকাংশের খোঁজ কলকাতার মানুষই রাখেন না, বাইরের লোকের তো প্রশ্নই নেই। অধিকাংশেরই কোনও প্রচার নেই, দর্শক সংখ্যাও নগণ্য। কোথাও রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থাও খুব খারাপ। এমন কেন হচ্ছে? বহু-প্রত্যাশিত মিউজিয়ম ডিরেক্টরি আজও আলোর মুখ দেখল না। আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবস উপলক্ষে ১৮ মে বিকেল ৫টায় ভারতীয় সংগ্রহশালার আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী সভাগৃহে এ নিয়েই বলবেন জহর সরকার। তারপর সাড়ে ৬টায় সংগ্রহশালার কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণে সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিতের সংগীতানুষ্ঠান।

পুরাণ কথা

টেরাকোটা বা মাটির কাজ দিয়েও যে গল্পের বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করা যায় সেটি করে দেখিয়েছেন তিনি! দেশবাড়ি মেদিনীপুরে থাকবার সময় থেকেই মাটির সঙ্গে সখ্য শিল্পী রামকুমার মান্নার। অতএব মাটিতেই ওঁর নানাবিধ গল্প বলা। সেই গল্পের তাগিদেই শিল্পী ফিরে যান মা-ঠাকুমার গল্পের ঝুলিতে। যেখানে থাকে লোকআঙ্গিকের টান, থাকে পৌরাণিক চরিত্ররা। শিল্পী মনে করেন, 'ক্রমেই তো আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এই সব, সেই কারণেই চেষ্টা একটু কিছু ধরে রাখবার।' এই তাগিদ থেকেই শুরু করেছিলেন পুরাণ ও লোককথা নিয়ে কাজ। শিল্পীর সাম্প্রতিক এই সমস্ত কাজ নিয়েই ১৯ মে বিকাল ৫টায় 'মিথোলজি রিক্রিয়েটেড' শীর্ষক এই প্রদর্শনীটি শুরু হচ্ছে পঙ্কজ মল্লিক সরণি-র থ্রী আর্ট গ্যালারিতে, উদ্বোধন করবেন হোপ ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া-র সিইও সুজাতা সেন। ২ জুন পর্যন্ত, ৩-৭টা। সঙ্গে ছবি প্রদর্শনী থেকে।

নগরনট

তিনি প্রায় একার কাঁধে বহন করে চলেছেন সকল নাগরিক নাট্যধারার ভার। তিনি একের মধ্যে বহু, আবার বহুর মধ্যে এক। তিনি দেবশঙ্কর হালদার। এই মুহূর্তে তিনি বিশ-পঁচিশটি নাটকের কেন্দ্রবিন্দু, যা প্রতি দিন দেশের কোথাও না কোথাও অভিনীত হয়ে চলেছে। বাংলা চলচ্চিত্রেও তিনি এখন অন্য ধারার পুরোধা নায়ক। এ বার তাঁকে নিয়েই প্রসেনজিত চক্রবর্তীর উদ্যোগে শহর কলকাতার পথশিশুদের বিনোদন ও কল্যাণে তহবিল সংগ্রহের ভাবনায় অ্যাকাডেমিতে সাড়ে ৬টায় হাওড়ার অনুভূতি নাট্যদল আয়োজন করেছে — 'নগরনট'। থাকবে দক্ষিণ রঙ্গিকস প্রযোজিত, রুদ্রদেব মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত দেবশঙ্করের একক অভিনয় 'বর্ণপরিচয়'। থাকবে দেবশঙ্করের একটি অন্তরঙ্গ

আলাপচারিতা, সঙ্গে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, চন্দন সেন, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অংশুমান ভৌমিক, সপ্তর্ষি মুখোপাধ্যায় ও সৌম্যদ্যুতি মুখোপাধ্যায়। উপস্থাপনায় নট ও নির্দেশক তপনজ্যোতি।

বিশ্বায়ন

শাস্ত্রীয় সংগীতে কলকাতার গুরুত্ব কি ক্রমেই কমে আসছে? বড় সংগীত অনুষ্ঠান আগের মতো থাকলেও ছোটখাটো অনুষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান কি আগের থেকে অনেক কম ঘটে কলকাতায়? কিছু কাল ধরেই শাস্ত্রীয় সংগীতপ্রেমীদের মনে এই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এই সংশয়ের মধ্যেই একটি সুসংবাদ। পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় এবং উস্তাদ মশকুর আলি খানের একটি সম্প্রতি প্রকাশিত সিডি মনে করিয়ে দিল, এই সংগীতজ্ঞই কিন্তু কলকাতার সঙ্গে যুক্ত, কলকাতার সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির সঙ্গেও। উত্তরপ্রদেশ সংগীত-সমৃদ্ধ কৈরানা অঞ্চলের সন্তান কণ্ঠসংগীতশিল্পী উস্তাদ মশকুর আলি খান কিরানা ঘরানার অসামান্য রূপকার। উস্তাদ আবদুল করিম খান এবং উস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ খান কেবল তাঁর পূর্বসূরি নন, তাঁর প্রত্যক্ষ পরিবার। সিডিটি প্রকাশ করল ব্রিটেনের নিম্বাস অ্যালায়েন্স কোম্পানি। আন্তর্জাতিক কোনও বাণিজ্যিক সংস্থা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সিডি প্রকাশ করছে, এমন ঘটনা সুলভ নয়। রেকর্ডিং অবশ্য ব্রিটেনে বা ভারতের বদলে নিউ ইয়র্কের স্টুডিয়োর। আক্ষরিক অর্থে বিশ্বায়ন। শাস্ত্রীয় সংগীতেরও। কলকাতারও।

আলোকচিত্রী

সলমান খানের তরফ থেকেই আমন্ত্রণ পেয়ে মুম্বই গমন, 'সেই ছিল আমার বিগ ব্রেক', বলছিলেন আলোকচিত্রী দেবজিৎ চক্রবর্তী। জন্ম কটকের কাছে। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে ঘুরতে হয়েছে নানা স্থানে। 'বাবা অবসর নেওয়ার পর কলকাতায় ফিরে এসে এমবিএ শেষ করি।' তারপর মুম্বই প্রোডাকশন এবং সেলিব্রিটি ম্যানেজমেন্ট-এর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফটোগ্রাফিতে আগ্রহ। বাবা চলে যাওয়ার পর মা একা বলে এই শহরে ফেরা, মনস্থির করেন, সমস্ত শীর্ষকে বাংলা নতুন বছরে একটি ক্যালেন্ডার করবেন। পেশাদার মডেলদের সঙ্গে নিয়ে আসেন রূপান্তরকামীদেরও। সকলেরই সমান অধিকার, সেই লক্ষ্যেই এই আয়োজন। সেই সামাজিক বার্তা ছড়িয়ে দিতে চান তিনি এই দিনপঞ্জির মধ্যে দিয়েই। ওঁর সঙ্গে এগিয়ে এলেন এই শহরের শিল্পোদ্যোগী অতুল ডালমিয়া এবং মার্সি অ্যান্ড ভিশন নামে একটি সংস্থা। এঁদেরই যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি ক্যাফে হেরিটেজ-এ প্রকাশ পেল কালবৈশাখী শীর্ষকে সেই বাংলা ক্যালেন্ডার। সঙ্গে ছিলেন মৌ, শুভম, কণিকা, রাজীব, সিলমো এবং শ্রেয়া নামে দিনপঞ্জির মডেলরা। 'অনেকদিন এই বাংলা থেকে দূরে ছিলাম,' বলছিলেন তিনি, 'এখন এখানে কাজ করতে দারুণ ভাল লাগছে। আরও নতুন কিছু করতে চাই।'

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৫/৫/১৭)

রাজ্যে সক্রিয় গেরুয়া শিবিরের বহু সংগঠন

বাম গণসংগঠনের ধাঁচে বাংলায় প্রভাবের জাল বিস্তার করতে চাইছে সঙ্ঘ পরিবার

ঝিলম করঞ্জাই ও জয় সাহা

ধর্মেও আছে, জিরাফেও আছে বটেই। এই যুক্তি মেনেই রাজ্যের আনাচে কানাচে নিজের প্রভাব বাড়াতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে গেরুয়া শিবির। তবে সব সময়ই বিজেপি বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নামে নয়। নিজেদের প্রভাবের ব্যাপ্তি বাড়াতে প্রবল ভাবে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে গেরুয়া শিবিরের প্রায় ৩০টির বেশি গণসংগঠন। এ রাজ্যে হাজির। মানবাধিকার থেকে নতুন লেখকদের সম্মেলন, বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যচর্চা থেকে মহিলাদের অধিকার — নাগরিকের জীবন যাপনে যে যে ক্ষেত্রে সামাজিক সাহায্য লাগে, সেই সব ক্ষেত্রগুলিতেই গত কয়েক মাসে সক্রিয় হয়েছে গেরুয়া শিবির। পুরোনো, গতিহীন, জড়বড়ে সংগঠনগুলিতে নব জীবন দানের পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে নতুন সংগঠন তৈরি করেও প্রভাবের জাল বিস্তার করতে চাইছে সঙ্ঘ পরিবার।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, এ যেন ঠিক বামেদের গণসংগঠনের ছক। যেখানে প্রকাশ্যে কোনও রাজনীতি থাকবে না ঠিকই, কিন্তু পরিকল্পনার নেপথ্যে অবশ্যই থাকবে নিজেদের মতামতকে ছড়িয়ে দেওয়ার, সমর্থক বানানোর জোরালো প্রচেষ্টা। বামেদের গড়া এই সমিতি, সেই কমিটি, গানের দল, নাগরিক কমিটির আড়ালে ঠিক যে ভাবে থাকত ব্যাপক প্রভাব বাড়ানোর নকশা, অনেকের বক্তব্য, সঙ্ঘ পরিবারও সেই পথেরই পথিক। যদিও, সঙ্ঘ পরিবারের দাবি, কাউকে নকল করে নয়, পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতে গত ৯০ বছর ধরে নিঃশব্দে এ ভাবেই কাজ করে এসেছে সঙ্ঘ পরিবার। সম্প্রতি কলকাতায় এসে সঙ্ঘের সর্বভারতীয় মুখপাত্র মনমোহন বৈদ্য বলেন, 'এটা ঠিক নয় যে সব সংগঠন সরাসরি সঙ্ঘের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। ঘটনা হল, সঙ্ঘের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠন রয়েছে। কোথাও স্বনামধন্য বিজ্ঞানীরা রয়েছেন, কোথাও ডাক্তার-শিক্ষক-অধ্যাপক, কোথাও যুব সমাজ রয়েছে। সময়ের দাবি অনুযায়ী তা তৈরি হয়।'

রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, তিন দশকের বাম শাসনে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত চাপাতে গণসংগঠনের সামাজিক ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন শক্তি খুইয়ে বামেরা ক্লান্ত। ফলে সেই সামাজিক-রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূরণ করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির উঠে-পড়ে লেগেছে। তাদেরও হাতিয়ার সেই পুরোনো গণসংগঠনের ছক। যে কথার রেশ পাওয়া গিয়েছিল চলতি বছর মার্চে কোয়েম্বাটুরে আরএসএসের ন্যাশনাল এগজিকিউটিভ কাউন্সিলে পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে নেওয়া তাদের বিশেষ সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই। গেরুয়া শিবির মনে করছে, নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গের মতো উর্বর হিন্দুত্ববাদী জমিতে এত দিন মন দিয়ে চাষ না করা হলেও, এ বার টার্গেট বাংলা।

যেমন, মানবাধিকার রক্ষা মঞ্চের কথাই ধরা যাক। অতি সম্প্রতি তৈরি হলেও এখনই বেশ সক্রিয় এই সংগঠন। গত কয়েক মাস বসিরহাট, বারুইপুর, পুরুলিয়া ও বীরভূমে তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে থানায় থানায় এবং জেলাশাসকের কাছে প্রতিবাদের আন্দোলন চালাচ্ছে তারা। সংগঠনের বসিরহাট জেলার সভাপতি প্রণব বর বলেন, 'মিনাখাঁ, বাদুড়িয়া ও সন্দেশখালিতে তফসিলি জাতির প্রতিনিধিদের উপর নিয়মিত দুষ্কৃতী অত্যাচার হচ্ছে। সেই মানুষদের পথ দেখাতে এই সংগঠন তৈরি হয়েছে।'' আবার রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র হাতে হাঁটায় পুলিশি ধরপাকড় এবং মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে নাগরিক অধিকার মঞ্চ নামে আর একটি নতুন সংগঠন জেলায় জেলায় খোলকরতাল নিয়ে বেরিয়ে থানা ঘেরাও করে।

অন্য দিকে, টিএমসিপির দাপটে কলেজে কলেজে এখনও খাতা খোলার জায়গায় না-থাকলেও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্টস ফর ডেভেলপমেন্ট নামে শিবির করছে মেদিনীপুর ও বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে। গ্রামের পরিস্থিতি ও গ্রামের চাহিদা কী সেটা বোঝাতেই এই কর্মসূচি। দেশের প্রকৃত উন্নয়নের মডেল কী হওয়া উচিত, কোন পথে ভারতীয় ঐতিহ্যকে বহাল রেখে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব — এ সব নিয়েও দেশের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের জড়ো করে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে থিঙ্ক ইন্ডিয়া নামে একটি সংগঠন।

গত সপ্তাহেই ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির কলকাতায় বিশেষ সভা হয়েছে। উপেক্ষিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাইয়ে দেওয়াই এই নতুন করে জেগে ওঠা সংগঠনটির কাজ। একই ভাবে, ১৯৮২ সালে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা বর্তমানে সময়ে কতটা প্রাসঙ্গিক, তা বোঝাতে পথচলা শুরু করে সঙ্ঘ প্রভাবিত বিজ্ঞান ভারতী। এ রাজ্যে নিয়মিত বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান করছে এই সংগঠন। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা যোগ, আয়ুর্বেদের মতো একাধিক বিষয়কে জনপ্রিয় করতে কাজ করতে রয়েছে আরোগ্য ভারতী। সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গে প্রধান আধিকারিক বুদ্ধদেব ঘোষ বলেন, 'কী ভাবে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি ও যোগ ব্যবহার করে স্বল্প খরচে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে, সেটা প্রচার করাই আমাদের লক্ষ্য।'

এ ছাড়া রয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের নানা শাখা সংগঠনও। যেমন গোরক্ষা বিভাগ, গো অনুসন্ধান বিভাগের মতো শাখা সংগঠনগুলি রাজ্যে কত গোরু আছে, কী অবস্থায় রয়েছে, কত গোরু পাচার হচ্ছে — এসব নিয়ে সমীক্ষা শুরু করেছে। সোমবারই খড়গপুরে শেষ হয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। ভিএইচপির ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'এখানে সব বয়সের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের সংগঠনের সব দিক শেখানো হয়েছে। আগামী দিনে আরও এ রকম শিবির হবে।' নতুন প্রজন্মের লেখকদের জাতীয়তাবাদী শিবিরে টানতে গত মাসে কলকাতায় ওয়ার্কশপ করেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মতো একাধিক সংগঠন। সক্রিয় মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চও।

—সৌজন্যে এই সময়
(২৩/৫/১৭)

মমতার বাংলা থেকে লগ্নি টানতে তৎপর আমেরিকা

প্রণয় গাতার পত্র

'সিলেক্ট ইউএসএ' সম্মেলনের জন্য এর আগেও রাজ্যের দ্বারস্থ হয়েছে আমেরিকার দূতাবাস। কিন্তু তা ছিল নিষ্ফল আয়াস। মার্কিন কনসুলেটে একটি রোড শো-য়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের বার্তা দেওয়া হত এতদিন। গত বছরও সেই অনুষ্ঠান হয়েছে, যেখানে জনা চারেক শিল্পপতি হাজির ছিলেন, যাঁরা বিনিয়োগে আগ্রহী। তবে সেই বিনিয়োগের অঙ্কও ছিল নামমাত্র। তা নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না আমেরিকা, এমনটাই ধারণা বণিক মহলের।

এদিকে, রাজ্যে বছর বছর ঘটা করে বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে হাজির থাকেন মার্কিন কনসুলেটের কর্তাব্যক্তিরা। তাঁদের সামনেই রাজ্যে হাজার কোটির লগ্নির প্রস্তাব দেন বহু শিল্পপতি। এমনকী মুকেশ আম্বানির মতো শিল্পপতিরাও যেখানে রাজ্যের উপর আস্থা রেখেছেন, সেখানে এই মাটিতে শিল্পের বাতাবরণ রয়েছে, এই বার্তা গিয়েছে মার্কিন দূতাবাসে, এমনটাই ধারণা শিল্পমহলের। তাই এখানকার অধিকারীরা যে আদতে শিল্প-বান্ধব, এমনটাই মনে করছে আমেরিকা। সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাকে পাখির চোখ করেছে মার্কিন মুলুক।

কনসুলেট জেনারেল প্রিন্সিপাল কমার্শিয়াল অফিসার জন ওয়ার্ড বণিকসভাগুলিকে গত সপ্তাহে দেওয়া চিঠিতে লিখেছেন, চলতি সপ্তাহেই তাঁরা দেখা করতে চান আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে। সেই মতো তাঁদের চেম্বারে যেতে প্রস্তুত তাঁরা। অর্থাৎ, আর বিষয়টিতে ঢিলেমি দিতে রাজি নন তাঁরা। মার্কিন দেশের সেই আহ্বানে কি পশ্চিমবঙ্গ সাড়া দেবে? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য মুচকি হাসছে শিল্পমহল।

—সৌজন্যে বর্তমান (২২/৫/১৭)

রাজ্যে লগ্নি খরা কাটাতে পথ দেখাচ্ছে কৃষি রসায়ন

কৌশিক প্রধান

সামুদ্রিক-উদ্ভিদ ভিত্তিক জৈব উদ্দীপক আসছে বাজারে

পঞ্চাশ বছর আগে মাত্র তিন লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে পথ চলা শুরু। বর্তমানে তা ১০২০ কোটি টাকার মহীরুহ! চাষের কীটনাশক উৎপাদনে কলকাতার সংস্থা কৃষি রসায়ন এখন দেশের আট নম্বর সংস্থা। চাষের ফলন বাড়াতে সম্পূর্ণ সামুদ্রিক-উদ্ভিদ (সিউইড) ভিত্তিক জৈব উদ্দীপক (স্টিমুল্যান্ট) দেশের বাজারে প্রথম নিয়ে আসছে তারাই। কানাডার অ্যাকাডিয়ান সিপ্ল্যান্টস লিমিটেড-এর এই স্টিমুল্যান্ট যৌথ ব্র্যান্ড-এ দেশের বাজারে বিক্রি করবে কৃষি রসায়ন। পশ্চিমবঙ্গে লগ্নি আনতে যেখানে রাজ্য সরকার সর্বশক্তি প্রচেষ্টা নিয়েছে, সেখানে কলকাতার এই সংস্থার অতুলনীয় সাফল্য বিনিয়োগকারীদের টেনে আনতে নিঃসন্দেহে টনিকের কাজ করতে পারে।

কৃষি রসায়নের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অতুল চুরিওয়াল-এর কথায়, 'এই ১০০ শতাংশ সিউইড-ভিত্তিক স্টিমুল্যান্ট ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন অন্তত ১৫ শতাংশ বাড়বে। সব থেকে বড় কথা কানাডার সংস্থাটির এই পণ্য আন্তর্জাতিক জৈবউদ্দীপক হিসাবে স্বীকৃত। দেশে আমরাই প্রথম যারা এই পণ্য নিয়ে আসছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা যে ২৫০০ কোটি টাকা টার্নওভারের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি, তা পূর্ণ করতে এটাই আমাদের মূল চালিকাশক্তি হবে বলে আমি নিশ্চিত।'

অ্যাকাডিয়ান-এর সিউইড-ভিত্তিক জৈব উদ্দীপকের বাজার ধরতে আপাতত চা শিল্পকেই পাখির চোখ করেছে কৃষি রসায়ন। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে চা রপ্তানি করার ক্ষেত্রে চায়ের ক্ষেত্রে জৈব সার ব্যবহার জরুরি। তা ছাড়া, শাকসব্জি চাষেও এই সিউইড ভিত্তিক স্টিমুল্যান্ট ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করবে সংস্থা। আগামী তিন বছরে আপাতত কৃষি রসায়ন এই বিশেষ স্টিমুল্যান্ট ৮০ কোটি টাকা বিক্রির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা রাখলেও চুরিওয়ালের বক্তব্য, 'সত্যি বলতে কী, আমাদের কাছে স্কাই ইজ দ্য লিমিট। কারণ, ভারতের বাজারে এ ধরনের কোনও পণ্য এখন নেই। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেখানে চাইছেন সম্পূর্ণ সিউইড ভিত্তিক পণ্য কৃষি ফলন বাড়াতে আরও বেশি করে ব্যবহার করতে, সেখানে আমাদের বিশ্বাস এই যৌথ ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট খুব ভাল সাড়া ফেলবে।'

অতুলের দাদু প্রহ্লাদরাই চুরিওয়াল রাজস্থানের মাড়ওয়ার থেকে কলকাতায় এসেছিলেন চাকরি করতে। কিন্তু, কয়েক বছরের মধ্যে সেই চাকরি ছেড়ে শুরু করেন ময়দা কল। তার পর ওড়িশার ভদ্রকে চালু করেন চাল কল। ১৯৬৬'তে বাবার ব্যবসার হাল ধরেন ছেলে শ্যামানন্দ। সেই বছরেই কৃষি রসায়নের প্রতিষ্ঠা। প্রথম চাষের কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশকের কারখানা ভদ্রকেই। দ্বিতীয় কারখানা বিহারের মুজফ্ফরপুরে। অতুল ব্যবসায় যোগ দেন ৮৪-তে। সেই সময়ে সংস্থার মোট বাৎসরিক ব্যবসার আর্থিক অঙ্ক ছিল ৯৫ লক্ষ টাকার মতো, যা ৩৩ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০০ কোটি গুণেরও বেশি!

কী ভাবে সম্ভব হল এই রূপকথার মতো উত্থানের? অতুলের কথায়, 'আমি যখন ব্যবসায় যোগ দিই তখন আমরা মূলত বহুজাতিক ও অন্যান্য বৃহৎ সংস্থার জন্য রাসায়নিক কীটনাশক তৈরি করে তাদের সরবরাহ করতাম। ৮৬ সাল থেকে নিজেদের ব্র্যান্ড এনে বিপণন শুরু করি। তার পর ৯০, ৯৫ ও ২০০৫-এ হিমাচলের বাড্ডি, জম্মু ও গুজরাটে তিনটি কারখানা গড়ে তুলি, সম্পূর্ণভাবে সংস্থার মুনাফার টাকায়। ২০০১ থেকে পরবর্তী ৫ বছরে গুজরাট ও জম্মুতে আরও একটি করে কারখানা গড়ে তোলার পাশাপাশি সোনারপুরেও অত্যাধুনিক কারখানা তৈরি করি। সামুদ্রিক উদ্ভিদ (সিউইড) ভিত্তিক জৈব উদ্দীপক সোনারপুরেই প্যাকেজিং হবে।'

জঞ্জাল থেকে জৈব সার উৎপাদন করাও ২০০২ সাল থেকে শুরু করেছে শহরের এই সংস্থা। প্রথমে পুরী। তারপর ২০১১ থেকে হাওড়ার বালিতে। সব মিলিয়ে যার জেরে গত পাঁচ বছরে সংস্থার ব্যবসা বছরে ৯০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০২০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আটটি কারখানার মধ্যে সোনারপুর সহ তিনটিতে উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে আগামী দু'বছরে ৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে কৃষি রসায়ন।

—সৌজন্যে এই সময় (২৩/৫/১৭)

মানস-শান্তাকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে চমক দিলেন মমতা

ষষ্ঠ নাম নিয়ে জল্পনা, বার্তা পাহাড়কেও

সুখেন্দুশেখর রায় | মানস ভুঁইয়া | শান্তা ছেত্রী | দোলা সেন | ডেরেক ও ব্রায়েন

কিছুটা আকস্মিকভাবেই রাজ্যসভায় শূন্য ৬টি আসনের মধ্যে পাঁচটির জন্য দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে ফেসবুকে মমতা জানিয়ে দেন, ডেরেক ও ব্রায়েন, সুখেন্দুশেখর রায়, দোলা সেন ছাড়াও রাজ্যসভায় এ বার দলীয় প্রার্থী হচ্ছেন মানস ভুঁইয়া এবং পাহাড়ের নেত্রী শান্তা ছেত্রী। বিধানসভায় আসন সংখ্যার নিরিখে এ রাজ্য থেকে তৃণমূলের পাঁচ প্রার্থীর জয়ই নিশ্চিত। নতুন দুই প্রার্থী মানস ও শান্তাকে বেছে নেওয়া রাজনৈতিক ভাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সিদ্ধান্তের পিছনে মমতার দিল্লি ও দার্জিলিং কেন্দ্রিক রাজনীতির অঙ্ক মাথায় রেখেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ষষ্ঠ আসনটি জেতার মতো ভোট তৃণমূলের নেই। কিন্তু প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেসের জেতার রাস্তায় ছাই ঢালতে পারতেন তৃণমূলনেত্রী। কিন্তু সে পথে তিনি এখনও পা বাড়াননি।

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা মানস ভুঁইয়া। যদিও খাতায়-কলমে তিনি এখনও কংগ্রেসের বিধায়ক। রাজ্যসভায় মানসের নাম প্রস্তাব করে মমতা শুধুমাত্র যে তাঁর রাজনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন তাই নয়, এখনও যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের কাছেও একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠালেন। ২০১৯-র নির্বাচনে মোদি বিরোধী জোট গড়তে দিল্লিতে ইতিমধ্যেই আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন মমতা। সম্প্রতি ১০ জনপথে বৈঠকও করেন সনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও। দিন দুয়েক আগে তৃণমূলের অন্দরে কংগ্রেসের সঙ্গে সেই যোগাযোগের কথাও দলের নেতা-নেত্রীদের কাছে তুলে ধরেন তৃণমূলনেত্রী। কংগ্রেসের সঙ্গে যখন জোটের চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল, তখন মানসকে দিল্লিতে পাঠানোর সিদ্ধান্তও মমতার কৌশলী চাল বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, সনিয়াই হোন বা রাহুল, দিল্লিতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে মানসের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভাল।

এই সিদ্ধান্তে আরও কিছু বাজিমাতও করতে চেয়েছেন মমতা। মুকুল রায়ের অবস্থান দলে এখনও আগের মতো নয়। রোজ ভ্যালি কাণ্ডে মামলা চলছে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সাড়ে চার মাস পরে সুদীপ আপাতত জামিন পেলেও, মামলার কারণে তিনি কখন, কোথায় থাকবেন, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। একাধিক সাংসদের নাম জড়িয়েছে নারদ কাণ্ডে। এই অবস্থায় মানস রাজ্যসভায় গেলে সংসদে এক জন বলিয়ে কইয়ে নেতা পাবে তৃণমূল। আবার কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজটিও তাঁকে দিয়ে ভালো হতে পারে। কিছুদিন আগে তাঁকে তৃণমূলের মুখপাত্র করেন মমতা।

রাজ্যসভায় শান্তা ছেত্রীকে পাঠানোর সিদ্ধান্তও মমতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচয় বলেই রাজনৈতিক মহলের মত। সাড়ে তিন দশক বাদে সমতলের কোনও দল একক ক্ষমতায় পাহাড়ের কোনও পুরসভার দখল নিল। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং পুরসভা দখল করতে না পারলেও, গত লোকসভা কিংবা বিধানসভা ভোটেই হোক কিংবা সদ্য অনুষ্ঠিত পুরভোটে পাহাড়ে ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা এবং সাংগঠনিক বিস্তার ঘটেছে তৃণমূলের। এই পরিপ্রেক্ষিতে জিএনএলএফের প্রাক্তন বিধায়ক শান্তা ছেত্রীকে সংসদে পাঠিয়ে পাহাড়ের মানুষের কাছেও স্পষ্ট বার্তা পাঠালেন মমতা। 'ভূমি কন্যা' কে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দিয়ে একইসঙ্গে যেমন তিনি পাহাড়ের মানুষকে প্রতিদান দিলেন, তেমনই দার্জিলিংয়ের লোকসভা সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়াকেও পাহাড়ের ইস্যুগুলিতে টক্কর দিতে পারবেন শান্তা ছেত্রী। লোকসভায় পাহাড়ে বিজেপি জয়ী হলেও, তারা জিতেছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সমর্থনে। কিন্তু এ বার শান্তা সাংসদ হলে একদিকে যেমন তিনি জিটিএ-র বৈঠকগুলিতে বিভিন্ন দাবিতে সরব হতে পারবেন, তেমনই সাংসদ তহবিলের টাকায় তৃণমূলও প্রয়োজন মতো পাহাড়ের উন্নয়ন করতে পারবে।

এ রাজ্য থেকে রাজ্যসভার ছ'টি আসন শূন্য হলেও, ষষ্ঠ আসনটিতে একক ক্ষমতায় কোনও দলেরই জেতার সম্ভাবনা নেই। এ দিন মমতা পাঁচজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেও, ষষ্ঠ আসনের জন্য কোনও প্রার্থীর নাম কিন্তু ঘোষণা। এটিও কংগ্রেসের প্রতি মমতার বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, বামেদের ভোট দেবে না তৃণমূল রাজ্যসভায় কংগ্রেস যদি দলীয় প্রার্থী দেয়, তবে সেই প্রার্থীকে জিতিয়ে আনার বিষয়েও তৃণমূল বড় ভূমিকা নেবে বলেই আশা করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে একই সঙ্গে যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়াও আরও এক ধাপ এগোবে, তেমনই সিপিএমের সঙ্গেও কংগ্রেসের দূরত্ব বাড়বে নিশ্চিত ভাবেই।

—সৌজন্যে এই সময় (২২/৫/১৭)

কুকুর হত্যার প্রতিবাদে মিছিল

ছ'টি পথ কুকুরকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগ তুলে, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবিতে মিছিল করলেন সাধারণ মানুষ। দক্ষিণ শহরতলির পাটুলিতে রবিবার বিকেলে এই মিছিলে যোগ দেন দুশোরও বেশি স্থানীয় বাসিন্দা। মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন রাস্তা অতিক্রম করে।

গত ১৬ মে সকালে পাটুলির ই এল আইভিই ব্লকের সংযোগস্থলের রাস্তায় মিলেছিল তিনটি কুকুরের মৃতদেহ। এর দিন তিনেক পরে ওই এলাকার একটি রেস্তোরাঁর পাশ থেকে আরও তিনটি কুকুরের দেহ মেলে। অভিযোগ ওঠে, ছ'টি কুকুরকে বিষ মেশানো খাবার খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে পাটুলির বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি। মিছিলে সামিল হন বহু পশুপ্রেমী এবং ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তৃণমূলের বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত।

মিছিলের আয়োজকদের দাবি, রবিবারের এই কর্মসূচিতে এলাকার অধিকাংশ মানুষ পা মিলিয়েছেন। কোনও রাজনৈতিক মদত এর পিছনে ছিল না। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উদ্যোগী হয়ে এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও প্রচার করা হয়েছিল। আয়োজকদের অন্যতম, পাটুলির বাসিন্দা প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই মিছিলে সকলে স্বেচ্ছায় এসেছেন। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরাও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। অপরাধীদের সতর্ক করতেই আমরা এই মিছিলের ডাক দিয়েছিলাম।' পাটুলির আর এক বাসিন্দা বসু ভট্টাচার্য বলেন, 'এই জঘন্য অপরাধের প্রতিবাদ হওয়া উচিত সর্বত্র। নিরীহ প্রাণগুলি শেষ করে কার কী লাভ হল জানি না।'

এ দিন পাটুলির এই মিছিলে খাবারকথা ছিল তৃণমূলের বিধায়ক, অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়েরও। তিনি পথকুকুরদের নিরাপত্তা এবং স্বার্থ নিয়ে এ রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন। শনিবারই তিনি অবশ্য জানিয়েছিলেন, পাটুলির মানুষের এই আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তবে ব্যক্তিগত কাজের জন্য তিনি মিছিলে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। রবিবার মিছিলের শেষে পথকুকুরদের বাঁচাতে বিভিন্ন পশুপ্রেমিক সংগঠনের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয় পাটুলির বাসিন্দাদের। বলা হয়, অপরিচিত কাউকে কুকুরকে খাবার দিতে দেখলে বাসিন্দারা যেন চ্যালেঞ্জ করেন। সন্দেহজনক কিছু হলে ওই ব্যক্তিকে যেন পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কোনও কুকুরকে বিষ মেশানো খাবার খাওয়ানো হয়েছে বলে মনে হলে যেন নুন, কাঁচা ডিম খাইয়ে বমি করিয়ে বিষাক্ত খাবার বের করা হয়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিষাক্ত খাবার খেয়ে কোনও কুকুরকে রাস্তায় অসুস্থ হতে দেখা গেলে তাকে ইঞ্জেকশন এবং স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়ে বাসিন্দাদের প্রশিক্ষণ দিতেও আমরা রাজি।'

কলকাতা পুরসভার তরফে কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত জানান, মৃত তিনটি কুকুরের দেহের ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কী ধরনের বিষ দিয়ে ওই কুকুরগুলিকে মারা হয়েছে, এতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এলাকার পথকুকুরদের নির্যাতন বন্ধের জন্য পাটুলির রাস্তায় সিসিটিভিতেও নজর রাখতে বলা হয়েছে পুলিশকে। তিনি বলেন, 'কুকুরকে মারার বা ক্ষতি করার চেষ্টা দেখলে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এই ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। আমি আশা করি অপরাধীরা ধরা পড়বে।'

—সৌজন্যে এই সময় (২২/৫/১৭)

বামেদের রাম-যাত্রা রোখার ডাক

তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে আঁতাঁতের অভিযোগে দীর্ঘদিন সরব বিরোধীরা। এ বার বামেদের সঙ্গেই বিজেপির সমঝোতার পাল্টা অভিযোগ আনলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গেই দলের কর্মীদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, সিপিএম কর্মীদের বোঝাতে হবে, তাঁরা যেন বিজেপির দিকে চলে না যান!

দলের সাংগঠনিক নির্বাচনের মঞ্চ থেকে শুক্রবার মমতার কটাক্ষ, "দিল্লি থেকে এল রাম, সাথে জুড়ে গেল বাম! এই স্লোগানটি তৈরি করুন ভাল করে।" দেশে জরুরি অবস্থার পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিআইয়ের সমঝোতাকে কটাক্ষ করে সিপিএমের স্লোগান ছিল, 'দিল্লি থেকে এল গাই, সঙ্গে বাছুর সিপিআই'! কংগ্রেসের তৎকালীন গাই-বাছুর নির্বাচনী প্রতীককে ঘিরেই এমন ছড়া। বামেদের কটাক্ষ করেও মমতা কিন্তু দলের কর্মীদের বলেছেন, "পাড়ায় পাড়ায় সিপিএমের লোকেদের বুঝিয়ে-বাঝিয়ে বলুন, বিজেপি-তে যাবেন না।"

টানা কয়েক দশক মমতার রাজনীতি দাঁড়িয়েই ছিল সিপিএম বিরোধিতার উপরে। কিন্তু রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের সাম্প্রতিক উত্থান তাঁর চিন্তা বাড়িয়েছে। ইদানীং মমতা বলছেন, কংগ্রেস-বামের জোট একজোটে ছিল বলেই বিধানসভায় বিজেপি বেশি কিছু করতে পারেনি। দক্ষিণ কাঁথির বিধানসভা উপনির্বাচনে বাম ভোট ক্ষয়ে গিয়ে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসায় মমতার উদ্বেগ বেড়েছে। এখন তিনি চাইছেন, বামেরা কিছুটা জমি ধরে রাখতে পারলে বিজেপির মোকাবিলা সহজ হয়।

সিপিএম অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছে, বিজেপি-মোকাবিলায় মমতার আন্তরিকতা নিয়েই তারা সন্দিহান। বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, "বিজেপি-কে রাজ্যে নিয়ে এসে খাল কেটে কুমীর ডেকেছিলেন উনিই। যখন প্রয়োজন হয়েছে, তখনই বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করেছেন।"

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ আবার মনে করিয়ে দেন, বামফ্রন্ট নেতৃত্ব নবান্নে দাবিপত্র দিতে গেলে তাঁদের ফিশ ফ্রাই খাইয়ে বিজেপিকে ঠেকানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন মমতা। দিলীপবাবুর সংযোজন, "সিপিএমের সংগঠন উঠে যাচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী দেখছি, তাঁদের চেয়েও বেশি চিন্তিত! এ থেকেই তো স্পষ্ট, সিপিএমের সঙ্গে কার আছে!"

বিজেপির বিরুদ্ধে দল ভাঙার অভিযোগও এ দিন করেছেন মমতা। বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নানের কটাক্ষ, "দল ভাঙানোর রানি অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন!"

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/৫/১৭)

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
200 Winston Drive#2920
Cliffside Park,
NJ-07010
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues, Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS#020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive#2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

পাসপোর্ট বিক্রিতে পুলিশের হাত

ঋদ্ধি রায়

বনগাঁ-বসিরহাটের নিচুতলার পুলিশ-কর্মীদের যোগসাজশেই এ দেশের পাসপোর্ট হাতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের নাগরিকরা, এই অভিযোগ আগেই উঠেছিল। এমনকি পাসপোর্ট দপ্তরের কর্তারাও পুলিশি ভেরিফিকেশন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ বার 'সর্ষের মধ্যেই ভূত' থাকার এই অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিলেন উত্তর ২৪ পরগনার পুলিশসুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, 'অনেকেই অবৈধ ভাবে পাসপোর্ট বিক্রির কারবার চালাচ্ছে। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে আমরা জানতে পেরেছি। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

এই থানের বে-আইনি কাজে কেউ যুক্ত থাকলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এসপি। স্বভাবিক ভাবেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশকর্মীদের ভূমিকা। যাদের হাতে তথ্য যাচাইয়ের অধিকার, তারাই যদি এমন করেন, তা হলে আর কিছুই করার থাকে না বলে আক্ষেপ করেছেন পাসপোর্ট দপ্তরের এক কর্তা।

দমদম বিমানবন্দর থেকে অমৃত বী নামে এক জনকে দিন পনেরো আগে গ্রেপ্তার করে এনএসসিবিআই থানার পুলিশ। সূত্রের দাবি, বাংলাদেশের নাগরিক অমৃত তাঁর নাম বদলে পিন্টু দাস নামে ভারতের আসল পাসপোর্ট তৈরিকরিয়ে ফেলেছিলেন। জেরার মুখে দাবি করেন, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ-বসিরহাট সীমান্তের এজেন্টদের থেকেই পিন্টু দাস নামে ওই ভারতীয় পাসপোর্টটি তৈরি করিয়েছেন। এ জন্য তাকে গুনতে হয়েছে ৭৫ হাজার টাকা। এ দেশের পাসপোর্ট পেতে মূলত দু'টি বিষয়ে নথি জমা করতে হয় জন্মের শংসাপত্র ও ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য। পাসপোর্ট দপ্তর সূত্রে খবর, অবৈধভাবে পাসপোর্ট বানানোর চক্রটি জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সখ্যতার সুবাদে সহজেই বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য এ দেশের ভোটার কার্ড তৈরি করিয়ে ফেলছে। আর পুলিশ ভেরিফিকেশনের বিষয়টি ম্যানেজ করা হচ্ছে নিচুতলার পুলিশকর্মীদের সৌজন্যে। তাদের সৌজন্যেই বিনা বাধায় ভিন দেশের নাগরিকদের হাতে চলে যাচ্ছে এ দেশের পাসপোর্ট। রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিসার বিভূতিভূষণ কুমার বলছেন, 'প্রতিদিন আমাদের কাছে ৩ হাজারের বেশি মানুষ পাসপোর্ট চেয়ে আবেদন করেন। সবার খুঁটিনাটি জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া যে কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্টেসবুজ সংকেত দেওয়া হলে তবেই আমরা পাসপোর্ট ইস্যু করি।'

পাসপোর্ট দপ্তরের কর্তার এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, পাসপোর্টের আবেদনকারী ব্যক্তির পুলিশ ভেরিফিকেশন যতটা গুরুত্ব দিয়ে করা উচিত, তা হয় না বলেই বনগাঁ-বসিরহাট-সীমান্তে বসে অন্য দেশের নাগরিকদের টাকার বিনিময়ে এ দেশের পাসপোর্ট বিক্রির কারবার চলছে। সোনা, মাদকদ্রব্য পাচারের মাধ্যমে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে অনেক বেকার যুবক হচ্ছেন পাসপোর্ট বিক্রি চক্রের।

—সৌজন্যে এই সময় (২২/৫/১৭)

বঙ্গে বিজেপি'কে ক্ষমতায় আনতে যতবার দরকার হবে যাব, হুঁশিয়ারি অমিত শাহের

দিব্যেন্দু বিশ্বাস, নয়াদিল্লি

'রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে কারও নাম এখনও স্থির হয়নি'

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি'কে ক্ষমতায় আনবই। তার জন্য যতবার দরকার হবে বাংলায় যাব। আজ এই মর্মেই কার্যত তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিলেন বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। কেবল তিনি নিজে নন, বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতাদের এখন থেকে আরও ঘন ঘন পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন বলে দলীয়সূত্রে জানা

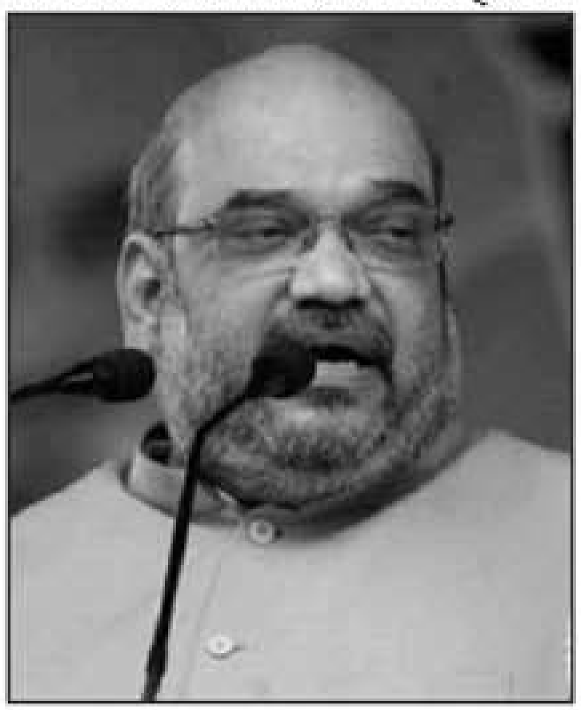

গিয়েছে। এদিন এখানে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং ওড়িশায় পরিবর্তনের হাওয়া দেখতে পাচ্ছি। বাংলার পাশাপাশি এই দুটি রাজ্যেও বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে, সেইব্যাপারে আমার চরম আত্মবিশ্বাস রয়েছে। ক্ষমতায় আসতে আমরা আরও বেশি পরিশ্রম করব। তার জন্য যতবার দরকার হবে পশ্চিমবঙ্গে যাব। বিজেপি'র বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ এনেছেন, আজ তা ফুৎকারে উড়িয়ে গিয়েছেন অমিত শাহ। বলেছেন, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন।

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নিয়েই নয়, জম্মু-কাশ্মীর, নীতীশকুমার, রজনীকান্ত এবং সর্বোপরি আসন্নরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়েও ওই অনুষ্ঠানে মুখ খুলেছেন বিজেপি সভাপতি। জানিয়েছেন যে, বিজেপি এখনও রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে কারও নাম স্থির করেনি। একইসঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জন্য ও বিজেপি'র দরজা খোলা রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

বিজেপি সূত্রের খবর, সম্প্রতি তিনদিনের বাংলায় সফর সেরে দিল্লিতে ফিরে আসার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতির হাল ফেরাতে আরও বেশি করে উদ্যোগী হয়েছেন অমিত শাহ। রাজ্য বিজেপি'র প্রতিদিনের কাজকর্মের উপর নজরদারি চালানোর জন্য যেমন 'বিশেষ টিম' তৈরি করেছেন, তেমনই রাজ্যের ১০০ শতাংশ বুথে দলীয় কমিটি গড়ার জন্যও বঙ্গ নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই নির্দেশ পেয়েই জুন মাসে টানা ১৫ দিনের 'বুথ চলো অভিযান' কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। ঘন ঘন বাংলায় যাওয়ার নির্দেশের কথা স্বীকার করে নিয়ে দলের অন্যতম কেন্দ্রীয় সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের সহ-ভারপ্রাপ্ত নেতা সুরেশ পূজারি বলেন, সভাপতির নির্দেশ মতো আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি। ওখানে কয়েকদিন থাকব। রাজ্যের গত বিধানসভা ভোট এবং তারপর কয়েকটি উপনির্বাচন ও স্থানীয় নির্বাচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাতে আমরা বিকল্প হতে পারি। সেইমতোই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগানো হচ্ছে।

বাংলা কিংবা ত্রিপুরা-ওড়িশার পাশাপাশিই বিজেপি যে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকেও তাঁদের বিজয়রথ অব্যাহত রাখার অন্যতম উপলক্ষ হিসাবে দেখছে, তা আজ স্পষ্ট হয়েছে অমিত শাহের কথাতেই। বিজেপি সভাপতি বলেন, এক্ষেত্রে বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন এনডিএ'র প্রার্থীই যে জিতবেন, তা নিয়ে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বিজেপি এখনও রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে কাউকে ঠিক করেনি। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবেআরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের নাম নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তাকে উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপি সভাপতি। নীতীশ কুমার প্রসঙ্গে আজ তিনি বলেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কোনও দুর্নীতি ফাঁস হয়ে গিয়েছে নাকি? তাহলে শুধু শুধু তাঁর প্রতি আমরা কেন বিরূপ হয়ে থাকব? উল্লেখ্য, এনডিএ'তে না থাকা সত্ত্বেও এই নীতীশ কুমারই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নোটবন্দি সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

আজ জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গেও কংগ্রেসকে একহাত নিয়েছেন অমিত শাহ। গোটা পরিস্থিতির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নজর রাখার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, কাশ্মীর সমস্যা গত কয়েকদিনের উদ্ভূত পরিস্থিতি নয়। কয়েক দশক ধরে এটি চলে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের পূর্বতন কংগ্রেস-ইউপিএ সরকার তা মেটানোর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাদেরভুল সিদ্ধান্তের ফলে এই সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজেপি কাশ্মীরিদের মন জয় করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ২০১৪ সালের বন্যায় নরেন্দ্র মোদি কীভাবে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার আগেই আক্রান্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আজ তারও উল্লেখ করেন অমিত শাহ। আর রজনীকান্তের রাজনীতিতে আসা সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণী সুপারস্টারেরই ইচ্ছাধীন বলে উল্লেখ করেও বিজেপি সভাপতি বলেন, আমাদের দল সবসময় ভালো লোকেদের প্রাধান্য দিয়ে এসেছে।

—সৌজন্যে এই সময় (২২/৫/১৭)

চার নদী নিয়ে ভোগাচ্ছে ঢাকা, মোদীকে মুখ্যমন্ত্রী

অগ্নি রায়, নয়াদিল্লি

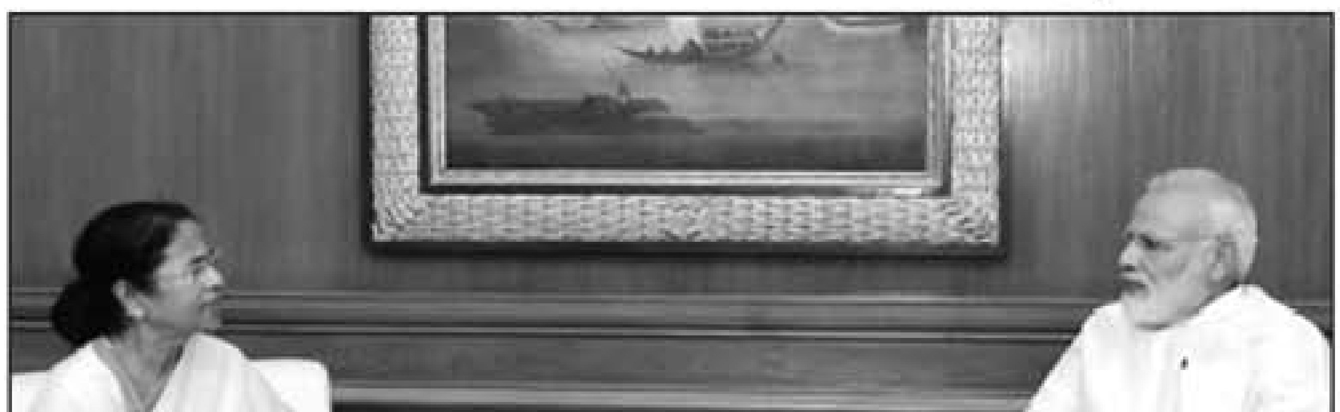

দু'মাস আগে শেখ হাসিনার সফরের সময়ে তিস্তা চুক্তি নিয়ে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। তিস্তার বদলে তোর্সার জল দিতে চেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই প্রস্তাব ঘিরে বিতর্কও হয়েছিল যথেষ্ট। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের উপর থেকে বাম আমলের ঋণের বোঝা কমানোর জন্য মমতা আবেদন করলেন ঠিকই। কিন্তু একই সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে জোরদার অভিযোগ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অনুরোধ, দ্বিপাক্ষিক স্তরে এর সমাধান হোক। পাশাপাশি মমতার ক্ষোভ, "ইলিশ দেওয়া তো বাংলাদেশ বন্ধ করেই দিয়েছে। মালদহ-মুর্শিদাবাদের আমও এখন ওখানে রফতানি করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ আমদানি শুল্ক দ্বিগুণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছি।"

অনেকের মতে, তিস্তা চুক্তির ভবিষ্যৎ যে আরও তলানিতে গিয়ে ঠেকছে, মমতার অভিযোগ তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চাইছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে অনেক দ্বিপাক্ষিক বিষয় দীর্ঘদিন ঝুলে রয়েছে। সেগুলির আগে সমাধান হোক। তবেই তিস্তা নিয়ে বাংলাদেশ এবং মোদী সরকারের চাপকেই তিনি কার্যত ফেরত পাঠিয়েছেন সুকৌশলে।

বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, এবং টাঙন — এই তিনটি আন্তর্জাতিক নদীর স্রোত শুকিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এসে। বাংলাদেশ এমন ভাবে বাঁধ দিয়েছে যে, দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রবল জলাভাব দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের মাথাভাঙা নদী নদিয়া দিয়ে বয়ে গিয়েছে চূর্ণী নামে। পশ্চিমবঙ্গের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ মেপে দেখেছে, ও-পার থেকে এত বেশি বর্জ্য পদার্থ এই নদী বয়ে আনছে যে, এ-পারে তার জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে।"

নদী সমস্যার পাশাপাশি গঙ্গার ভাঙন রোধে অবিলম্বে সরকারি হস্তক্ষেপেরও আজ দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৬/৫/১৭)

ভারতীয় তরুণের তৈরি 'খুদে' স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাবে নাসা

তামিলনাড়ুর পাল্লাপট্টির ১৮ বছরের তরুণ রিফাত শাহরুখের তৈরি 'খুদে' স্যাটেলাইটকে এবার মহাকাশে পাঠাতে চলেছে নাসা। উল্লেখ্য, খুদে পড়ুয়াদের হাতে বানানো একরকম ন্যানো স্যাটেলাইট বিভিন্ন সময়েই মহাকাশে পাঠিয়ে থাকে নাসা, ইসরো, রুশমস্কের মতো বিভিন্ন দেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রগুলি। কিছুদিন আগে ইসরোও মহারাষ্ট্রের কয়েকজন খুদে বিজ্ঞানীর তৈরি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠায়। এবার নাসা এক ভারতীয় তরুণের তৈরি খুদে স্যাটেলাইটকে মহাকাশে পাঠাচ্ছে। নাসার এক বিজ্ঞানী বলেন, অন্য একটি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে 'কিউবস ইন স্পেস' নামক একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার পড়ুয়া। সেখানেই সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছেন ওই ভারতীয় তরুণ।

তিনি আরও বলেন, নাসা এর আগে দেশ-বিদেশের বহু খুদে বিজ্ঞানীর তৈরি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম কোনও ভারতীয় তরুণের নাম সেই তালিকায় সংযোজিত হল। নিজের সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে রিফাত বলেন, আমার বাবা অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন কলকাতাতেই। সেখানে পড়াশুনা করার সময় থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ ছিল। এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা চালালেও, সর্বদাই বিজ্ঞান গবেষণায় আমার মন ছুটে যেত। সেই বাবার হাত ধরেই বিজ্ঞানকে ধ্যান-জ্ঞান

করে বড় হয়ে ওঠা রিফাতের। আজ তাঁর বাবা নেই। কিন্তু তাঁর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন এই খুদে বিজ্ঞানী।

আগামী ২১ জুন সাউন্ডিং রকেটের মাধ্যমে রিফাতের সেই স্যাটেলাইটকে মহাকাশে পাঠাতে চলেছে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা। রিফাত বলেন, নাসার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমি ওই খুদে স্যাটেলাইটটি বানিয়েছি। এর ওজন মাত্র ৬৪ গ্রাম।

এত কম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। নাসার বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, এটি বিশ্বের অন্যতম কম ওজনের একটি স্যাটেলাইট। রিফাত আরও বলেন, বাবা মহম্মদ ফারুখ আমার প্রেরণা। সেরকমই এপিজে আবদুল কালাম হলেন আমার আদর্শ। তাই তাঁর নামেই এই খুদে কৃত্রিম উপগ্রহের নামকরণ করা হয়েছে 'কালামস্যাট'। কিন্তু যেহেতু এটি একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম উপগ্রহ, তাই এর আয়ুষ্কাল এবং কার্যক্ষমতা সাধারণ কৃত্রিম উপগ্রহের থেকে অনেক কম। তাই আমেরিকার ওয়ালপস দ্বীপ থেকে রিফাতের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহটি একটি ছোট কক্ষপথে প্রেরণ করবে নাসা। সেখানে ১২ মিনিট মহাকাশ প্রদক্ষিণ করবে এটি।

রিফাত জানিয়েছেন, ত্রিমাত্রিক ছবির এক বিশেষ ব্যবহার দেখার জন্য এই কৃত্রিম উপগ্রহটি তৈরি করা হয়েছে তবে এটি তৈরি করতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তিনি জানান, দেশের পাশাপাশি কৃত্রিম উপগ্রহের বেশ কিছু উপকরণ বিদেশ থেকেও কিনতে হয়েছে। সবথেকে চ্যালেঞ্জ ছিল, এই কৃত্রিম উপগ্রহটিতে একটি চার সেন্টিমিটারের প্রেটসনকের মধ্যে বসানো তবে শেষ পর্যন্ত তা সফলভাবে বসানো গিয়েছে। উল্লেখ্য, খুদে বিজ্ঞানীদের একটি সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে রিফাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ভারতকে সাফল্য এনে দিয়েছেন তবে ভবিষ্যতে ইসরোর হয়ে কাজ করতে পারলে তিনি বেশি আনন্দিত হবেন। সেই সঙ্গে আমেরিকার বেসরকারি মহাকাশ গবেষণার 'স্পেস এক্স'-এর মতো এ দেশেও একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলার ইচ্ছা তাঁর রয়েছে। তিনি বলেন, ভারতে মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে অনেক প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভাই বিকশিত হতে পারেনা। এ বিষয়ে ইসরোরও নাসার মতো কিছু পদক্ষেপ করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

—সৌজন্যে বর্তমান (২২/৫/১৭)

পরিচ্ছন্নতায় এ ওয়ান স্টেশনগুলির মধ্যে অনেক নীচে হাওড়া ও শিয়ালদহ

প্রসেনজিৎ কোলে, কলকাতা

দেশের বড় ৭৫টি 'এ-ওয়ান' স্টেশনের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার নিরিখে এ রাজ্যের দুই হাই-প্রোফাইল শিয়ালদহ এবং হাওড়া স্টেশনের অবস্থান নীচের দিকে। রেলের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে,

শিয়ালদহ স্টেশনের র‍্যাংক ৬৭ নম্বরে। হাওড়ার স্থান হয়েছে ৫৬ নম্বরে। খড়্গপুর রয়েছে ৫১ নম্বরে। এ রাজ্যের এ-ওয়ান স্টেশনগুলির মধ্যে মান রেখেছে একমাত্র নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। তালিকায় তার অবস্থান ৩৮ নম্বরে। কেন এ রাজ্যের বড় স্টেশনগুলি পরিচ্ছন্নতার বিচারে পিছিয়ে পড়েছে, তা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে জোনগুলির অন্দরে। অনেকেই বলছেন, বহু বড় স্টেশনকেই হাওড়া-শিয়ালদহের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ লোকাল ট্রেনের ভার বহন করতে হয় না। সেদিক থেকে লোকাল ট্রেনের হাজার হাজার যাত্রীকে পরিষেবা দিয়েও স্টেশন পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা হয়। আগামী দিনেও এই কাজ আরও গুরুত্ব দিয়ে করা হবে।

রেল মন্ত্রক সূত্রের খবর, পরিচ্ছন্ন দেশ গড়তে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০১৯ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে যাতে স্বচ্ছ ভারত গড়া সম্ভব হয়, তার জন্য নানা কর্মসূচি নেওয়া হয় দেশজুড়ে। রেলও 'স্বচ্ছ রেল স্বচ্ছ ভারত অভিযান' ঘোষণা করে। তারপর থেকেই পরিচ্ছন্নতাকে পাখির চোখ করে বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে রেলে। রেলের এক কর্তার কথায়, স্বচ্ছ রেল না হলে স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন পূরণ হবে না। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতার কাজ কীভাবে চলছে, কতটা অগ্রগতি হল, সেসব জানতেই এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল দেশজুড়ে। জোন, বিভাগ এবং স্টেশনগুলিকে স্বচ্ছতা নিয়ে ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় শামিল করাতেও এই উদ্যোগ কাজে এসেছে। স্বচ্ছতার কাজে কোথায় ফাঁক-ফোকর রয়েছে, তা জেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুযোগ তৈরি হচ্ছে জোনগুলির কাছেও। রেল সূত্রের খবর, এর আগেও 'এ-ওয়ান' এবং 'এ' শ্রেণির ৪০৭টি স্টেশনের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছিল। ২০১৬ সালের সেই সমীক্ষাটি চালিয়েছিল ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)। এবারও সেই ৪০৭টি স্টেশন নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল 'কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া'কে। কীভাবে সমীক্ষাটি করা হবে, তার 'মেথডোলজি' রেল তৈরি করে কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। ৪০৭টি স্টেশনের জন্য ১৬০ জনের সমীক্ষক দল তৈরি করা হয়। তাঁরা প্রতিটি স্টেশনে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন কেমনভাবে স্টেশনগুলিতে পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হয়, পরিচ্ছন্নতার কাজে কী ব্যবহার করা হয়, পরিচ্ছন্নতার হাল কেমন এসব ছাড়াও এই সমীক্ষায় যাত্রীদের 'ফিডব্যাক' নেওয়া হয়। তার নিরিখেই স্টেশনগুলির র‍্যাংকিং করা হয়। র‍্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও দু'টি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। একটি 'এ-ওয়ান' স্টেশনগুলি নিয়ে। বাকিটা 'এ' শ্রেণিভুক্ত স্টেশনগুলিকে নিয়ে। এ শ্রেণিভুক্ত স্টেশনের তালিকায় অবশ্য চার নম্বরেই রয়েছে পূর্ব রেলের দুর্গাপুর স্টেশন। তেমনই আবার বিপরীতে বর্ধমান স্টেশনের র‍্যাংক ৩০৯।

এনিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জয় ঘোষ বলেন, তালিকার মাঝামাঝি বা নীচের দিকে নাম থাকা মানে সেইসব স্টেশন অপরিচ্ছন্ন, তা নয়। পরিচ্ছন্নতার নিরিখে সেইসব স্টেশনের গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে কম। তবে, এই র‍্যাংকিং প্রতিটি জোনকেই তাদের স্টেশনগুলিকে আরও পরিচ্ছন্ন করতে সহায়তা করবে।

—সৌজন্যে এই সময় (২২/৫/১৭)

শংসাপত্র তৈরি, ঘুরে বেড়াচ্ছেন 'মৃতদেহ'

হাসপাতালের নীচে প্রস্তুত শববাহী গাড়ি। সঙ্গে ফুলের মালা, রজনীগন্ধার স্টিক, ধূপ নিয়ে চলে এসেছেন আত্মীয়েরাও। হাসপাতালও ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে তৈরি। কিন্তু হাসপাতালের নির্দিষ্ট শয্যার সামনে গিয়ে হতবাক সকলে।

যাঁর মৃতদেহ নিতে এসেছেন তিনি কোথায়? সেখানে যে মৃতদেহটি শোয়ানো, তিনি ওই শয্যায় ভর্তিই ছিলেন না। অথচ ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয়েছে শয্যার মালিকের নামে। মৃতদেহ শয্যায় দেখে কোনও গিয়েছে বাড়িতে। কিন্তু যাঁর শয্যায় ওই মৃতদেহ রয়েছে, তিনি কোথায়?

খুঁজ-খুঁজ করে পাগল পাগল অবস্থা সেই রোগীর আত্মীয়দের। বেশ কিছুক্ষণ দৌড়োদৌড়ির পরে অবশেষে আপাদমস্তক 'মৃত' ওই রোগীর দেখা মিলল হাসপাতালের নীচে। একেবারে সুস্থ তিনি! বুধবার এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া জেলা হাসপাতালে। কী ভাবে এমন ভুল হল হাসপাতালের?

সুপার নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ৭২ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন ছিলেন মধুসূদন পালচৌধুরী লেনের বাসিন্দা পঞ্চান্ন বছরের জয়নারায়ণ পাণ্ডে। মঙ্গলবারই তাঁর ছুটি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর শয্যার নীচে মেঝেতে ভর্তি ছিলেন আর এক জন। তাঁর নম্বর ছিল এক্সট্রা - ১৬। রাতে জয়নারায়ণবাবু ওই এক্সট্রা ১৬-র রোগীকে তাঁর বিছানায় শুতে দেন। নিজে শুয়ে পড়েন মেঝেতে। হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়, এ দিন সকাল থেকে বাড়ি যাবেন বলে ভাইপোর জন্য অপেক্ষা করতে করতে এক সময়ে উঠে পড়েন জয়নারায়ণবাবু। হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। ওই এক্সট্রা-১৬ নম্বর রোগীর মৃত্যু হয়।

সুপার বলেন, "এখান থেকেই বিপত্তির শুরু বলে মনে হচ্ছে। ওই মৃত ব্যক্তিকেই জয়নারায়ণবাবু ভেবে চিকিৎসক ও নার্সেরা পুলিশকে মৃত রোগীর বাড়িতে খবর দিতে বলেন। এই ঘটনার অবশ্যই তদন্ত হবে।" গত ১৬ তারিখ শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন জয়নারায়ণবাবু। অকৃতদার ওই ব্যক্তির দেখাশোনা করেন তাঁর ভাইপো বৈদ্যনাথ পাণ্ডে। বুধবার হাসপাতাল থেকেই থানাকে জানানো হয় জয়নারায়ণবাবু মারা গিয়েছেন।

বৈদ্যনাথবাবু বলেন, "কয়েকবার থানার ফোন আসার পরে সাদা পোশাকের পুলিশ বাড়ি এসে কাকার মৃত্যু সংবাদ দেয়। এতে তাঁরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যান, তাঁদের কাকা মারা গিয়েছেন। এর পরেই তাঁরা আত্মীয়দের খবর দেন। শববাহী গাড়ি, ফুলের মালা, রজনীগন্ধার স্টিক-সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনে হাসপাতালে পৌঁছন। তখনই জানা যায় সত্যটা। বৈদ্যনাথবাবু বলেন, "কাকাকে খুঁজে পেয়ে আমরা মেল মেডিসিন বিভাগে গিয়ে ওই খবর কর্তব্যরত নার্সকে দিই। আমাদের সামনেই তিনি বলেন, বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। আসলে আগেই আমরা ওঁর ডিসচার্জ লিখে দিয়েছিলাম।"

জীবিত মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা করার খবর রটতে হাসপাতাল চত্বরে ছড়ায় উত্তেজনা। জয়নারায়ণবাবুর আত্মীয়-বন্ধুরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী ছুটে আসে। শেষে বিক্ষোভকারীরা থানায় গিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৫/৫/১৭)

ওয়াগা পেরিয়ে দেশে ফিরলেন 'ভারতের মেয়ে'

ইসলামাবাদ: ঘরে ফিরলেন ঘরের মেয়ে।

পরনে হলুদ সালোয়ার। সবুজ ওড়না। বৃহস্পতিবার ওয়াগা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসে নীচু হয়ে দেশের মাটি স্পর্শ করেন উজমা আহমেদ।

পাক নাগরিক তাহির আলি বন্দুকের নলের সামনে জোর করে উজমাকে বিয়ে করেছিলেন বলে অভিযোগ। বুধবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট উজমাকে দেশে ফেরার অনুমতি দিয়েছে।

কুলভূষণ যাদবকে নিয়ে টানাপড়েন, সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন, ভারত-পাক সীমান্তে উত্তেজনা — নানা কারণে তলানিতে ভারত-পাক সম্পর্ক। কিন্তু তার মধ্যেও মানবিকতার খাতিরে উজমাকে দেশে ফেরানোর জন্য পাক প্রশাসন এবং বিচারব্যবস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। এ দিন সুষমার টুইট, "ভারতের মেয়েকে বাড়িতে স্বাগত। ওঁর সঙ্গে যা ঘটেছে, তার জন্য আমি দুঃখিত।" তবে মুখ খোলেননি 'ভারতের মেয়ে' উজমা।

দিল্লির মেয়ে উজমার সঙ্গে পাকিস্তানের বাসিন্দা তাহিরের আলাপ হয় মালয়েশিয়ায়। অন্য একটি সূত্রের খবর, ফেসবুকের মাধ্যমে তাহিরের সঙ্গে আলাপ হয় উজমার। দেরি হয়নি বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেও। ১ মে উজমা পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোওয়া প্রদেশের বুনের জেলায় গিয়েছিলেন বন্ধু তাহিরের সঙ্গে দেখা করতে।

দেশে ফিরে মেয়েকে জড়িয়ে কান্না উজমা আহমেদের। নয়াদিল্লিতে।

উজমার অভিযোগ ৩ মে সেখানে তাহির বন্দুকের নলের সামনে জোর করে তাঁকে বিয়ে করেন। ৭ মে উজমা ইসলামাবাদে এসে ভারতীয় হাইকমিশনে আশ্রয় নেন। হাইকমিশনকে তিনি জানান, পাক যুবক তাহির বন্দুকের নলের সামনে জোর করে তাঁকে নিকাহনামায় সই করতে বাধ্য করেছে। তাঁর পাসপোর্ট, অভিবাসন সংক্রান্ত নথিও তাহির আটকে রেখেছেন।

ভারতীয় হাইকমিশনের সাহায্যে ১২ মে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে তাঁকে ভারতে ফিরতে দেওয়ার আবেদন জানান উজমা। হাইকোর্টে তিনি জানান, তাঁর আগেও এক বার বিয়ে হয়েছে। তাঁর মেয়ে রয়েছে। সে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। তাই তাকে ভারতে ফিরতে দেওয়া হোক। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাহিরও। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে বুধবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মহসিন আখতার কয়ানি উজমাকে দেশে ফেরার অনুমতি দেন। তাহিরের আবেদন খারিজ করে তাঁকে উজমার পাসপোর্ট, অভিবাসন সংক্রান্ত নথি ফেরত দিতে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে ওয়াগা সীমান্ত দিয়ে ফেরার সময়ে উজমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও নির্দেশ দেয়।

সেই মতো এ দিন পুলিশি নিরাপত্তায় ওয়াগা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ফেরেন উজমা। সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরাও। যত ক্ষণ না ওয়াগা সীমান্ত পেরিয়ে উজমা ভারতের মাটিতে পা রাখেন, তত ক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল পাক বাহিনী। পরে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রণাম করেন উজমা।

মেয়ে ঘরে ফেরায় স্বাভাবিক ভাবেই খুশি উজমার আপনজনরা। উজমার ভাই ওয়াসিম আহমেদ বলেন, "আমাদের কিছুই করতে হয়নি। সুষমা স্বরাজই আমাদের ফোন করে জানিয়েছিলেন, উজমা ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সরকারই তাঁকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করছে।"

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

নেই শিল্পের শহরে ফাঁকা পড়ে অফিসও

গার্গী গুহঠাকুরতা

নতুন লগ্নির দেখা নেই। শিল্প অধরা। তাই তৈরি অফিসে জায়গা নেওয়ার খরিদ্দারও নেই কলকাতায়।

উপদেষ্টা সংস্থা সিবিআরই ইন্ডিয়ার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে দেশে মোট যে জায়গা অফিসের জন্য বিক্রি বা ভাড়া দেওয়া হয়েছে তার মাত্র ১% কলকাতায়! শেষ বেঞ্চে সঙ্গী কাতে শুধু কোচি। দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু তো বটেই, এ বিষয়ে কলকাতাকে বহু যোজন পিছনে ফেলে দিয়েছে পুণের মতো শহরও।

পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, নোটবাতিলের ধাক্কা আর তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ডামাডোলকে পাশ কাটিয়ে হয় শহরে হুশে ফিরছে অফিস তৈরির জায়গার ব্যবসা। ব্যতিক্রম কলকাতা। তার ঠাঁই হয়েছে সকলের পিছনে।

সিবিআরই ইন্ডিয়ার অন্যতম কর্তা রাম চাঁদনানি বলেন, "সামাজিক পরিকাঠামো, দক্ষ মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও লগ্নি টানার ক্ষেত্রে মলিন ভাবমূর্তির কারণেই পুণের মতো ছোট শহরের থেকেও পিছিয়ে পড়ছে কলকাতা। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে রাজ্যকেই।" নাইট ফ্র্যাঙ্ক, কুশম্যান অ্যান্ড ওয়েকফিল্ড, সিবিআরই-এর মতো উপদেষ্টা সংস্থাগুলিরও দাবি, বিনিয়োগ আর উন্নয়নে টানের ছবিই ফুটে উঠছে অফিস স্পেসের তলানিতে ঠেকা চাহিদাতে। শিল্পমহলের এক প্রতিনিধির প্রশ্ন, "লগ্নি নেই। নতুন শিল্প নেই। অফিসের জায়গার চাহিদা হবে কোথা থেকে?"

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে গত বছরের ওই একই সময়ের তুলনায় দেশে অফিস কিছু বা ভাড়া নেওয়া বেড়েছে ৮%। মোট লেনদেনের ৩৭% তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে দখলে। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়েছে ২১%। উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত গবেষণা কেন্দ্রগুলি নিয়েছে ১৮%। এই তিন ক্ষেত্রেই অন্য বহু শহরের থেকে অনেক পিছিয়ে কলকাতা।

চাহিদার এই অভাব স্পষ্ট ফেলছে সরবরাহের ক্ষেত্রেও। ২০১৭ সালের প্রথম তিন মাসে দেশে তৈরি হয়েছে ৩০ লক্ষ বর্গ ফুটেরও বেশি অফিস স্পেস। কিন্তু এ শহরে চাহিদার অভাবে নতুন প্রকল্প তৈরির কাজে হাত দিতে ভরসাই পাচ্ছে না নির্মাণ সংস্থাগুলি। পরিস্থিতি এতটাই বেহাল যে, অনেক ক্ষেত্রে কাজের গতি ঢিমে করে দেওয়া হচ্ছে নির্মীয়মান প্রকল্পে। পিছনো হচ্ছে শেষ করার সময়সীমা।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৬/৫/১৭)

ব্যাবসার পথ সহজ করতে রাজ্যের জন্য উপদেষ্টা সংস্থা নিয়োগ করে দিচ্ছে কেন্দ্র

দেশজুড়ে বিনিয়োগের দুয়ার খুলতে এবার বেসরকারি উপদেষ্টা সংস্থা নিয়োগ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সংস্থা যেমন কেন্দ্রে নানা বিষয়ে পরামর্শ দেবে, তেমনই বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি দপ্তরগুলিতেও তারা উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে। এ দেশে ব্যবসার হাল কেমন, সেই বিষয়ে বিশ্বজুড়ে যে র‍্যাংকিং হয়, সেখানে উপরের দিকে জায়গা পেতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কোন দেশে ব্যবসার পরিস্থিতি কেমন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা কতটা, কতটা সহজভাবে ব্যবসা করতে পারবেন শিল্পপতিরা, এসব জানার জন্য প্রতি বছর একটি সমীক্ষা চালায় বিশ্বব্যাঙ্ক। সেই সমীক্ষা অনুসারে দেশগুলিকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে তারা একটি তালিকা প্রকাশ করে। কোনও রাজ্যে ব্যবসা করার মূল শর্ত হল প্রশাসনিক স্বাচ্ছন্দ্য। অর্থাৎ, যে রাজ্যে প্রশাসনিক জটিলতা যত কম, সেখানে তত বেশি বিনিয়োগ। রাজ্যগুলি নিজেরাই বিনিয়োগের বাতাবরণ তৈরি করলে শেষ পর্যন্ত তার সুফল ভোগ করে গোটা দেশ। আবার কোনও দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কতটা হবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে বিশ্ব ব্যাংকের ওই তালিকায় সেই দেশটি কোথায় আছে তার উপর, এমনটাই দাবি শিল্পমহলের।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেন, বাইরের দেশ থেকে এ দেশে বিনিয়োগ আনতে হলে, ভারতকে ওই তালিকার গোড়ার দিকে থাকতে হবে। মোদি যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন বিশ্বব্যাংকের সেই তালিকায় ভারতের জায়গা ছিল ১৪৩ নম্বরে। মোদি চান, এই দেশ প্রথম ৫০-এ জায়গা করে নিক। কিন্তু মোদি চাইলেই হবে না। রাজ্যগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। সেই মতো নির্দেশ দেন মোদি। ৯৮টি শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়, যেগুলি ধরে ধরে প্রশাসনিক সংস্কার করতে পারে রাজ্য সরকারগুলি। সেই কাজ শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারও।

এই উদ্যোগে প্রথমবারই সাফল্য পান মোদি। এগিয়ে আসে ভারত। বিশ্বে বিনিয়োগ মানচিত্রে তার জায়গা হয় ১৩১ নম্বরে।

গত বছর ফের আবাহন খেয়ে আগে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যগুলির কাজের ভিত্তিতে এই দিকে আরও একটু এগোয় দেশ। তার জেরে বিশ্বব্যাংক ভারতকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয়। গতবার ১৩০ তম স্থানে পৌঁছয় দেশ।

এবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক আরও একটু বেশিগুরুত্ব দিচ্ছে বিশ্বব্যাংকের ওই তালিকায় প্রথম দিকে উঠে আসার জন্য। তারা চাইছে, একটি উপদেষ্টা সংস্থা এবার গোটা বিষয়টির তত্ত্বাবধান করুক। প্রশাসনিক জট খোলার জন্য প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব ভঙ্গিমা বা ধরন আছে। শিল্প ও শিল্পের সঙ্গে জড়িত দপ্তরগুলির বেশিরভাগটাই রাজ্য সরকারের নিজস্ব বিষয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার চায়, ওই উপদেষ্টা সংস্থা সেখানেও ভূমিকা নিক। তবে তারা সেক্ষেত্রে শুধু পরামর্শই দেবে, এমনটাই জানা গিয়েছে। কোনও প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

গত বছর এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপদেষ্টা সংস্থা নিয়োগ করেন একই কাজ করার জন্য। কিন্তু তাতে ফল পাওয়া যায়নি সেভাবে। রাজ্য বরং র‍্যাংকিংয়ের দিক দিয়ে কিছুটা পিছিয়েই গিয়েছে। এবার কেন্দ্র নিজেই বেছে দিতে চলেছে উপদেষ্টা সংস্থা। বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৩৪০টি ক্ষেত্র, যেগুলি দিয়ে আলগা করা যায় বিনিয়োগে লালফিতার ফাঁস।

গত কয়েক বছরে যে রাজ্যগুলি তেমন কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে বিশ্বব্যাংকের র‍্যাংকিংয়ে জায়গা করতে পারেনি, তারাও যাতে পিছনের সারিতেই না থেকে যায়, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের আওতায় থাকা ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রোমোশন জানিয়ে দিয়েছে, ওই মাপকাঠি বা ক্ষেত্রগুলির অন্তত ৭০ শতাংশে সাফল্য এনে দিতেই হবে রাজ্যগুলিকে। কোথাও কোথাও আবার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। যদিও সেই তালিকায় নেই পশ্চিমবঙ্গ। কারণ, প্রশাসনিক জটিলতা কাটাতে সামগ্রিক দিক দিয়েই বেশ কিছু পদক্ষেপ আগে থেকেই এখানে নিতে শুরু করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। সেই কারণেই তাদের পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো। অন্তত বিশ্বব্যাংকের র‍্যাংকিং তেমনই বলছে।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৬/৫/১৭)

টুকরো খবর

কেরানি নিয়োগে পিএসসি-ই

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে ফের কেরানি নিয়োগ শুরু করছে রাজ্য সরকার। বিধানসভায় মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত একটি বিল পাশ হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরে পিএসসি-র মাধ্যমে কেরানি নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরিবর্তে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের (এসএসসি) মাধ্যমে গ্রুপ-বি পদের অফিসার এবং কেরানি নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে এসএসসি-র মাধ্যমে কেরানি নিয়োগে তেমন গতি আসেনি। আর ৬০ হাজার চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগের জন্য আলাদা বোর্ড তৈরি করে সরকার। ফলে এসএসসি আলাদাভাবে রাখার তেমন প্রয়োজন ছিল না। তার প্রেক্ষিতেই এ দিন বিল এনে পিএসসির মাধ্যমেই ফের কেরানি নিয়োগের সিদ্ধান্ত পাশ হল। এখন থেকে গ্রুপ-এ এবং বি স্তরের অফিসার নিয়োগের পাশাপাশি গ্রুপ-সি পদের কেরানি নিয়োগ করবে পিএসসি। গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ হবে আলাদা বোর্ডের মাধ্যমেই।

আশায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় অযোধ্যায় রামমন্দিরের নির্মাণ সম্ভব হবে বলে জানাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ভিএইচপি নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া উত্তরপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, "আমরা আশা করছি, উত্তরপ্রদেশ সরকারের নতুন নেতৃত্বে অযোধ্যায় ভগবান রাম শ্রেষ্ঠ একটি মন্দির পাবেন। হিন্দুদের কাছে দেওয়া বহু দিনের প্রতিশ্রুতিও পালন করা হবে।"

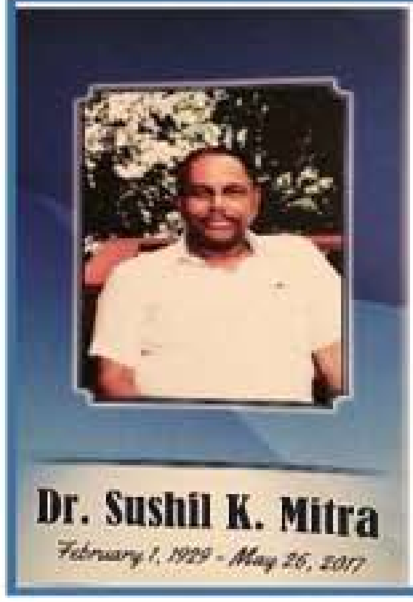

সুশীল মিত্র চলে গেলেন

CABর আজীবন সদস্য শ্রী সুশীল মিত্র প্রয়াত হলেন গত ২৬শে মে, ২০১৭, তাঁর PELHAMএর বাসভবনে। কয়েক বৎসর পূর্বেই তাঁর স্ত্রী সুলেখা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন।
মৃত্যুকালে তিনি তাঁর দুই কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্র দৌহিত্রাদের রেখে গেলেন। আমরা CABর পক্ষথেকে সুশীলবাবুর আত্মার মঙ্গল ও মুক্তি কামনা করি। কামনা করি - তিনি পরমেশ্বরের চরণে আশ্রয় লাভ করুন।

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL
বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ , নিউ ইয়র্ক

2017 ANNUAL PICNIC
Saturday, August 19, at 11:00 AM

PLEASE MARK ON YOUR CALENDAR AND COME WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY
PICNIC AREA WILL BE ANNOUNCED LATER
FOR MORE INFO: SNIGDHA (201-944-0887) & SUSHMITA (516-817-3846)

MATRIMONIAL (পাত্র চাই)

Hindu Bengali Parents are looking for Hindu Bengali/Non-Bengali boy FOR Canadian 27 years 5ft 2 inch fair family oriented engineer girl.
Contact +1 647 993 9453 and/or partner.can@gmail.com

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

MEMBERSHIP FORM

Name: ______________________
Spouse's Name: ______________________
Address: ______________________
City: __________ State: ____ ZIP ______
Phone #: __________ E-mail: __________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ______________ **Date:** ________

Membership Fee:
[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

PLEASE CHEK ONE:
NEW MEMBER: [ ]
RENEWAL: [ ]

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana. Our New partner Gulf Airlines Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa. Come see our new office
12375 Bissonnet St Suite # B Houston, TX 77099-1273 ; Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000
Fax: 281-530-3798 ; Email: camdentravel@aol.com

North American Bengali Conference 2017 July 7-9th, 2017

International Film Awards Festival

বাংলা আধুনিক গানে নতুন পরিবর্তন

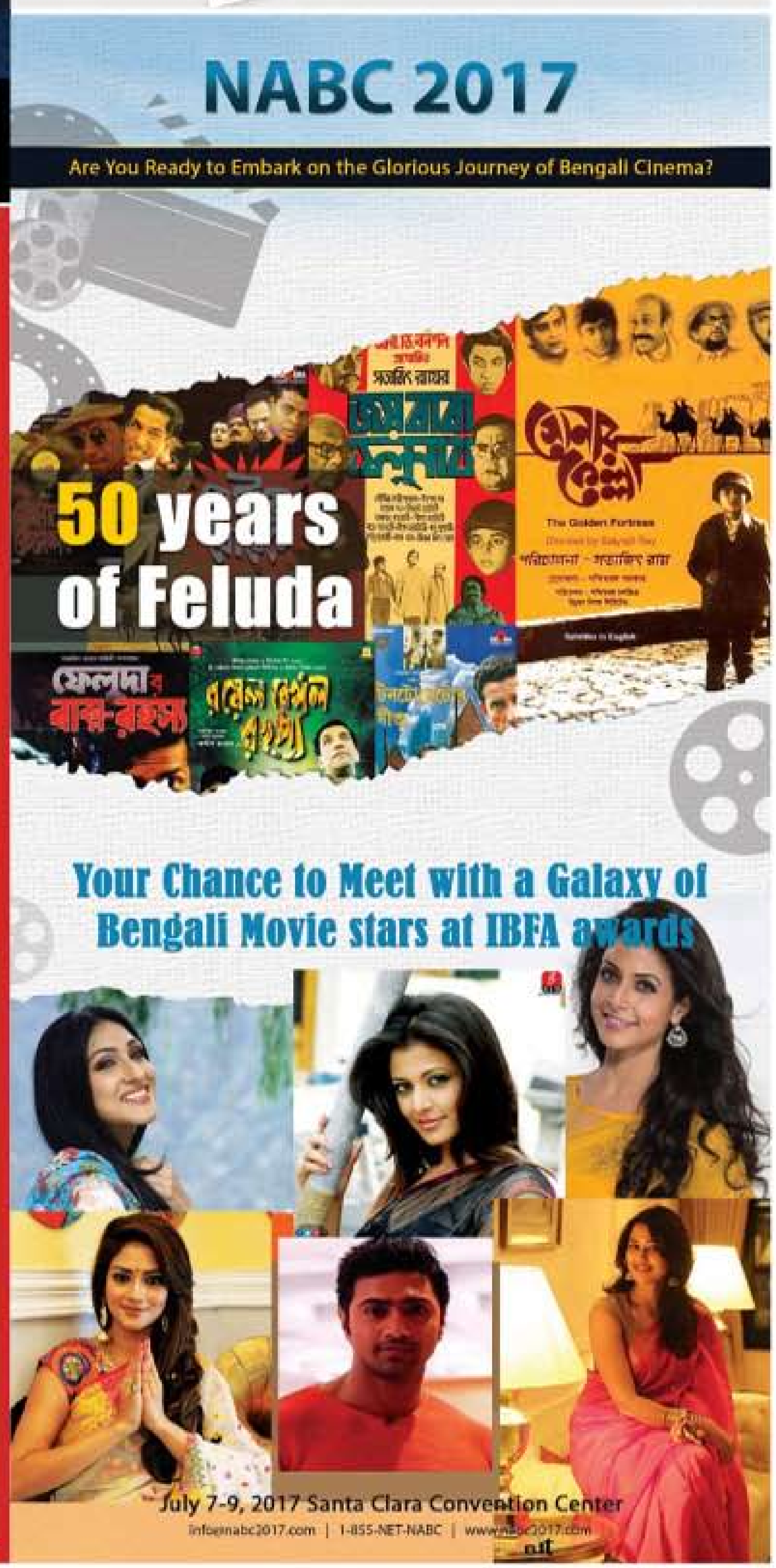

Silicon Valley
NABC 2017
Presents
July 7-9, 2017
www.nabc2017.com
SHAAN!!
SUNDAY NIGHT CONCERT
info@nabc2017.com
1-855-NET-NABC

সিপিএম ও বিজেপি গুন্ডামি করছে, আমি সব বুঝে নেব মমতা

সন্দীপ স্বর্ণকার, নয়াদিল্লি

বিজেপি আর সিপিএম গুন্ডামি করছে। অহেতুক সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে যত যাই করুক, আমি সব বুঝে নেব। সিপিএমের নবান্ন এবং বিজেপি'র লালবাজার অভিযান ঘিরে তুলকালাম পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আজ এই মন্তব্য করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, আন্দোলন কাকে বলে আমাকে শেখাতে হবে না। সিপিএমের বিরুদ্ধে ৩৪ বছর ধরে আন্দোলন করেছি। ২১ জুলাই পুলিশ গুলি চালিয়েছে। আমার ছেলেরা বিনা অপরাধে প্রাণ হারিয়েছে। সিপিএমের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমায় শেখাতে হবে না। একটি দল হার্মাদ, একটি উন্মাদের মতো আচরণ করছে। ক্ষোভ উগরে দিলেন মমতা। দিল্লিতে মমতা উঠেছেন ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গভবনে। এদিন কিভাবে সেখানেই বিজেপি বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করে। আইন অমান্য আন্দোলনের নামে সিপিএম এবং বিজেপির উন্মত্ত আচরণের ছবি, ভিডিও নিজের মোবাইলে দেখিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, পুলিশকে পর্যন্ত মারছে। মহিলা পুলিশের গায়েও হাত তুলছে। বেধড়ক মারছে। জিপ পোড়াচ্ছে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে। এটা কি কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেহারা? প্রশ্ন মমতার। কটাক্ষের সুরে বলেন, দুদিন আগেই ভোট হয়েছে। গোহারা হেরেছে। মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। তাও সিপিএম আর বিজেপি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। রাজ্যে রাজনৈতিক দল হিসেবে কে দুই কে তিন তার লড়াই চলছে, মন্তব্য করেন মমতা। রাজ্যের পাওনাগণ্ডা নিয়ে আজ দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতে গেলেও তাঁর নজর ছিল লালবাজারেই। বিজেপির অভিযান নিয়ে খবরাখবর নিতে থাকেন। তখনই তাঁর মোবাইলে আসতে থাকে পরের পর ছবি। যেখানে বিজেপি নেতা, কর্মীরা দেদার পুলিশকেই পেটাচ্ছে বলে অভিযোগ। ছবি দেখে তেলেবেগুনে রেগে যান মুখ্যমন্ত্রী। যদিও বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেননি বলেই জানান। তবে বিজেপি এবং সিপিএমের আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন শুনেই মোদির সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, আমি কিছু বলছি না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে সিপিএম, বিজেপি কেমন হার্মাদ আর উন্মাদের মতো আচরণ করেছে, তা দেখুন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের পক্ষ থেকে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আলোচনা করতে কাল বৈঠকের আয়োজন করেছেন সোনিয়া গান্ধী। সেখানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেই মমতার এবারের দিল্লি সফর। মমতার কথা মতোই কাল দুপুরে বিরোধীদের বৈঠক বসছে। অনেকেই চেয়েছিলেন বৈঠক হোক রাতে। কিন্তু মমতা জানিয়ে দেন, শুক্রবার বিকেলে তিনি কলকাতা ফিরবেন। তাই দুপুরেই বৈঠক হবে। আগামীকালের বৈঠক প্রসঙ্গে মমতা বলেন, আবদুল কালামের মতো একজন সর্বসম্মত প্রার্থী হলে ভালো। প্রধানমন্ত্রীকে কি সে কথা বলেছেন? প্রশ্ন শুনেই চুপ করে যান মমতা। বলেন, আমি কে ওদের প্রার্থী ঠিক করার।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৫/৫/১৭)

সাপের বিষ পাচার চক্রে যুক্ত শতাধিক শিক্ষক, তদন্ত শুরু

রাহুল দত্ত, কলকাতা

উত্তরবঙ্গে সাপের বিষ পাচারসহ বন্যপ্রাণ অপরাধ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় হোটেল মালিক, বড় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, বনকর্মী এমনকী পঞ্চায়েত প্রধানদের জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এবার শতাধিক শিক্ষকের জড়িত থাকার ঘটনা সামনে এল। দক্ষিণ দিনাজপুরে একবার সাপের বিষ উদ্ধারের ঘটনায় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তার আগে আরও কয়েকজন শিক্ষক গ্রেপ্তার হয়েছেন বন্যপ্রাণ পাচার সংক্রান্ত ঘটনায়। সম্প্রতি একটি সূত্র থেকে এ বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বনদপ্তরের কর্তাদের হাতে উঠে আসে। তাতেই জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে শতাধিক শিক্ষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সাপের বিষ বা অন্যান্য বন্যপ্রাণ পাচারের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাঁরা কারা, সেই তথ্য এখনই প্রকাশ্যে আনতে রাজি হয়নি বনদপ্তর। সিআইডি'র সঙ্গে তারা এই সংক্রান্ত তথ্য ইতিমধ্যে আদান-প্রদান শুরু করেছে।

সিআইডি'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা অনুসন্ধান শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কাজও শুরু হয়েছে। বিশেষ সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে বনদপ্তরের বিভিন্ন ডিভিশনে 'সোর্স' দের কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষকদের গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো হয়েছিল। তাতেই 'শতাধিক শিক্ষক' জড়িত থাকার মতো চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যায়। এ বিষয়ে দপ্তরের এক কর্তা বলেন, সকলের নাম-ঠিকানা এখনও হাতে না এলেও বেশ কয়েকজন শিক্ষকের নাম তাঁরা জানতে পেরেছেন। এমনকী কয়েকটি এলাকাকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। যার মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট এবং সংলগ্ন এলাকা উল্লেখযোগ্য। সেখানেই বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে।

কিন্তু কেন শিক্ষকদের এই কাজের জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে? বনদপ্তরের তথ্য বলছে, শিক্ষকরা সমাজের অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তাঁরা কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, এটা সমাজের কেউ (বনদপ্তর, পুলিশ বা সাধারণমানুষ) বিশ্বাস করবে না। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েই পাচারকারীরা

অনায়াসেই শিক্ষকদের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সারতে শুরু করে। তদন্তে জানা যায়, তাঁরা যেন পাচার সামগ্রী নিজের বাড়িতে না রাখেন, এমন সতর্কবার্তাও শিক্ষকদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু গ্রামে তাঁদের একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে, তাই তাঁরা কেবল সেই যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে কোনও ছাত্রছাত্রী বা গ্রামের কোনও সাধারণ মানুষের বাড়িতে সেই পাচার সামগ্রী রেখে দেন। গ্রামের শিক্ষক বলে কেউ তাঁদের অবিশ্বাস করবে না। তাই অনায়াসেই ওইসব বাড়ি থেকে বন্যপ্রাণ পাচারসামগ্রী অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। প্রধান মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) রবিকান্ত সিনহা বলেন, শিক্ষকসহ অনেক মানুষই এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। অপরাধী হিসাবে তাদের গতিবিধির উপর নজরদারি রাখা হচ্ছে। সিআইডিসহ পুলিশ এমনকী বিএসএফের সঙ্গেও এ বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৫/৫/১৭)

ব্র্যান্ডের ওষুধ লেখার প্রবণতা বেড়েছে কি না জানতে তৎপর

প্রেসক্রিপশন অডিট ৪১টি সরকারি হাসপাতালে

সকাল থেকে ঠাঠা রোদে কয়েক ঘণ্টা টানা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখায়, দুর্বোধ্য প্রেসক্রিপশনখানা নিয়ে কালিয়াচকের সন্দীপ বসু যখন ওষুধের দোকানে দেখালেন, দোকানদারের কপালের ভাঁজ আরও বেড়ে গেল। মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, কোন ওষুধটা দেব আপনাকে, এ যে কিছুই পড়া যাচ্ছে না! এই অভিজ্ঞতা শুধু সন্দীপবাবুরই নয়, আমার-আপনার মতো অনেকেরই।

কোনও কোনও ওষুধ বিজ্ঞানের চিকিৎসক বলেন, আদর্শ প্রেসক্রিপশন আসলে একটি ছোট গল্প! একটি সাদা কাগজের উপর কলমে লেখা রোগীর যাবতীয় তথ্যই শুধু নয়, তাঁর রোগ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বটে। এর আইনি গুরুত্বও অপরিসীম। আবার ওষুধ বিজ্ঞানের আর এক অংশের চিকিৎসকদের মতে, প্রেসক্রিপশন হল আসলে একটি চিঠি! এক-দু'পাতার মধ্যেই রোগীকে অনেকটাই বোঝা যায়, বোঝা যায় তাঁর ডাক্তারবাবুকেও।

এত কিছু সূত্র সত্ত্বেও, দুর্বোধ্য হাতের লেখার জন্য অধিকাংশে সরকারি প্রেসক্রিপশনের মাথামুণ্ডু বোঝা দায় হয়ে ওঠে রোগীর বাড়ির লোকজনের। আর সেজন্যই রাজ্যজুড়ে ৪১টি মাঝারি ও বড় হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন অডিট করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের মধ্যে ব্র্যান্ডেড ওষুধ লেখার প্রবণতা বেড়েছে কি না — তাও ধরা পড়বে এই অডিটেই। সমীক্ষাটি হচ্ছে জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই কোচবিহার ও শিলিগুড়ি হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন অডিটের কাজ হয়ে গিয়েছে। শুরু হয়েছে বাকি হাসপাতালগুলির ডাক্তারবাবুদের প্রেসক্রিপশন খতিয়ে দেখার কাজ। পুরো কাজটি পরিচালনা করছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শাখা। গোটা বিষয়টি বাস্তবায়িত করার কাজটি দেখছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব আর এস শুক্লা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা (শিক্ষা) ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য, হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ইনস্টিটিউট-এর অধিকর্তা ডাঃ কৃষ্ণাংশু রায়, আরজিকর-এর সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ অঞ্জন অধিকারী প্রমুখ। বৃহস্পতিবার অঞ্জনবাবু বলেন, যে কোনও সভ্য দেশে চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিষেবা — দুই যাচাই করারঅন্যতম পদ্ধতি প্রেসক্রিপশন অডিট। হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শাখার সহকারী স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সন্দীপ সান্যাল এই 'অডিট'-এর খবরে সত্যতা স্বীকার করলেও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা (শিক্ষা) দেবাশিসবাবু বলেন, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে প্রেসক্রিপশন অডিট করার কাজ সদ্য শুরু হয়েছে। ভালোমন্দ, ভুলচুকগুলি জানা গেল তো আমাদেরই মঙ্গল। সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা যাবে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এবারে 'প্রেসক্রিপশন অডিট'-এর সময় বেশ কতগুলি বিষয় মাথায় রাখা হচ্ছে। সেগুলি হল, ডাক্তারবাবুর হাতের লেখা তাঁর সই রোগী দেখার সময় রোগীর সম্পর্কিত জরুরি তথ্য (নাম, বয়স, প্রেশার, সুগার, প্রাথমিক পরীক্ষায় উঠে আসা অন্যান্য তথ্য) রোগীর কেস হিস্ট্রি কী ওষুধ লেখা হয়েছে সেগুলি ব্র্যান্ডেড না জেনেরিক নামে লেখা হয়েছে ওষুধের বানান ঠিক আছে কি না ওষুধের ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে কি না অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কেন দেওয়া হয়েছে, অপ্রয়োজনে দেওয়া হয়েছে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। দপ্তর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের দুটি হাসপাতালে প্রেসক্রিপশন অডিট করে ভুলে ভরা বেশ কয়েকটি প্রেসক্রিপশন স্বাস্থ্যকর্তাদের হাতে এসেছে। চিহ্নিত করা হয়েছে বেশ কয়েকজন চিকিৎসককেও।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৫/৫/১৭)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মমতাই মধ্যমণি

প্রথম পাতার পর

বিকেলে সনিয়া গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা। তাতে মূলত আলোচনা হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়েই। কীভাবে বিজেপি'কে চাপে ফেলা যায়, দু'জনে বসে তার রণকৌশল ঠিক করবেন দুই দলনেত্রী। কিন্তু সেটা তো একদিনের মামলা। তা হলে বাকি তিনদিন তৃণমূল নেত্রী দিল্লিতে কী করবেন? সেটা নিয়েই কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সনিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য বৈঠকের খবর স্বীকার করলেও মুখ্যমন্ত্রীর চারদিনের দিল্লি সফর নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রীও মুখে রা কাড়ছেন না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, সনিয়া ছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের নেতাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে চান মমতা। সেই মতো তৃণমূলের তরফে আগাম বার্তা পাঠানো হয়েছে ওই সব দলের কাছে। দিল্লিতে থাকাকালীন মমতার সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব, আরজেডি সভাপতি লালুপ্রসাদ যাদব, বিজেডির নবীন পট্টনায়েক, আম আদমি নেতা কেজরিওয়াল-সহ বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহত্তর বিজেপি বিরোধী ঐক্যের স্বার্থে দরকার পড়লে বামেদের সঙ্গেও আলোচনায় বসতে দ্বিধা করবেন না তিনি। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে কথা বলতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। ফলে মমতা-সীতারামের মুখোমুখি বৈঠকের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না দুই দলের শীর্ষ নেতারা। শুধু বিরোধী দলগুলিকে একত্র করাই নয়, বিজেপি'কে কোণঠাসা করতে এনডিএ শিবিরে ভাঙন ধরাতে চাইছেন তৃণমূল। তার জন্য বিজেপি'র দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী শিবসেনা এবং জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষমতাসীন পিডিপি'কে বিরোধী জোটে সামিল করানোর চেষ্টা চলছে। চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টি, এআইএডিএমকে, নাড়ুরও জনমুক্তি মোর্চার মতো আঞ্চলিক দলগুলিকে বিজেপি'র বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন তৃণমূল নেত্রী।

ভোজ্য তেলে ভেজাল, হাইকোর্ট উদ্বিগ্ন, ব্যবসায়ীর আরজি খারিজ

তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে সাজা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন এক মুদি ব্যবসায়ী। কিন্তু, আবেদনটি খারিজ করতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় রায়ে বলেছেন, ইদানীং কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অসৎ পথে বেশি মুনাফার জন্য ভোজ্য তেলে ভেজাল দিচ্ছেন। যা মানবসমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এই অভিমত দিয়ে রাজ্যের শীর্ষ আদালত আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা রিপোর্টেও ভোজ্য তেলে ভেজাল দেওয়ার এক উদ্বেগজনক চিত্র সামনে এসেছে।

দেশে অধিকাংশ মানুষ, বিশেষত গরিব নাগরিক খোলাবন্দি নয় এমন ভোজ্য তেল কিনে থাকেন। যে কারণে ১০০ ও ২০০ মিলিলিটারের ভোজ্য তেলের প্যাকেট বাজারে আনার প্রয়াস উঠলেও তা কার্যকর হয়নি। সেই সুযোগই তিনি তেলে রাখা ভোজ্য সরষে বা সাদা তেল অবাধে বিক্রি হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১৫টি রাজ্য থেকে এক ক্রেতা সংগঠন এক হাজারেরও বেশি ভোজ্য তেলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করিয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, ৭২ শতাংশ সরষের তেলের নমুনা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছে। ২০০টি সয়াবিন তেলের নমুনার মধ্যে মাত্র ৪৫টি পরীক্ষায় পাশ করেনি। ২০১৫টি সানফ্লাওয়ার তেলের ক্ষেত্রে ৩৪টি নমুনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

সম্প্রতি নদীয়া জেলায় বিপুল পরিমাণ ভেজাল ভোজ্য তেল ধরা পড়ার কিছুদিন পরেই কলকাতা হাইকোর্টে উঠেছিল দিবাকর পাল বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অন্যদের একটি মামলা। যেখানে দু'টি নিম্ন আদালতের রায় আবেদনকারী চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, প্রশাসন যে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করেছে, তা নিম্ন আদালত সঠিকভাবে খতিয়ে দেখেনি। সেখানে যেসব পরস্পরবিরোধিতা রয়েছে তা আদালত লক্ষ করেনি। 'প্রিভেনশন অব ফুড অ্যাডাল্টারেশন' আইন অনুযায়ী দোকানে তল্লাশি, পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ, নমুনা সংগ্রহ এবং পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট প্রদান পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

মামলার বয়ান অনুযায়ী, ২০১১ সালের ২৭জুলাই বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ এক ফুড ইনসপেক্টর গণেশ ভাণ্ডারে গিয়ে আধিকারিক নিজ পরিচয় দেন এবং সেখানে আসার কারণ ব্যাখ্যা করেন। দোকানে মজুত ৬০০০ গ্রাম ভোজ্য সরষের তেল থেকে ১২০০ গ্রাম সংগ্রহ করে তার দাম বাবদ ৯৬ টাকা দেন। উপরোক্ত আইন অনুযায়ী কাগজপত্রের কাজ শেষ করে তিনি সংগৃহীত তেল তিন ভাগ করেন। যার এক ভাগ পাবলিক অ্যানালিস্ট ও বাকি দু'ভাগ স্থানীয় সিএমএইচওকে পাঠিয়ে দেন। পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট সেই নমুনাকে ভেজাল তেল হিসাবে চিহ্নিত করে। সেইমতো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ জমা করে অভিযোগ নথিবদ্ধ করা হয়। সেখানে অভিযোগ মতো অভিযুক্তের সাজা হলে তিনি 'ফার্স্ট অ্যাপিলেট কোর্টে' ওই রায় চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু, সেখানেও সাজা বহাল থাকায় তিনি আসেন হাইকোর্টে।

হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা ছাড়াও স্থানীয় এক দোকানির উপস্থিতিতে ওই পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই দোকানির সাক্ষ্য সম্পর্কে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তা কোনওভাবেই প্রশাসনের মূল কাহিনীতে বদল ঘটায় না। তাছাড়া পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট আবেদনকারী চ্যালেঞ্জ করেননি। আবেদনকারী এমন কোনও কারণ দেখাতে পারেননি যে, ওই ফুড ইনসপেক্টরের আগে থেকে তাঁর উপর কোনও রাগ ছিল। ওই সরকারি আধিকারিকের কাজ বেআইনি ছিল বা তাঁর অসৎ উদ্দেশ্য ছিল, এমন কিছুও দাবি করা হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে আদালত বলেছে, সাম্প্রতিককালে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল পণ্য বেচে বেআইনিভাবে লাভ করতে চাইছেন। এই অভিমত দিয়ে আদালত জানিয়েছে, নিম্ন আদালত সঠিক রায় দিয়েছে। তাই সেই রায় কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৫/৫/১৭)

বুরহানের ছায়াসঙ্গী হত, অশান্ত কাশ্মীর

শ্রীনগর: ফিরে এল ৮জুলাইয়ের স্মৃতি। নিরাপত্তা বাহিনী ঘেরাটোপ বানিয়ে যে ভাবে হিজবুল কম্যান্ডার বুরহান ওয়ানিকে মেরেছিল, অনেকটা সে ভাবেই মারা হল বুরহানের উত্তরসূরি তথা ডান হাত সাবজার আহমেদ ভাটকে। জাকির মুসা ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর ভাটই হিজবুল মুজাহিদিনের কম্যান্ডার নিযুক্ত হয়েছিল। বুরহানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে ভাবে গত এক বছর কাশ্মীর অশান্তিতে জ্বলেছে, সেই অশান্তিরই পুনরাবৃত্তি দেখা গেল এ দিনও।

ভাটকে নিরাপত্তা বাহিনী ঘিরে ফেলতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অডিয়ো মেসেজ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামে — নিরাপত্তা বাহিনীকে কোণঠাসা করতে পাথর ছুড়তে হবে। শয়ে শয়ে লোক মুহূর্তে জড়ো হন গ্রামে। শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। তার মধ্যেই ভাটের মৃত্যুর খবর ছড়াতে ভূস্বর্গের অন্যত্রও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। আহত হন দু'পক্ষেরই বেশ কয়েকজন। সেকেন্ডেই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ ভাবে অশান্তি আটকানো যাবে, এমন নিশ্চয়তা দিতে পারছে না নিরাপত্তা বাহিনীও। সেনা আধিকারিকরা অবশ্য বলছেন, বুরহানের মতো অত জনপ্রিয়তা ছিল না ভাটের। কিন্তু ত্রালের ভূমিপুত্র ভাটকে বাঁচাতে যে ভাবে গ্রামবাসীরা এ দিন জড়ো হলেন, তাতে ভূস্বর্গে ফের আগুন জ্বলার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এ দিনই আবার বারামুলার রামপুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করে দিয়ে ছ'জন জঙ্গিকে নিকেশ করার কথা জানিয়েছে সেনা।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ। পুলওয়ামার ত্রালে সাইমুহ গ্রামে ভাট-সহ তিন জঙ্গি লুকিয়ে আছে বলে খবর পেয়ে অভিযান চালায় ৪২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। রাত ৯.১৫ নাগাদ সেখানের ১২ কামরার একটি বাড়িকে ঘিরে ফেলে বাহিনী। বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও। গুলিযুদ্ধ চলতে থাকে ভোররাত পর্যন্ত। আচমকাই বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় বাহিনী। পালিয়ে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয় ভাট ও তার এক সঙ্গী ফইজান মুজাফফর ভাট। অন্য জঙ্গি পালিয়ে যায়।

মাসখানেক বন্ধ থাকার পর এ দিনই কাশ্মীরে ফের ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। ভাটকে বাহিনী ঘিরে ধরতেই আগুনের মতো খবর ছড়ায় ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে। এক পুলিশকর্মীর কথায়, 'তখনও এনকাউন্টার চলছে। ইন্ধনদাতারা হোয়াটসঅ্যাপে অডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে লোকজন ডাকতে থাকে। ত্রালের কয়েকটি এলাকায় লাউডস্পিকারে ঘোষণা করা হয়, সইমুহতে আটকে পড়া জঙ্গিদের সাহায্য করতে হবে।' এই ঘোষণার পর পরই আশেপাশের গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে মানুষ সইমুহতে এসে জড়ো হন। বাহিনীকে লক্ষ করে শুরু হয় পাথর ছোড়া। ততক্ষণে বাহিনীর গুলিতে ভাট ও তার সঙ্গীর মৃত্যু হয়েছে। অন্য জঙ্গির খোঁজে চলছে তল্লাশি।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনন্তনাগ, শোপিয়ান, পুলওয়ামা, ত্রাল ও শ্রীনগরে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়ে বাহিনীকে লক্ষ করে পাথর বৃষ্টি শুরু করে। আহত হন অনেক বিক্ষোভকারী। মাথায় আঘাত লেগে গুরুতর আহত এক পুলিশকর্মীও। অশান্তি ছড়ানোর ভয়ে তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট পরিষেবা। বন্ধ করে দেওয়া হয় অধিকাংশ দোকান, অফিস, স্কুল-কলেজও। গত বছর বুরহানের মৃত্যুর পর এ ভাবেই ভূস্বর্গে শুরু হয়েছিল পাথর বৃষ্টি। বাহিনীর পেলেট গানের আঘাতে প্রাণ গিয়েছিল শতাধিক মানুষের। দৃষ্টিশক্তি হারান কতশত মানুষ। বুরহানের মতো ভাটও ত্রালেরই ছেলে। দলে বুরহানের ডান হাত ছিল সে। পরিচিত ছিল 'সব ডন' নামে। তোলাবাজি, অপহরণে সিদ্ধহস্ত ভাটের জনপ্রিয়তা বুরহানের মতো তত বেশি ছিল না। কিন্তু তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বাহিনী। অন্য দিকে, শনিবার ভোরে বারামুলার রামপুর সেক্টরে কিছু সন্দেহভাজনের গতিবিধি নজরে পড়ে পুলিশের। সেনাসূত্রে দাবি, অনুপ্রবেশ রুখে দিতে সফল হয়েছে তারা। নিকেশ করা গিয়েছে ছ'জন জঙ্গিকেও।

—সৌজন্যে এই সময় (২৮/৫/১৭)

ভুয়ো ডাক্তারের জাল কত দূর, ধন্দে দুঁদে গোয়েন্দারা, নজরে আরও ২০

ভুয়ো ডাক্তার-কাণ্ডে সিআইডির হাতে প্রথম ধরা পড়েন জলপাইগুড়ির কাইজার আলম। তদন্তে জানা যায়, কলকাতার নামী বেসরকারি হাসপাতাল রুবি-তে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করেছেন তিনি। আর নরেনকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় জড়াল বেলভিউয়ের নাম

এ পর্যন্ত ধরা পড়েছেন চার জন। কিন্তু সিআইডির লম্বা তালিকায় নাম রয়েছে আরও অন্তত জনা কুড়ির।

'ভেজাল ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে এখন প্রায় রোজই কোনও না কোনও চিকিৎসকের নামে অভিযোগ পাচ্ছেন সিআইডির তদন্তকারীরা। তারই ভিত্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে, নথি খতিয়ে দেখার পরওয়ানা দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের চেম্বারে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের অনেকেই বিভিন্ন জেলায়, কেউ কেউ কলকাতার নামী দামি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গেও যুক্ত।

শুক্রবার রাতে রোগী সেজে এন্টালির চেম্বারে হানা দিয়ে নরেন পাণ্ডে নামে এক জনকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। জানা গিয়েছে, নরেনের রোগী দেখার ভিজিট ছিল ৮০০ টাকা।

সূত্রের খবর, ওই ভুয়ো ডাক্তার এক প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতার ভাই। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এক বা দু'বছর নয়, দক্ষিণ কলকাতার নামী বেসরকারি বেলভিউয়ের সঙ্গেনরেন যুক্ত ১৩ বছর ধরে। বেলভিউয়ের সিইও প্রদীপ ট্যান্ডনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা। নরেনের নিয়োগপত্রে সই রয়েছে প্রদীপেরই।

ইউনানি ডাক্তার হলেও প্রেসক্রিপশনে খসখস করে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ লিখতেন নরেন। কিছু দিন আগে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ইউনানি ডাক্তারদের একটি সংগঠনের তরফেই। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ডিগ্রি নেই অথচ ভিজিটিং কার্ডে লেখা রয়েছে 'এমডি'। লেখা রয়েছে লন্ডন থেকে পাশ করেছেন। প্রেসক্রিপশন, ভিজিটিং কার্ডে লেখা — ইংল্যান্ড থেকে অ্যাজমাতেও নাকি ডিগ্রি পেয়েছেন। যদিও সিআইডির তদন্তকারীদের দাবি, পুরোটাই জাল। নরেনের ইউনানি ডাক্তার হিসাবে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকলেও সেটি আসল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভুয়ো ডাক্তার-কাণ্ডে সিআইডির হাতে প্রথম ধরা পড়েন জলপাইগুড়ির কাইজার আলম। তদন্তে জানা যায়, কলকাতার নামী বেসরকারি হাসপাতাল রুবি-তে দীর্ঘ দিন চিকিৎসা করেছেন তিনি। আর শুক্রবার রাতে নরেনকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় জড়াল বেলভিউয়ের নাম। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী-সহ বহু ভিভিআইপি চিকিৎসা করাতে যান। সিআইডি সূত্রের খবর, ২০০৪ সালে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বেলভিউতে নিয়োগ হয়েছিল নরেনের। সেখানে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা বিশেষজ্ঞ হিসাবে ১৩ বছর ধরে রোগী দেখতেন তিনি। সপ্তাহে এক দিন করে বসতেন। সূত্রের খবর, তাঁর নিয়োগের সময় ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন সিইও প্রদীপ ট্যান্ডন। শনিবার সকালে বেলভিউয়ে গিয়ে নরেনের নিয়োগ সংক্রান্ত নথি-সহ বিভিন্ন কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। বয়ান রেকর্ড করা হয় প্রদীপ ট্যান্ডনের।

ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও এক জন কী ভাবে তাঁদের নজর এড়িয়ে ১৩ বছর ধরে হাসপাতালে রোগী দেখলেন, নিয়োগের সময় কেন নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়নি — প্রদীপের কাছে জানতে চান তদন্তকারীরা। পরে প্রদীপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর দাবি, 'ইউনানি ডাক্তার হিসাবেই ওঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ হিসাবে যে-সব নথি থাকা প্রয়োজন, সে-সব তাঁর ছিল।' উপরন্তু তাঁর সংযোজন, 'যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে হাসপাতালে কাজ করতেন নরেন পাণ্ডে। কোনও দিন কোনও অভিযোগ আসেনি।' কিন্তু ইউনানি ডাক্তার কী ভাবে অ্যালোপাথি ওষুধ লিখতে পারেন? সে বিষয়ে অবশ্য তিনি কিছু জানতেন বলে দাবি করেছেন ট্যান্ডন। শুধু ওই হাসপাতাল বা এন্টালিতে নিজের ক্লিনিকেই নয়, শহরের আরও কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। সেইসঙ্গে এক নামী শিল্পগোষ্ঠীর মুখ্যের একটি হাসপাতালেও যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বিধাননগর আদালতে হাজির করা হলে তাঁকে ৯ দিন সিআইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক।

এই চার জন ভুয়ো চিকিৎসক সিআইডির জালে ধরা পড়লেন। ভুয়ো ডিগ্রিচক্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও এক জনকে। তবে তদন্তকারীদের দাবি, ভুয়ো ডাক্তারের জাল শহর ও জেলার অনেক হাসপাতালেই বিস্তৃত। যে ভাবে তদন্তে একের পর এক ভুয়ো ডাক্তার ধরা পড়ছেন, তাতে সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে — তা ভেবেই দিশেহারা তদন্তকারীরা।

উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তরও।

—সৌজন্যে এই সময় (২৮/৫/১৭)

ভারতের প্রত্যাঘাত, গোলায় ধ্বংস ১০ পাকঘাঁটি, হত ২৫

মুণ্ডচ্ছেদের বদলা ● ভিডিও প্রকাশ করে জানাল সেনাবাহিনী

সমৃদ্ধ দত্ত, নয়াদিল্লি

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর আবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অস্থায়ী সেনাছাউনিতে বিধ্বংসী আক্রমণ চালাল ভারতীয় সেনা। আজ ভারতীয় সেনা দাবি করেছে, জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার নৌসেরা সেক্টরের ওপারে নিয়ন্ত্রণরেখার ঠিক পাশেই এক পাহাড়ের পাদদেশে পাক সেনার ছাউনি লক্ষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিখুঁত আক্রমণ চালিয়েছে রকেট লঞ্চার ও অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইলের মাধ্যমে। অন্তত ১০টি পাক পোস্ট ধ্বংস হয়েছে। তবে এই আক্রমণে ঠিক কতজন পাক সেনা হতাহত হয়েছে তা জানা যাচ্ছে না। যদিও ভারতীয় সেনার একটি সূত্রে অন্তত ২৫ জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে।

একটি সূত্র থেকে বলা হচ্ছে, দুই ভারতীয় সেনা জওয়ানের শিরচ্ছেদের বর্বরোচিত ঘটনারই পালটা জবাব দিতে শুরু করল ভারত। তবে এই আক্রমণ হয়েছে সে ব্যাপারে সেনাবাহিনী স্পষ্ট করেনি কিছুই। এমনকী ওই সেনা ছাউনিগুলিতে সন্ত্রাসবাদীরাও উপস্থিত ছিল বলে জানা যাচ্ছে কিনা এই আক্রমণ হয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় সেনার মুখপাত্র মেজর অশোক নারুলা বলেছেন, যেহেতু হিমালয়ে বরফ গলতে শুরু করেছে। তাই সন্ত্রাসবাদীরা ধীরে ধীরে পাকিস্তান রেঞ্জার্স আর পাক সেনাবাহিনীর সহায়তায় ভারতে অনুপ্রবেশের প্ল্যান করেছে। সেই প্রয়াস ধ্বংস করতেই এই আচমকা হানা। সেনা সূত্রের খবর, গত ৯ মে এই আক্রমণ করা হয়েছে। আজ এই অপারেশনের বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় সেনা তিনটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ে ঘেরা জঙ্গলের মধ্যে একাধিক শিবিরে একের পর এক বোমা ও গোলা নিক্ষিপ্ত হয়ে সেগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যদিও পাকিস্তান ভারতীয় সেনার এই দাবিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল বাসিতও বলেছেন, এরকম কোনও ঘটনা সীমান্তে হয়েছে বলে অন্তত পাকিস্তান সরকারের কাছে খবর আসেনি। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের চরম অবনতির মুহূর্তে এভাবে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে সরাসরি পাক সেনাছাউনি লক্ষ করে ভারতের আক্রমণে রীতিমতো পশ্চিম সীমান্তে টেনশন শুরু হয়েছে। পাকিস্তান আজই রণকৌশল বদলেছে। আজই পাক রেঞ্জার্স বাহিনী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে প্রস্তাব দিয়েছে ফ্ল্যাগ মিটিং করার। আজ বিকালে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করার পরই সর্বত্র উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে। কংগ্রেস থেকে বিজেপি, সকলেই ভারতীয় সেনাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, ভারতীয় সেনা পাকিস্তানকে মুখের মতো জবাব দিয়েছে। পাকিস্তানের সহায়তায় অনুপ্রবেশের প্ল্যান বানচাল করা হয়েছে।

আজ মেজর জেনারেল অশোক নারুলা বলেছেন, আশা করা যায় পাকিস্তান এর পর সংযত হবে। আর জম্মু-কাশ্মীরের সন্ত্রাসে মদত দেওয়া প্ররোচনাকারীরাও কঠোর বার্তা পাবে। কারণ ঠিক এই অঞ্চলটি দিয়েই লাগাতার পাকিস্তানি সেনা ও রেঞ্জার্সদের মদতে সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে ঢুকছিল। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরও একাধিক জঙ্গির এদেশে প্রবেশের পরিকল্পনা ছিল। জানা গিয়েছে, ৯ মে ভোর থেকে এই অপারেশন হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে রকেট লঞ্চার, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল, অটোমেটেড গ্রেনেড আর রিকয়েল রাইফেল। উরি সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনিতে হামলা করে ১৯ জন সেনাকে হত্যা করেছিল অজ্ঞাতজন পাক সন্ত্রাসবাদী। তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলে তখনই জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেইমতো ভারতীয় সেনা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল সীমান্ত পেরিয়ে পাকবাহিনীর আর ছাউনি গুঁড়িয়ে দিয়ে। আর এবার সীমান্ত না পেরিয়ে সেনা অপারেশন চালিয়েছে পাক ভূখণ্ডের ৫০০ মিটার ভিতরে। —সৌজন্যে বর্তমান (২৪/৫/১৭)

প্রশাসনিক বৈঠকে গেরুয়া শিবির নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী

শহরের রাস্তায় যখন বাম কাস্তেধারীদের সঙ্গে পুলিশের দক্ষযজ্ঞ চলছে, তখন ১৬০ কিলোমিটার দূরে বীরভূমের বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বিজেপি'র উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনীতির কারবারিদের একাংশের মতে, সোমবারের নবান্ন অভিযান কর্মসূচিতে বামেরা যতই সক্রিয়তা দেখাক না কেন, আপাতত গেরুয়া শিবিরই যে তাঁর প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ, তা মমতার বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে কোনও রাজনৈতিক দলের নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তরোয়াল নিয়ে এলাকা দখল করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য যে বিজেপিরই উদ্দেশে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি বৈঠকে উপস্থিত প্রশাসনিক কর্তাদের। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি তরোয়াল হাতে রামনবমীর মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং দলীয় কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট রয়েছে, বীরভূমের বেশ কিছু জায়গায় ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটিয়ে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে বিজেপি।

এদিন হাওড়া এবং কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় নবান্ন অভিমুখী বামকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, খিদিরপুর বাজার, হাওড়ার বেতড় মোড়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বহু বামকর্মী আহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীও। শহরে এতবড় ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তা নিয়ে কোনও বার্তা দেননি। প্রশাসনের একাংশের ব্যাখ্যা, মুখ্যমন্ত্রী এই মুহূর্তে বামেদের তেমন গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। আবার প্রশাসনে অন্য একটি অংশের মতে, বিজেপির উত্থান রুখতেই বামেদের অক্সিজেন জোগাতে চাইছেন কৌশলী মুখ্যমন্ত্রী। তাদের পরিসরবৃদ্ধির কিছুটা সুযোগ দিতে চাইছেন তিনি।

এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে বীরভূমে জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, ''পাড়ুইয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বোমায় তৃণমূলের কার্যালয় উড়ে যাওয়া, বালি খাদান ঘিরে গোষ্ঠী সংঘর্ষ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিন্তিত। বোমার কারখানা বরদাস্ত করা হবে না বলেও এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।''

—সৌজন্যে এবেলা (২৩/৫/১৭)

ভুল চিকিৎসার শিকার এ বার খোদ ডাক্তারই

মেহবুব কাদের চৌধুরী

বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ হাসপাতাল-নার্সিংহোমে চিকিৎসা গাফিলতি বা ভুল চিকিৎসার শিকার তো হচ্ছেনই। খোদ চিকিৎসকেরাও যে সেই বিভ্রাট-বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না, তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত রানিগঞ্জের বাসিন্দা ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অশোককুমার টৌডানি।

পিঠের ব্যথা নিয়ে ইএম বাইপাসের লাগোয়া একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন টৌডানি। অস্ত্রোপচারের পরে ব্যথা তো কমেইনি, হাঁটাহাঁটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! তিন রাজ্যে চিকিৎসা করাতে গিয়ে ওই চিকিৎসক জানতে পারেন, তাঁর শিরদাঁড়ায় ভুল অস্ত্রোপচার হয়েছে। সেই অভিযোগ নিয়ে ২০১১ সালে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওই হাসপাতাল এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে ১০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। সেই অর্থ ছাড়াও মামলার খরচ বাবদ আরও ১০ হাজার টাকা পাবেন অশোককুমার।

টৌডানি দীর্ঘদিন ধরে 'স্লিপড ডিস্ক' রোগে ভুগছিলেন। মানবদেহের শিরদাঁড়ায় কশেরুকার মধ্যে ডিস্ক বা প্যাড থাকে। সেই নরম ডিস্ক বা প্যাড সরে গেলে স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে। তার ফলে পিঠে, কোমরে ব্যথা শুরু হয়। চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষায় এই রোগেরই নাম 'স্লিপড ডিস্ক'। টৌডানি জানান, শিরদাঁড়ার ওই সমস্যা নিয়ে ২০১১ সালের ১ মার্চ তিনি পিয়ারলেস হাসপাতালের ন্যাশনাল নিউরোসায়েন্স সেন্টারে রাজা দে নামে এক নিউরোসার্জেনের দ্বারস্থ হন। ২ মার্চ তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। ''অস্ত্রোপচারের পরে পিঠে, কোমরে ব্যথা বাড়তে থাকে। বাঁ পা অসাড় হয়ে যায়,'' অভিযোগ টৌডানির।

নিউরোসার্জন রাজাবাবু ৪ মার্চ বিকেলে টৌডানিকে আশ্বাস দেন, ফিজিওথেরাপি করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ওই হাসপাতালের কে ফিজিওথেরাপি করবেন, তা তিনি জানাননি বলে টৌডানির অভিযোগ। ৫ মার্চ হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে রানিগঞ্জে ফেরার পরে তাঁর হাঁটাচলা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। ২৮ মার্চ ফের পিয়ারলেসে এলে নিউরোসার্জন আবার তাঁকে আশ্বাস দেন, ব্যথা সেরে যাবে ফিজিওথেরাপিতেই।

টৌডানি জানান, ব্যথা কমাতে তিনি কলকাতার কয়েক জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখান। তাঁরা জানান, অস্ত্রোপচারেই ভুল হয়ে গিয়েছে। ২০১১ সালে জুনে কোয়েম্বাটুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যান তিনি। সেখানকার চিকিৎসকেরা জানান, কলকাতায় শুধু যে তাঁর ভুল অস্ত্রোপচার হয়েছে তা-ই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত ডিস্কের পাশের ডিস্কটিও সরানো হয়েছে। এর খেসারত দিতে গিয়ে ফের অস্ত্রোপচার করাতে হয় তাঁকে। তার পরে শহরে ফিরে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে পিয়ারলেস হাসপাতালের 'ন্যাশনাল নিউরোসায়েন্স সেন্টার' ও চিকিৎসক রাজা দে-র বিরুদ্ধে রাজ্য ক্রেতা আদালতে মামলা করেন টৌডানি।

বিচারপতি ঈশানচন্দ্র দাস ও তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় গত ১৭ এপ্রিল তাঁদের রায়ে বলেছেন, টৌডানির শিরদাঁড়ায় যে সমস্যা হয়েছিল, তাতে অপারেশন ছিল চিকিৎসার শেষ ধাপ। ফিজিওথেরাপি, ওষুধ, ব্যায়ামের মাধ্যমে তাঁর রোগমুক্তি হতে পারত। অভিযুক্ত চিকিৎসক রাজা দে বলেন, ''মামলার রায় হাতে পাইনি। তাই কিছু বলব না।'' ন্যাশনাল নিউরোসায়েন্স সেন্টারের ম্যানেজার অমিত মিত্র জানান, তাঁরা রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে আবেদন জানাবেন।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/৫/১৭)

টুকরো খবর

উদ্ধার মহিলা

যানজটে আটকে পড়া লাল রঙের গাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার করছিলেন এক যুবতী। তা শুনে রাস্তার মোড়ে সিভিক ভলান্টিয়াররা এগোতেই গাড়ির ভিতর থেকে এক যুবক নেমে দৌড়ে পালান। পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। গাড়ি সমেত চালককেও থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার রাতে হুগলির চণ্ডীতলার মশাট বাজারের ঘটনা। পুলিশের বক্তব্য, যে যুবক পালিয়ে গিয়েছেন তিনি মহিলার স্বামী।

ইস্তফার প্রস্তাব

মালদহ কলেজে মেঝেতে বসিয়ে প্রথম বর্ষের পরীক্ষা নেওয়ার ঘটনায় দায় স্বীকার করে সপ্তাহখানেক আগে ইস্তফা দিয়েছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক সনাতন দাস। সে পথেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল মিশ্রের কাছে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন পরীক্ষা পরিচালন কমিটির সদস্যরা। মঙ্গলবার দুপুরে বৈঠকের পরে গণ ইস্তফা দেওয়ার প্রস্তাব দেন তাঁরা।

আমাদের এই রচনার উদ্দেশ্য...স্বর্ণযুগের সেইসব বরণীয় মনীষীদের কথা স্মরণ করিতে দেওয়া...যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা নেতাজীর মতো হয়তো জন মানসে সতত সমুজ্জ্বল নন...অথচ এঁদের ভুলে যাওয়া একান্ত অনুচিত...। আমরা ধারাবাহিক ভাবে এঁদের স্মৃতি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আপনাদের কাছে বিনীত নিবেদন...ভুল ত্রুটি থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর ভালোলাগলে...বন্ধুদের জানাবেন, ফেসবুকে দিয়ে দেবেন। আপনাদের ভালো মন্দ বিচার...আমাদের উৎসাহ প্রেরণা যোগাবে। অলমিতি সুপ্রিয়

স্মরণীয় তাঁরা...বরণীয়া তাঁরা

বাংলার বিস্মৃতপ্রায় মনীষীরা (২)

সকাল দশটা বেজে গেছে। দেখা গেল...কলকাতার এক মেস বাড়িতে, এক যুবক আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করছে। চোখে তখনও ঘুম, বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না...কিন্তু তবুও জোর করে...চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে সে কলঘরে গেল। চোখে মুখে জল দিয়ে বাথরুম থেকে সে যখন ফিরল...তখন তার টলমল ভাব একটু কমেছে। রুমমেট জিজ্ঞেস করল...'কিরে আজ যে সকাল সকাল উঠলি বড়...' আসলে যুবকটি সাধারণত বারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে

না। যুবকটি জামাকাপড় পরতে পরতে রুমমেটকে বলল...'না রে আজ পরীক্ষা আছে...'। রুমমেট হেসে বলল 'পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে কখন...এখন গিয়ে আর কি করবি!' 'না রে, তা হলেও যেতে হবে...' বলে যুবক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

পরীক্ষার হলে গিয়ে যখন সে ঢুকল...পরীক্ষক বললেন...। দেড় ঘণ্টা পার হয়ে গেছে...এখন আর তুমি কি পরীক্ষা দেবে? যুবকটি আর সময় নষ্ট না করে প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষা দিতে বসে গেল। পরীক্ষা শেষ হতে তখনও আধ ঘণ্টা বাকি...সে উত্তর পত্র জমা দিতে গেল পরীক্ষকের কাছে...পরীক্ষক হেসে বললেন...কি...শক্ত প্রশ্ন...মাথায় ঢুকছে না...! নির্ঘাৎ ফেল করবে তো দেখছি...।

যুবকটি একটু হেসে বিনীত ভাবে বলল...আজ্ঞে স্যার, সব প্রশ্নের উত্তরই করেছি। পরীক্ষকের বিশ্বাস হল না...তিনি উত্তর পত্র উলটে পালটে দেখলেন...। তিনি একটু অবাক হয়ে যুবকটির দিকে চেয়ে রইলেন...আরে সত্যিই তো সে সব কিছু উত্তর করেছে...এবং দেখে মনে হচ্ছে ভালোই লিখেছে।

এই পরীক্ষাটি ছোটখাটো সাধারণ পরীক্ষা ছিল না...ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষা।

এর বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা...উপরোক্ত এম এ পরীক্ষার ফল বের হবে হবে আমাদের আগের পরিচিত সেই যুবকটির সঙ্গে একজন বিশিষ্ট শিক্ষকের পথে দেখা। শিক্ষক ছেলেটিকে চিনতেন। একথা সেকথার পর শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন...আরে তুমি তো শুনলাম পরীক্ষার দেড় ঘণ্টা পরে হলে গেছ আর আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়ে এসেছ...সেদিনের অঙ্কের প্রশ্নপত্র খুব শক্ত হয়েছিল অবশ্য...তা এবার অঙ্কে আর পাশ করতে পারলে না...!

যুবক বিনীতভাবে বলল...সে পাশ করবে। শিক্ষক বললেন...কিন্তু জান এবার ফার্স্টক্লাস মাত্র কয়েকজন পাবে...তুমি কি তার মধ্যে থাকবে মনে হয়...? যুবকটি মাথা নেড়ে জানাল হ্যাঁ। শিক্ষক আবার বললেন...জান, এবারে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট একটি নতুন ছেলে হবে শুনছি...। যুবকটি বিনত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল...স্যার দেখবেন আমিই হব সেই জন।

কয়েকদিন পরে এম এ পরীক্ষার ফল বের হল। দেখা গেল সেই যুবকটিই ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। যুবকটির নাম হরিনাথ দে।

পণ্ডিত হরিনাথ দে এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা ছিলেন বললেও কম বলা হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহ গ্রামে তাঁর জন্ম ১৮৭৭ সালে। তাঁর বাবা রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে রায়পুরের এক বড় গভর্নমেন্ট অফিসার ছিলেন। তাঁরা যেখানে থাকতেন...সেই বিল্ডিংয়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) বহুর দুয়েক ছিলেন। পণ্ডিত হরিনাথ ভাষাবিদ ছিলেন...ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি, ফারসি, আরবি, গ্রীক, ল্যাটিন, চীনা ও আরও অনেক অনেক ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির...লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হন...তখনকার সময়ে যা ছিল এক দুর্লভ সম্মান। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর অমূল্য কাজের মধ্যে আছে ইংরেজি—ফারসিতে ঋগবেদের অংশ..., ইবন বতুতার 'রিহলা' (ভ্রমণ কাহিনী), মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' এবং আরও অনেক শাস্ত্র, নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ। এছাড়াও তাঁর আরও অনেক মূল্যবান রচনা রয়েছে। তাঁর যাবতীয় কাজ ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে 'হরিনাথ দে কালেকশন' নামে সংরক্ষিত আছে।

ভাষাবিদ মহাপণ্ডিত হরিনাথের জীবনে চৌত্রিশ সংখ্যাটির একটি বিশেষ স্থান ছিল। তিনি অবিশ্বাস্য চৌত্রিশটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন...এবং মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯১১ সালে ৩৪ বছর বয়সে বাঙালীর গর্ব Philanthropist, Linguist, Scholar and a Polyglot, Pundit Harinath De সারা বাংলাকে শোকাহত করে...স্বামীজীর মত অকালে প্রয়াত হন।

চলে গেলেন CAB-র বন্ধু রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ব্রুকলিনের গ্রীনপয়েন্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২৭শে ডিসেম্বর হঠাৎ-ই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এখানকার, বিশেষ করে, নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির বাঙালী মহলে এক সুপরিচিত নাম। ১৯৭০ সালের একেবারে শেষের দিকে শিবপুর বি ই কলেজের আর্কিটেকচারের গ্রাজুয়েট শ্রীমুখোপাধ্যায় এদেশে আসেন। কর্মরত অবস্থায় শ্রীমুখোপাধ্যায় Real Estate Investment-এর ব্যবসায় উৎসাহিত হন। এরপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। উনি চাকরি ছেড়ে এই ব্যবসায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর ব্যবসাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

Mukhopadhyay Foundation -এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমুখোপাধ্যায় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে Boys Scout, YMCA, Toty For Tot, Green Point Lions Club ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি Greenpoint Lions Club -এ পর পর দুবার President নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ছোট গল্প ও কবিতা লেখাতেও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট হাতযশ ছিল।

মৃত্যুকালে শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী মঞ্জুলা, একমাত্র সন্তান সোনাল ও পুত্রবধূ অতিম ও নাতনী জিনা হিঁকে রেখে গেছেন।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ঠাকুর বাড়ির একটি জনপ্রিয় রান্না

অরুন্ধতী সরখেল

বিট বাটা

উপকরণ—৪টে সেদ্ধ করা বিট, অল্প পোস্ত, অল্প সর্ষে, কালোজিরে, সর্ষে তেল ও তেজপাতা (আজকাল Groc store এ already খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ করা বিট পাওয়া যায়)

পদ্ধতি—সেদ্ধ করা চটকানো বিট, হাত সওয়া গরম জলে ভেজানো পোস্ত, কালোজিরে, সর্ষে ও কাঁচালঙ্কাকে blender এ blend করতে হবে। তারপর ফ্রাইং প্যানে সর্ষে তেলে ৩টে কাঁচালঙ্কাকে অল্প চিরে ও তাঁর সঙ্গে কালোজিরে ও আদাবাটা। ফোড়ন দিয়ে চটকানো বিট শুকনো করে ভেজে নিতে হবে, ঝাল না ভালো লাগলে লঙ্কা ফোড়ন দরকার নেই। অলিভ তেলও ব্যবহার করা যায়।

(বিটে অনেকগুণ Calcium, Iron ও Vitamin A ও C তে ভরপুর। অঙ্গসৌষ্ঠবে বিটজুস ঠোঁট ও গালকে রঞ্জিত করে। এখন Organic make up করা হয়। ২০১৭-তে বিট জুস ও বিট স্যালাড বেশ জনপ্রিয়।)

ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে জেটলি সরব হলেন এইচ-১বি ভিসা রীতি নিয়ে

ওয়াশিংটন (পিটিআই): ভারতের চিন্তা বাড়িয়ে এইচ-১বি ভিসা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমার্স সেক্রেটারি উইলবর রসের সঙ্গে শুক্রবার এক বৈঠকে এই বিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের আসনে বসার পর এই প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে বসল দুই দেশ। সেই বৈঠকেই ভিসা নীতি নিয়ে ভারতের মত জানালেন অর্থমন্ত্রী উইলবর রসকে জেটলি জানান, আমেরিকা ও ভারতের অর্থনীতিকে চাঙা রাখতে বড় ভূমিকা পালন করেন ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের এই ভিসা দেওয়া উচিত। জবাবে রস জানান, আমেরিকা সবে এই ভিসা নীতি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তিনি আরও জানান, যোগ্য ব্যক্তিরা যাতে ভিসা পান, তা সুনিশ্চিত করতেই এই ভিসা নীতি খতিয়ে দেখছে ট্রাম্প প্রশাসন।

চলতি সপ্তাহেই এইচ-১বি ভিসার নীতি নিয়ে আরও কড়া হওয়ার জন্য বিল সই করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিলটিতে এই ভিসার অপব্যবহার রোখার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, যোগ্য ব্যক্তিরাই যাতে এই ভিসা পান, তাও সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি ভিসা নিয়ে কড়াকড়ি করার পরেই ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি মহলে চিন্তার মেঘ ঘনীভূত হয়েছে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইচ-১বি ভিসা দিয়ে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের অল্পদিনের কোনও কাজের জন্য আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ভিসার নিয়মে আরও কড়াকড়ি করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলিও। এই প্রসঙ্গে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানিয়েছেন, পরিষেবা ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশই এখন একটি দেওয়াল তুলে দিচ্ছে। এই জটিলতা কাটিয়ে উঠতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে একটি রূপরেখা তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি।

নিউজার্সিতে বাংলা নাটক 'ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা'

অলোলিকা মুখোপাধ্যায়

নিউজার্সির এডিসন জ্ঞানী প্লে হাউসে সম্প্রতি মঞ্চস্থ হলো নাট্যকার সুদীপ্ত ভৌমিকের তিনটি একাঙ্ক নাটক 'ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা'। মূলতঃ মার্কিন পটভূমি ও অভিবাসী বাঙালী সমাজ সুদীপ্ত ভৌমিকের অধিকাংশ মৌলিক নাটকগুলির বিভিন্ন বিষয়, চরিত্র ও ঘটনাবিন্যাসে প্রতিফলিত হলেও, এবারের প্রযোজনায় প্রথম নাটক 'ঈশ্বর'-এর পীঠস্থান আমেরিকা। 'পৃথিবী' ও 'ভালোবাসা' বাংলার কোনো শহর অথবা উপকণ্ঠের কাহিনী।

তিনটি নাটকের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র, এক অমোঘ ভবিষ্যৎবাণীর সংকেত, যা সূচনা থেকেই ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে বিচিত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

আগামী দশদিনের শেষে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, জ্যোতিষীদের এমন গণনা, প্রচারমাধ্যম এবং জনমনের ফলে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় 'ঈশ্বর' নাটকে। বাঙালী ধর্মগুরু অতুলানন্দ আমেরিকায় এসেছেন। তাঁর শিষ্য শিষ্যার অনিবার্য প্রলয়ের আশঙ্কায় গুরুর শরণ নিয়েছেন। তাঁদের প্রবোধ দিতে অতুলানন্দ আত্মউপলব্ধি প্রসঙ্গে উপনিষদের ব্যাখ্যা করছেন। বলছেন রাজা জনক ও অষ্টাবক্রমুনির প্রশ্নোত্তরের কাহিনী। অখণ্ড তন্দ্রা থেকে নিদ্রা, স্বপ্নদর্শনের শেষে বিভ্রান্ত রাজার প্রশ্ন—ইহা সত্য? না উহা সত্য? অষ্টাবক্র মুনির উত্তর—কোনো অবস্থাই সত্য নয়। একমাত্র সত্য তুমি। নাটকের এই পর্যায়কাহিনী আকস্মিকভাবে মোড় নেয়। উন্মোচিত হয় অতুলানন্দের অতীত জীবন তথা পূর্বাশ্রমের এক ভয়ংকর ঘটনা ও কলঙ্কিত অধ্যায়। এম.আই.টি-র বিজ্ঞানী অমিত মুখার্জির (অতুলানন্দের পূর্ব নাম) বিরুদ্ধে বিপুল আর্থিক প্রতারণা ও পরিকল্পিতভাবে গণহত্যার চেষ্টার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয় অমিতের প্রাক্তন প্রেমিকা ও অবৈধ সন্তানের মা শাশ্বতী। দরিদ্র বাবা, মাকে পরিত্যাগ করার জন্য দুঃখ, অনুযোগ, ভর্ৎসনা জানাতে আসেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। অতুলানন্দ তাঁদের পরিচয় এবং সব অভিযোগ অস্বীকার করলেও আমেরিকার এফ.বি.আই. থেকে তাঁকে অতীতের প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ ও গণহত্যার চেষ্টার অপরাধে গ্রেপ্তার করে।

ইহা সত্য? না, উহা সত্যি? যদিও নাটকের এই শেষপর্বে সবই ছিল অতুলানন্দের ধ্যান অথবা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখা চরিত্র। পূর্বজীবনে যদি কিছু ঘটে থাকে, তার আপাত সাক্ষী শুধু তাঁর অবচেতন অথবা বিবেক। নাট্যকারের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য যদি হয় ধর্মযাজকের ভেক ধারণ করা এক শয়তান, প্রবঞ্চকের মুখোশ খুলে দেওয়া, তবে, এ নাটক ভণ্ড যোগীদের সম্পর্কে একটি সতর্কতামূলক কাহিনী। দর্শকের সংশয় দূর করার জন্যই সম্ভবত তৃতীয় নাটকের শেষে অপ্রাসঙ্গিকভাবে অতুলানন্দের আত্মহত্যার খবরও দেওয়া হয়েছে। সুদীপ্ত ভৌমিকের পরিচালনায় অতুলানন্দের ভূমিকায় শুভদেব দাস সন্ন্যাসী সুলভ শান্ত, সমাহিত অভিনয় করেছেন। দুঃস্বপ্নের ঘটনার পরেও তাঁর স্থির, অবিচল ভাবমূর্তি যেন সেই একই প্রশ্নের উত্তর—আমিই সত্য। আমি ঈশ্বর। শাশ্বতী ও 'ট্রিহ' পত্রিকার সাংবাদিক এই দুটি ভূমিকায় অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন সুতপা মুখার্জি।

দ্বিতীয় নাটক 'পৃথিবী' বাংলার একটি ছোট শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছোট আশা প্রত্যাশা, স্বপ্ন দিয়ে গড়ে ওঠা কাহিনী। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয়, স্ত্রী মানসী ও মেয়ে শ্যামলীর কাছে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী, সেরকম কোনো দুঃসংবাদ নিয়ে আসে না। শ্যামলী খুশি থাকে তার গানের জগতে। মানসীর আছে সংসার। মৃত্যুঞ্জয় কবি। জীবনানন্দের কবিতায় তিনি পৃথিবীর রূপ অন্বেষণ করেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও এই সংসারের তিনটি মানুষের জীবনে গান, কবিতা, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা নিয়ে শান্তি, সোয়াস্তি আছে। শুধু সমস্যা দেখা দিয়েছে শ্যামলীর প্রেমিক সুজয়ের জীবনে। তান্ত্রিক, কবচ, গ্রহরত্নে বিশ্বাসী সুজয়ের আশঙ্কা, পৃথিবী ধ্বংসের সময় আসন্ন। অথচ এখনো শ্যামলীকে তার বিয়ে করা হলো না। জীবনের শেষ দশদিন সে শ্যামলীকে কাছে পেতে চায়। নিম্নবিত্ত বাড়ির সাধারণ চাকুরে সুজয়ের বিয়ের প্রস্তাবে মৃত্যুঞ্জয়, মানসী যখন দ্বিধাগ্রস্ত, তখনই নায়কের আবির্ভাব আমেরিকা থেকে সুদর্শন, সুশিক্ষিত সুপাত্র সৌরীর বিয়ের পাত্রী দেখতে এসেছে। শুধু শ্যামলীর সঙ্গে কথাবার্তায় সে মুগ্ধ নয়, মৃত্যুঞ্জয়ের দার্শনিক, কবি সুলভ ব্যক্তিত্ব তাকে আকৃষ্ট করে। শ্যামলী সেই ভিনদেশী রাজপুত্রের গলায় মালা দেবে, এই সম্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় হতভাগ্য প্রেমিক আসন্ন প্রলয়ের কথা জানায়। সৌরী তার কুসংস্কার নিয়ে হাসে। একদিকে নিতান্ত সাধারণ, সহজ সরল এক মানুষ, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা, বৈভবের প্রতিমূর্তি সৌরীর। শ্যামলীর মন জানে কোথায় তার আকাঙ্ক্ষিত পৃথিবী, ভালোবাসার ঘর। নাটকের শেষে পরাজিত নায়ক আমেরিকা ফিরে যায়। সুদীপ্ত ভৌমিকের কাহিনীতে অভিনবত্ব কিছু নেই। এ নাটক উপভোগ্য হয়েছে দর্শন ও মনন সমন্বিত গভীর সংলাপ ও অভিনয়ের গুণে। আছে সরস কৌতুকের বেশ কিছু মুহূর্ত। পরিচালক সৌমেন্দু ভট্টাচার্য। দার্শনিক, কবি ও স্নেহময় পিতা মৃত্যুঞ্জয়ের ভূমিকায় সৌমেন্দুর অভিনয় অনবদ্য। অন্যান্য ভূমিকায় রানা রায় (সুজয়), শ্রাবণ চক্রবর্তী (শ্যামলী), অপরাজিতা দাস (মানসী) এবং সব্যসাচী চক্রবর্তীর (সৌরীর) অভিনয় প্রশংসনীয়।

তৃতীয় নাটক 'ভালোবাসা' দুই অসমবয়সী পুরুষের জীবনে প্রেমের সংজ্ঞা, অনুভূতি ও বিচিত্র অভিঘাতের কাহিনী। এখানে ও সেই কেয়ামতের দিনের সম্ভাবনা, যদি ও তার গুরুত্ব তেমন নেই। বিপত্নীক প্রৌঢ় পুরুষ নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গী খোঁজেন। প্রতিদিন পার্কে বসে কাগজ পড়ার ফাঁকে এক মহিলার আসা যাওয়া দেখতে দেখতে আলাপ করার ইচ্ছে হয়। অথচ সাহস হয়না। তাঁকে উৎসাহ দেয় কলেজের ছাত্র শেখর। ঐ পার্কেই সে বান্ধবী জীনার সঙ্গে দেখা করতে আসে। শেখর এই প্রজন্মের দুঃসাহসী প্রেমিক। তাঁর মুখে অদ্ভুত সব ভাব, ভালোবাসার ভাষা, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার অজুহাত দিয়ে প্রেমিকার কাছে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার দাবী, শেখরের উদ্যম দেখে পীযূষ অবাক হন। তাঁর একাকিত্বের দুঃখের খবর নিয়ে শেখর তাঁকে ঐ মহিলার সঙ্গে আলাপ, ক্রমশ প্রেমালাপ, তারপর শরীর ইত্যাদি নিয়ে পরামর্শ দিতে থাকে। পীযূষ সামান্য উদ্বুদ্ধ হলেও, শেখরের বুদ্ধিতেই নিজে থেকে ঐ মহিলা সুজাতার সঙ্গে আলাপ করেন। সুজাতার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, আন্তরিকতায় তিনি মুগ্ধ। শেখর তাঁকে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে উৎসাহ দিতে থাকে। পীযূষ বিভ্রান্ত। এই বয়সে সঙ্গিনীর কাছে সাহচর্যের বেশী কি চাওয়া যাবে? পীযূষের এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুহূর্তে নাটকের ক্লাইমাক্স দৃশ্যে আবার ফিরে আসে জীনা, শেখর। জীনা খবর দেয় সুজাতা মানসিকভাবে সুস্থ নন। এক ট্র্যাজিক ঘটনা কয়েক বছর আগে তাঁর মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। পীযূষ দাঁড়িয়ে থাকেন এক অভাবনীয় সত্যের মুখোমুখি।

ভালোবাসা'র পরিচালক পিনাকী দত্ত। একটি পার্কের ভেতর গল্পের শুরু এবং শেষ। মঞ্চসজ্জা, আবহ সঙ্গীত, নাটকে দুই প্রজন্মের মানসিকতার ব্যবধান, নাট্যরূপ ও পরিচালনায় উপযুক্তভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সুদীপ্ত ভৌমিকের চরিত্র চিত্রন অনুযায়ী এ প্রজন্মের প্রেমিকা গত কয়েক দশক আগের মতো শরীরে প্রশ্রয় রক্ষণশীল, সংযত। জীনার ভূমিকায় ইন্দ্রানী বসু কলেজ ছাত্রীর সেই মিষ্টি ইমেজ তুলে ধরেছেন। প্রেমিক শেখরের (সুরথ সিনহা) অভিব্যক্তি, অভিনয়, কৌতুকের মুহূর্তগুলি যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। পীযূষ ও সুজাতার ভূমিকায় গৌতম গোস্বামী ও অর্পণা ভট্টাচার্য অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নিউজার্সির ইপিটিএ নাট্যগোষ্ঠীকে 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'র মঞ্চ সাফল্যের জন সাধুবাদ জানাই।

ভয় পাবেন না, দলকে আশ্বাস

শঙ্খদীপ দাস

চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি থেকে ঘুষ কাণ্ড — অভিযোগের পসরা সাজিয়ে সিবিআই যখন সজোরে কড়া নাড়ছে, তখন শুক্রবার তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন তাঁরা যেন ভয় না পান। কেন্দ্রের তদন্ত এজেন্সিকে বিজেপি-র ঘরের নেংটি ইঁদুর আর গুজুবাবুদের (গুজরাতি বাবুদের) সিবিআই বলে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "ভয় পান নাকি? ভয় পাবেন না। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।" তিনি কতটা অকুতোভয় তা বোঝাতে নারদ কাণ্ডে অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রিদের মঞ্চে উঠে দাঁড়াতে বলেন মমতা। তারপর বলেন, "এঁদের বিরুদ্ধে কেস হয়েছে তো কী হয়েছে? কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। এঁদের জেলে পুরলে দিল্লিতে ও গুজরাতে তার শিকড় নড়বে।"

এ দিন মমতাকে ফের ছ'বছরের জন্য দলের সভানেত্রী নির্বাচিত করে তৃণমূল। তবে দলের মূল কৌতূহল ছিল, বিজেপিকে রুখতে মমতা কী মন্ত্র দেন তা নিয়ে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এ দিন মমতার চল্লিশ মিনিটের বক্তৃতার বেশ খানিক জুড়ে ছিল, সিবিআই তদন্ত, জেল এবং বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতির প্রসঙ্গ। কখনও তিনি বলেন, "ক্ষমতায় আছে বলে কোর্টে কেস করে দেবে? কাউকে চ্যালেঞ্জ করবে? কাউকে অ্যারেস্ট করবে?" কখনও বা বলেন, "একটা রাজ্যে জিতেছে বলেই খেলার খেলা শুরু হয়ে গেল। ওরা কী ভাবছে সব মন্ত্রীকে জেলে পুরে দেবে যাতে তৃণমূলের সরকারই না থাকে।" উঠে এসেছে অস্ত্র হাতে গেরুয়া শিবিরের মিছিলের কথা। এবং এই আশঙ্কার কথাও যে বিহার, মহারাষ্ট্র থেকে লোক ঢোকাচ্ছে আরএসএস-বিজেপি। বাংলায় তারা অশান্তি পাকাতে পারে।

তাহলে কী করণীয়? দলকে মমতার দাওয়াই — বুক দিয়ে বুথ আগলাতে হবে তাঁর কথায়, 'আগামী দু'বছর চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিন। ওঁদের ঢুকতে দেবেন না। দরকারে রাত জাগতে হবে।" পাশাপাশি, 'রবীন্দ্রনাথ থেকে কৃষ্ণজয়ন্তী' পালনের নির্দেশ দেন দলকে। কর্মীদের কাছে মমতা জানতে চান, তাঁরা 'হীরের মতো' গড়তে পারবেন কি না! তারপর ভোকাল টনিক দিয়ে বলেন, "তৃণমূল যখন ছোট ছিল, তখন আগলে রাখতাম। গরু হারানো না খুঁজিয়ে থায়। এখন দল মহীরুহ হয়েছে, খেতে এলে দাঁত ভেঙে যাবে। রয়াল বেঙ্গল টাইগার যেন ইন্ডিয়া টাইগার এলেও কিছু করতে পারবে না।"

তবে বিরোধীদের দাবি, বোঝা যাচ্ছে মমতা নার্ভাস, উনি ভয় পাচ্ছেন। জেলে যাওয়ার ভয় গিলে খাচ্ছে তৃণমূলকে।

দলকে কি সত্যিই সাহস জোগাতে পারলেন মমতা? স্টেডিয়ামে এ দিন তেমন ভিড় হয়নি। মমতার বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগেই অনেকে চলে যান। সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে মমতার আক্রমণাত্মক কথা শুনেও কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়নি। দলের একাংশের মতে, উপরের সারির কিছু নেতার দুর্নীতি নিয়ে নিচুতলায় ক্ষোভ রয়েছে। এঁদের বিপদ নিয়ে বহু কর্মীর তাই হেলদোল নেই। অন্য দিকে ভরা হাটের মাঝে মমতা তাঁদের উঠে দাঁড়াতে বলায় নারদ-অভিযুক্তরাও অস্বস্তিতে পড়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী সম্মেলনেই ছিলেন না। ফিরহাদ হাকিম উঠে দাঁড়াননি। এক নেতা বলেন, "পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিতে গিয়ে উনি তো বেইজ্জত করলেন। মমতা হয়তো ধরেই নিয়েছেন এঁরা সবাই জেলে যাবেন।"

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/৪/১৭)

লাঠি, ইটে রণক্ষেত্র রাজপথ

প্রথম পাতার পর

জমায়েতের ক্ষেত্রে পুলিশি বন্দোবস্ত আরও আঁটোসাঁটো করা হয়। মিছিলের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ।

যে ভাবে পুলিশ এ দিন কাঁদানে ও রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করে মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করেছে, বেপরোয়া লাঠি চালিয়েছে, তা দেখিয়ে রাজনৈতিক শিবিরের একাংশের দাবি — বিজেপি-কে ঠেকাতে বামেদের অস্তিত্ব প্রমাণ 'করিয়ে দেওয়া'র তাগিদ তৃণমূলের নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রশাসনেরও ছিল। বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মন্তব্যও করেছেন, "সিপিএমকে অক্সিজেন দিচ্ছে পুলিশ। আর দিদি নিজে দিচ্ছেন কেষ্টকে।" প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন অভিযানের সময়ে ছিলেন বীরভূমে।

তৃণমূলের শীর্ষ সূত্রে অবশ্য পাল্টা বলা হচ্ছে, ভোটে কোণঠাসা হলেও বামেরা এখনও মুছে যায়নি। তারাই সংগঠিত ভাবে লোকজন এনে গোলমাল পাকিয়েছে। শাসক দলের এক শীর্ষ নেতার প্রশ্ন, "বামেদের অক্সিজেন দিয়ে সংখ্যালঘু ভোটকে বামোখা ভাগ করতে যাব কেন আমরা? এ সব তত্ত্ব অর্থহীন!" দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় কটাক্ষ করেছেন, "সিপিএমের অস্তিত্ব বিপন্ন, তাই এখন ওদের নজর নবান্ন।" একই সুরে যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "সিপিএমের কোনও অস্তিত্ব নেই বলেই ওরা ইট-পাথর ছুড়ে, আগুন ধরিয়ে আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী তা বরদাস্ত করা হবে না।"

প্রবল গরমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাঁরা মার খেলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা অবশ্য অন্য। প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ নস্কর, প্রবীণ নেতা মদন ঘোষ, নরেন চট্টোপাধ্যায় পুলিশের মারে আহত হয়েছেন। জখম আরও বহু বাম কর্মী-সমর্থক। পুলিশের লাঠি থেকে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর মাথা আড়াল করতে গিয়ে আহত হয়েছেন সমর্থক ও সাংবাদিকেরা। গ্রেফতার হয়েছেন সাংসদ মহম্মদ সেলিম। পিটিএস, হেস্টিংস, কোরশোর রোড ও কোনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে গোলমালের খবর পেয়ে মেয়ো রোডে অবস্থানে বসে পড়েছিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমান বসুরা। সূর্যবাবুর পাঞ্জাবিতে তখন রক্তের দাগ। সেখানেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, "সরকার যতই মামলা দিক, হামলা করুক, লড়াই চলবে।" বাম সমর্থক ও সাংবাদিকদের উপরে আক্রমণের প্রতিবাদে আজ, মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করবে বামফ্রন্ট। কলকাতায় ধর্মতলা থেকে এন্টালি বাজার পর্যন্ত মিছিল হবে।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৩/৫/১৭)

উপত্যকায় অশান্তির আড়ালে খেলছে চিন

উপত্যকার অশান্তির আগুনে আড়াল থেকে ইন্ধন দিচ্ছে ড্রাগন।

বিদেশ মন্ত্রকের গুপ্তচর বিভাগের কাছে সম্প্রতি তথ্য এসেছে যে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোপনে কাশ্মীর তাস খেলছে বেজিং। বিদেশ মন্ত্রকের এক কর্তার কথায়, "শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থই নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতকে কোণঠাসা করার যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চিন, এটি তারই অঙ্গ।"

কাশ্মীরে আগাগোড়া অশান্তির কারণ হিসেবে কেন্দ্রের রাজনৈতিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার অভাব, সেখানকার মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, উপত্যকার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থতাও জড়িয়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মতে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানকে সামনে রেখে পিছন থেকে খেলছে চিন। সূত্রের খবর, গিলগিট-বালতিস্তানকে পঞ্চম প্রদেশ হিসেবে পাক ঘোষণার পিছনে রয়েছে চিনের মদত। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একটা বড় অংশে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের জন্য বেজিং-এর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বালুচিস্তানের গদর বন্দর পর্যন্ত হাইওয়ে বানাতে চাইছে চিন।

তবে কাশ্মীরে অশান্তিতে মদতের বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষা করেই করছে বেজিং। তার কারণ চিনের জিনজিয়াং প্রদেশে ইসলামিক জঙ্গিবাদ বেজিং-এর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকাশ্যে পাক জিহাদিদের সমর্থন করে স্বদেশে কোনও ভুল বার্তা দিতে চাইছে না চিন। কিন্তু পাক জঙ্গিদের সব রকম সাহায্য করার কাজ চলছে।

বেশ কিছু দিন ধরে কাশ্মীরে পাকিস্তানের মদতপ্রাপ্ত সন্ত্রাসের ধাঁচও কিছুটা বদলেছে বলে মনে করছেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। এই কৌশলের পিছনে চিনা মস্তিষ্ক রয়েছে বলে খবর। সাধারণ মানুষকে নিশানা করে হামলার হার বদলে, রাষ্ট্রশক্তির উপর সরাসরি আক্রমণ করা হচ্ছে। নিশানায় আসছে সেনা, কেন্দ্রের আধা সামরিক বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কাশ্মীরের এই লড়াইয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হয়ে উঠছে তথ্য। যা কিনা, এ কে ৪৭, গ্রেনেড কিংবা পাথরের তুলনায় কম শক্তিশালী নয়। ভারতীয় সেনা অথবা পুলিশ বাহিনীর অনেক ভিডিও সোশ্যালমিডিয়ায় আপলোড করা হচ্ছে। যেখানে কোথাও পাথর ছোড়া রুখতে জনতার উপর লাঠি চালাচ্ছে পুলিশ। কোথাও বা গাড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছে আন্দোলনকারীকে।

পর্দার আড়ালে থেকে জঙ্গিদের মদত তো রয়েছেই, বেজিং আজ নয়াদিল্লিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, দলাই লামাকে চিনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইলে তার মূল্য চোকাতে হবে ভারতকে। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'গ্লোবাল টাইমস'-এ আরও বলা হয়েছে, অরুণাচলের ছয়টি জায়গার নামকরণ করে কোনও ভুল করেনি চিন। কাশ্মীর নিয়ে টানাপড়েনের মধ্যেই রাজ্যের বিজেপি মন্ত্রী প্রকাশচন্দ্র গঙ্গার বক্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেছেন, "পাথর মারছে যারা, তাদের শাস্তি দিতে বুলেট ছোড়ো।" এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ পিডিপি। অমিত শাহ কাশ্মীরে যাওয়ার আগে এই বিষয় নিয়ে আজ দুই শরিকের আলোচনাও হয়েছে। বিজেপি নেতা রাম মাধব বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/৪/১৭)

হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে সরকারের নতুন আইন

প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আইনজীবী শ্রীকান্ত দত্ত কমিশনের সদস্য নিয়োগে অস্বচ্ছতার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে এই কমিশনের সদস্য করার প্রসঙ্গ তোলেন।

রাজ্য সরকারের নতুন ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট আইনের আওতায় নিয়ে প্রশ্ন উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। ওই নতুন আইনে কমিশনে সদস্য নিয়োগ বা তাঁদের অপসারণের কোনও গাইডলাইন নেই। অভিযোগ উঠেছে, যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকবে, তখন তারা স্বজনপোষণ করতে পারে। শুক্রবার জনস্বার্থ মামলায় এ প্রসঙ্গে উঠে আসে প্রবীণ চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায়ের কমিশনে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও। রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত গাইডলাইন না থাকার বিষয়টি নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট বক্তব্য জানাতে পারেননি। এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে এ ব্যাপারে সরকারের মতামত জানাতে বলেছে প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ।

নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতি-সহ রোগীদের অন্য সমস্যার প্রতিকারে ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট আইন করেছে রাজ্য। কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বর্তমানে হাইকোর্টে কর্মরত বিচারপতি অসীমকুমার রায়কে। মোট ১০ জনের কমিশনে মূলত বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসক রাখা হয়েছে। বিভিন্ন পেশার অভিজ্ঞদের এই কমিশনের সদস্য করা যাবে বলে বিধান রয়েছে। কিন্তু সদস্য হতে গেলে সেই ব্যক্তির কী কী গুণ থাকা দরকার বা কমিশনের সদস্য হওয়ার পরে কাউকে কোন কোন কারণে সরানো যেতে পারে, সে ব্যাপারে কোনও ব্যাখ্যা নেই।

এ দিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আইনজীবী শ্রীকান্ত দত্ত কমিশনের সদস্য নিয়োগে অস্বচ্ছতার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। প্রধান বিচারপতি আগাম এমন ধারণা করার কারণ জানতে চাইলে তিনি চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে এই কমিশনের সদস্য করার প্রসঙ্গ তোলেন। গাফিলতিতে এক রোগীর মৃত্যুর মামলায় আরও অনেকের সঙ্গে ওই চিকিৎসককেও দোষী সাব্যস্ত করে সুপ্রিম কোর্ট।

মামলাকারীর আইনজীবী এ প্রসঙ্গ তোলার পরেই আদালত অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর বক্তব্য জানতে চায়। কিন্তু তিনি বলেন, 'একটি কোনও মামলায় কারও নাম জড়ালেই তিনি কমিশনে থাকতে পারবেন না, এটা হতে পারে না। গত কয়েক দশকে শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান মাথায় রাখা উচিত।' এমনকি প্রয়োজনে ওই চিকিৎসককে মামলায় যুক্ত করার কথা ওঠে। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমল না দিয়ে আদালত জানায়, কমিশনের সদস্য করা এবং সদস্যপদ খারিজের গাইডলাইন সম্পর্কে সরকারের মতামত কী? তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল এক সপ্তাহ সময় চাইলে হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, আগামী শুক্রবার ফের মামলাটির শুনানি হবে।

—সৌজন্যে এই সময় (২৯/৪/১৭)

বাম ঘরানায় মঞ্চ গড়ে পথে সঙ্ঘ

বামের পথে রাম!

বামপন্থীদেরই পুরোনো কৌশল। এলাকায় এলাকায় অধিকারের জন্য নাগরিক মঞ্চ গঠন। সেই মঞ্চে দলের কাউকে না রেখে সমমনস্ক বিশিষ্ট ও সাধারণ নাগরিকদের রাখা। পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সামাজিক পন্থায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া অথচ তাতে সরাসরি নেই রাজনীতির কারবারিরা। সেই কমিটির মুখ কোথাও এলাকার নামজাদা চিকিৎসক, কোথাও সম্মানীয় শিক্ষক। বাম আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় থেকে নব্বইয়ের শেষ পর্যন্ত রাজ্যে এ ভাবেই মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে অ্যামোয়েজের রাজনীতি করতেন বামেরা। সিপিএমের অনেকেই বলেন, এই রাস্তা লেনিনের দেখানো আর এটা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছিল চিনা কমিউনিস্ট পার্টির হাত ধরে। কিন্তু বাংলায় যেমন বামের ভোট গিয়েছে রামের ঘরে, সংগঠন বাড়াতেও এ বার বামেদের পথেই হাঁটছে এ রাজ্যের বিজেপি। যে হাত আজ সম্প্রতি ন্যাশনাল এগজিকিউটিভ বৈঠকে বাতলে দিয়েছেন স্বয়ং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।

রামনবমীর মিছিলে তীব্র হুঙ্কারের পর বৃহস্পতিবার তার চেয়েও চড়া সুরে রাজ্য জুড়ে এই সব নাগরিক মঞ্চকে দেখা গেল ময়দানে। এরা কেউ সরাসরি আরএসএসের বা বিজেপির শাখা না হয়েও তাদেরই ধর্মীয় অ্যাজেন্ডাকে রাস্তায় নেমে সফল করার প্রয়াস নিল। রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তী পালনের সশস্ত্র কর্মসূচি ঘিরে পুলিশের মামলা দায়েরকে ইস্যু করে স্ব-ধর্ম পালনের অধিকারের পক্ষে এ দিন রাজ্যের নানা প্রান্তে মিছিল, সভা, দাবিপত্র পেশের উদ্যোগ নিয়েছিল সদ্য গজিয়ে ওঠা এই সব নাগরিক মঞ্চ। যেমন, হাওড়া শহরে নাগরিক অধিকার মঞ্চ খোল-করতাল নিয়ে নগর সংকীর্তন করে 'হিন্দুদের উপর আক্রমণে'র প্রতিবাদ জানায়। হিন্দুদের নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন দাবিতে হাওড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যপালকে স্মারকলিপিও দেয়। নাগরিক মঞ্চ গড়ে সেই ব্যানারে শ্রীচৈতন্যের ছবি নিয়ে পদযাত্রায় হাঁটেন শতিনেক মানুষ। হাওড়া ময়দানের কঙ্কালী সিনেমার কাছে জমায়েত করে নগর সংকীর্তন করতে করতে তাঁরা পুরসভার সামনে বঙ্কিম সেতুর নীচে পর্যন্ত যান। সেখানে পুলিশের সঙ্গে সামান্য ধস্তাধস্তির পর অবশ্য শান্ত হন কর্মীরা। মঞ্চের আহ্বায়ক সৈকত বসু বলেন, 'রামনবমীর পর থেকে যে ভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, তারই প্রতিবাদ জানিয়েছি আমরা। হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে হবে। পুলিশকে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে হবে। মিথ্যা মামলা তুলে নিতে হবে।'

দুপুরে জাগির চুঁচুড়ায় পিপুলপাতি মোড় থেকেও কীর্তন করে নাচতে নাচতে প্রায় ২ কিলোমিটার হেঁটে এসে মঞ্চের সদস্যরা ঘড়ির মোড়ে এসে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের কয়েক জন নেতা জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন। মঞ্চের নেতা সুমন ঘোষ বলেন, 'বাঁশবেড়িয়াতে হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে দুষ্কৃতীরা বোমা ছুড়েছে। ভদ্রেশ্বর থানার তেলেনিপাড়ায় রামনবমীর মিছিলে দুষ্কৃতীরা হামলা করে বেশ কিছু মানুষের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে।' উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতেও একইভাবে ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।

যে সিউড়িতে হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে লাঠি চার্জ ঘিরে এত জলঘোলা, সেখানে 'সচেতন নাগরিক মঞ্চের' নামে ডেপুটেশন কর্মসূচি নেয় সঙ্ঘ পরিবার। মিছিলে যুবকদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। উদ্যোক্তাদের পক্ষে শিবপ্রসাদ মণ্ডল বলেন, 'মানুষ জেগেছে। এ বার সপ্তাহ শেষের মিটিং, পুলিশ কী করে সামলায়, তা দেখা যাবে। আমরা শহর অচল করে দেব।' বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সুধীর কুমার বলেন, 'সমস্ত পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রাখছি।' ঝাড়গ্রামেও একই ভাবে গণ-ডেপুটেশন দেওয়া হয় 'সচেতন নাগরিক মঞ্চের' ব্যানারে।

—সৌজন্যে এই সময় (২১/৪/১৭)

অনাদরে পড়ে দুর্মূল্য পাণ্ডুলিপি, মামলা দায়ের করল কোর্টই

অমিত চক্রবর্তী

কালিম্পং আদালতের মালখানায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি অসংরক্ষিত হয়ে পড়ে থাকার খবর পেয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করল কলকাতা হাইকোর্ট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরির তদন্ত করতে গিয়ে প্রায় একদশক আগে সিবিআই দুজন প্রত্নবস্তু পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। তাদের জেরা করেই কালিম্পং থেকে সোনা দিয়ে লেখা এই মহামূল্য লিপির হদিস মেলে। আজ, শুক্রবার প্রধান বিচারপতির এজলাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। সেখানে হাজির থাকতে বলা হয়েছে সিবিআই, ভারতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কর্তাদের।

সিবিআই এমন মহামূল্য পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করলেও, তা সংরক্ষণের ব্যাপারে তেমন কোনও উদ্যোগ না নেওয়াতেই গত প্রায় ন বছর ধরে তা আদালতের মালখানায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও সিবিআইয়ের এক অফিসার বলেন, 'নোবেল চুরির তদন্ত করতে গিয়ে পাচার হয়ে যাওয়ার আগেই মূল্যবান ওই পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকায় জাপানের এক প্রত্নবস্তু পাচারকারীকে ওই সামগ্রী বিক্রি করে দেওয়ার কথা ছিল ধৃতদের। আমরা সে সময়ে কালিম্পং আদালতে তা পেশ করেছি। সিবিআইয়ের এই ধরনের সামগ্রী সংরক্ষণের কোনও সুযোগ নেই। ওই আদালতেই তা জমা করা হয়।'

যদিও ওই মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী কোনও মিউজিয়ামে সংরক্ষণের জন্য সিবিআইকে হস্তক্ষেপ করতে বহু দিন ধরেই স্থানীয় ভাবে চিঠি-চাপাটি করা হয়েছে। তাতে কোনও কাজ হয়নি। সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রে এ ভাবে মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী আদালতের মালখানায় পড়ে থাকার খবর প্রকাশিত হয়। হাইকোর্টের তরফে ওই জেলার দায়িত্বে রয়েছেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টই এমন খবর দেখে বিস্মিত হয়ে সৌজন্যবর গুরুতরে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে স্বয়ং, তার পরেই হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করে। ফলে প্রায় এক দশক ধরে পাহাড়ের আদালতের মালখানায় ট্রাঙ্কের মধ্যে অযত্নে পড়ে থাকা 'গইবংপা' পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষণের আশা দেখছেন এ বিষয়ে আগ্রহীরা।

'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ জ্ঞান। 'পারমিতা' অর্থাৎ উত্তরণ। বু-কান লিপিতে লেখা প্রায় ১৫০০ বছর আগের ৪ ফুট বাই আড়াই ফুটের বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিটির ওজন প্রায় ৪০ কেজি। এতে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক আত্মার উত্তরণ ও মানবজাতির পুনরুত্থানের কথা লেখা রয়েছে। পুরু কাঠের ব্লকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা বইটির সম্ভবত কোনও দ্বিতীয় নমুনা পৃথিবীতে নেই।

—সৌজন্যে এই সময় (২১/৪/১৭)

গেরুয়া স্রোত রুখতে মমতার হাতই শক্ত করতে চান মুসলিমরা

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে দলীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একই দিনে, একই সময়ে রানি রাসমণি রোডে তাঁদের সমাবেশ থেকে সঙ্ঘ পরিবার এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতাকেই নেত্রী ঘোষণা করলেন বাংলার মুসলিম সমাজের একাংশ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ইউনাইটেড কাউন্সিলের ডাকা এই সমাবেশে জোরালো সওয়াল করা হল, ভারতে মুসলিম সমাজের অধিকার নিয়েও। কথায় কথায় ভারতীয় মুসলিমদের পাকিস্তান বা বাংলাদেশে চলে যাওয়ার যে হুমকি জারি করা হয় গেরুয়া শিবিরের তরফে, তার বিরুদ্ধে সমাবেশ মঞ্চ থেকে চাঁচাছোলা ভাষায় মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দ বলেন, ভারত কি কারও বাপের দেশ নাকি! আমরা কেন পাকিস্তান বা বাংলাদেশে যেতে যাব? আমরা জন্মেছি এই দেশে, বড় হচ্ছি এই দেশে, মরার পরে মিশবও এই দেশের মাটিতেই। এ দিনই কলকাতা প্রেস ক্লাবে জামাত-ই-ইসলামি হিন্দের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়, মুসলিম পার্সোনাল ল-র পক্ষে প্রচার চালাতে ২৩ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত সারা দেশ জুড়েই লাগাতার প্রচার চালাবে সংগঠন।

এ দিনের সমাবেশে কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের শাহি ইমাম নুর রহমান বরকতি বলেন, 'গান্ধিজিকে হত্যা করেছিল যারা, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেইমানি করেছিল যারা, সেই আরএসএসের কাছে আমাদের ইমানদারি শিখতে হবে?' বরকতি বলেন, 'এই সভায় আসতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অন্য একটি অনুষ্ঠানে থাকার কারণে তিনি আসতে পারেননি। তবে আমাকে জানিয়েছেন, আরএসএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনারা মাঠে নামুন। আমি আছি। আমার সঙ্গে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুরা রয়েছেন।' স্বাভাবিকই সভায় যতবারই মোদী-শাহের বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ উঠেছে, তাকে সমর্থন জানিয়েছেন সভায় উপস্থিত কয়েক হাজার মানুষ। সমাবেশে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ইউনাইটেড কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মৌলানা সাকিল আলি আহমেদ বলেন, আরএসএস বাংলাকে গুজরাট মনে করছে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির যে চক্রান্ত সঙ্ঘ করছে, তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়েই লড়বে বাংলার মুসলমানরাও।' নারদকাণ্ড নিয়ে শাসকদল অস্বস্তিতে থাকলেও, সমাবেশ থেকে মৌলানা আবদুল্লার আব্বাস রিজভির সাফ কথা, 'গত নির্বাচনের বিপুল জয়ই প্রমাণ করে দিয়েছে, নারদ-সারদার কোনও প্রভাবই নেই এ রাজ্যে।'

সমাবেশে জোর দেওয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরও। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হিন্দু নেতা রমন পাণ্ডে, শিখ নেতা সুখনন্দন আলুওয়ালিয়ারাও।

—সৌজন্যে এই সময় (২২/৪/১৭)

চোখ দিলে দ্রুত মৃত্যু-শংসাপত্র, না দিলে দেরি

অনুপ চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যু তো মৃত্যুই। চোখ দান করলে তাড়াতাড়ি ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে আর চোখ না দিলে অন্তত চার ঘণ্টা দেরিতে তা দেওয়ার ব্যবস্থা কেন? মৃত্যু-শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে দু'রকম 'সময়' কেন থাকবে?

কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে এমনই এক প্রশ্ন তুলে ধরেছে মধ্যমগ্রামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাদের বক্তব্য, বর্তমান ব্যবস্থায় মৃতের দেহ থেকে চোখ নিলে 'ক্লিনিক্যাল ডেথ'-এর এক ঘণ্টার মধ্যে ডেথ সার্টিফিকেট মেলে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস আর কর্নিয়া অচল হয়ে গেলে সেটাকেই বলা হয় ক্লিনিক্যাল ডেথ। চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষায় মৃত্যুর পরমুহূর্তের অবস্থাই ক্লিনিক্যাল ডেথ। আর অন্য ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মেলে 'মলিকিউলার ডেথ'-এর পরে। এবং মৃত্যুর অন্তত চার ঘণ্টা পরে বলা হয়, মলিকিউলার ডেথ হয়েছে। এর অর্থ দেহের সব কোষের মৃত্যু। ডেথ সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে দু'রকম সময় থাকবে কেন?

চিকিৎসকদের কথায়, সাধারণভাবে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় মলিকিউলার ডেথের পরেই। সেই হিসেবে সকাল ৬টায় যদি কারও মৃত্যু হয়, ডেথ সার্টিফিকেট মিলবে সকাল ১০টায়। তবে সরকারি বিধিতেই বলা হয়েছে, চক্ষুদানের ক্ষেত্রে সময়ের সেই ন্যূনতম চার ঘণ্টা ব্যবধান মানা হয় না। আর ধন্দটা ঠিক এখানেই।

এই ব্যাপারে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ১৮ বছর আগে রাজ্য সরকারের দেওয়া একটি নির্দেশিকার কথা বলছে। ঠিক কী বলা হয়েছে দেড় যুগ আগেকার সেই নির্দেশিকায়?

১৯৯৯ সালের ২৫ আগস্ট তৎকালীন স্বাস্থ্যসচিব ওই নির্দেশিকা পাঠিয়েছিলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে। তাতে লেখা আছে, 'ডেথ সার্টিফিকেট ইজ ইস্যুড ইন অল কেসেস অব দ্য ডিসিজড পার্সনস হু হ্যাভ ডোনেটেড দেয়ার আইজ ... উইদিন ওয়ান আওয়ার আফটার দ্য ক্লিনিক্যাল ডেথ।' অর্থাৎ মৃতের চোখ দানের ক্ষেত্রে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকায় 'চার ঘণ্টা'র সেই ব্যবধান কমানোর কথা বলা হয়েছে। যাঁর চোখ সংগ্রহ করা হবে, তাঁর ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ডেথের এক ঘণ্টার মধ্যে সার্টিফিকেট দিতে হবে। মলিকিউলার ডেথ ঘোষণার আগেই। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, তা না হলে মৃতের চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যে-চোখ কোনও জীবিত মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর কাজে লাগতে পারে। রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নোটিস পাঠিয়ে এই বিধি মানতে বলা হয়।

এখন প্রশ্ন, মৃত্যু নিশ্চিত হলে তবেই তো চোখ নেওয়া যেতে পারে। চোখ দানের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ডেথ যদি মৃত্যু সম্পর্কে ১০০ ভাগ নিশ্চিত হওয়ার কথা বলে, অন্য ক্ষেত্রে আরও তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করা কারণ কী? কেউ চোখ দান করুন বা না করুন, ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার সময়টা আলাদা হবে কেন?

সংস্থার এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি পুরকর্তারা। তাঁরা জানান, বিতর্ক মেটাতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের শরণাপন্ন হচ্ছে পুরসভা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান বিশ্বজিৎ সুকুলের কথায়, "চোখ দানের ক্ষেত্রে কর্নিয়ার কথা ভেবে ক্লিনিক্যাল ডেথের পরেই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই। ওই চোখ যদি না-ও দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রেও ক্লিনিক্যাল ডেথের পরে সার্টিফিকেট কেন মিলবে না, সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে।" এর একটা সর্বসম্মত সমাধান বার করা দরকার বলে জানান কিছু সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও।

"প্রশ্ন উঠেছে জানি। তবে ক্লিনিক্যাল ডেথের চার ঘণ্টা পরে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়ম থেকে এখনই সরছে না স্বাস্থ্য দফতর," বলেছেন ওই দফতরের এক কর্তা। তাঁর ব্যাখ্যায়, চোখ দানের ক্ষেত্রে দেরি হলে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা ভেবে সময় কমানো হয়েছে। অঙ্গদানের কিছু কিছু ক্ষেত্রেও তা করা হবে। তবে 'বিশেষ' ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ ভাবে সময়ের নিয়ম শিথিল করার কোনও প্রশ্নই নেই। যদিও স্বাস্থ্যকর্তার এই ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মানতে রাজি নন অনেকেই।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৫/৫/১৭)

সাংবাদিকদের রাস্তায় ফেলে পেটাল পুলিশ

প্রথম পাতার পর

টেবিলের তলায় ঢুকে মাইক দিয়ে মাথা বাঁচাতে দেখা গিয়েছে।

কোনও রকম প্ররোচনা ছাড়া পুলিশের এই বেদম মার খেয়ে এ দিন অন্তত ১২-১৫ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। কেন এমন উন্মত্ততা? সাংবাদিকদের অপরাধ কী?

জবাব দিতে পারেননি ঘটনাস্থলে হাজির থাকা অতিরিক্ত কমিশনার (১) বিনীত গোয়েল, অতিরিক্ত কমিশনার (৪) বিশাল গর্গ। কিন্তু এ দিন ডাফরিন রোডে বামেদের মিছিল 'কভার' করতে হাজির থাকা সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা, গোড়া থেকেই যেন নিশানা করে রেখেছিল পুলিশ। বামেদের মারের ছুতোয় সাংবাদিকদেরও দেদার ঠেঙিয়েছে তারা। এবং মিছিল ভেঙে যাওয়ার পরেও কার্যত পায়ে পা লাগিয়ে গোলমাল পাকিয়েছে।

মিছিল ছত্রভঙ্গ হওয়ার পরে মেয়ো রোডের ফুটপাথ থেকে খবর পাঠাচ্ছিলেন একটি চ্যানেলের সাংবাদিক। আচমকাই র‌্যাফের দুই জওয়ান দৌড়ে এসে তাঁকে গালাগাল করতে করতে সপাটে চড় মারে। তিনি প্রতিবাদ করলেও ঘটনাস্থলে হাজির পুলিশ কর্তারা আমল দেননি। বরং র‌্যাফের কর্মীদের আড়াল করার চেষ্টা করতে থাকেন। তা নিয়ে সাংবাদিকেরা আপত্তি করেন। মেয়ো রোড কিছু ক্ষণের জন্য অবরোধ করা হয়। পরে সাংবাদিকরা দল বেঁধে মেয়ো রোড এবং ডাফরিন রোডের সংযোগস্থলে হাজির হন। সে সময় আলোচনার নামে দলবল নিয়ে হাজির হন মুরলীধর শর্মা ও অপরাজিত রাই। দু'পক্ষের কথা মাঝে আচমকাই মারমুখী হয়ে ওঠেন মুরলীধর। তাঁর ও অপরাজিতার নির্দেশে পুলিশ বেধড়ক মারতে শুরু করে উপস্থিত সাংবাদিকদের। কলকাতা প্রেস ক্লাবের তরফে সাংবাদিকদের ওপর এ দিনের আক্রমণকে 'অনভিপ্রেত ও দুর্ভাগ্যজনক' বলে বর্ণনা করে নিন্দা করা হয়েছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের অভিযোগ, "পুলিশ পরিকল্পনা মাফিকই আক্রমণ করেছে সাংবাদিকদের।" তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও পুলিশের আচরণের নিন্দা করে বলেছেন, "সাংবাদিকদের সব সময়েই স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত।"

বিশাল গর্গের অবশ্য দাবি, "কিছুই হয়নি!" অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (৩) সুপ্রতিম সরকারের যুক্তি — "সাংবাদিকদের অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তেই হয়। এটিও তেমনই বিষয়।" তবে তিনি বলেন, "বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে নিন্দনীয়। খুঁটিয়ে দেখছি।" অতিরিক্ত কমিশনার (১) বিনীত গোয়েলেরও আশ্বাস, "কী ঘটেছে, নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখব।"

কত দূর খতিয়ে দেখা হবে, তা নিয়ে অবশ্য সংশয়ে সাংবাদিকরা।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৩/৫/১৭)

টুকরো খবর

কর্মবিরতি উঠল

বরখাস্ত তিন কর্মীকে কাজে ফেরানোর আশ্বাসে কর্মবিরতি উঠল রেল কারখানায়। মঙ্গলবার দুপুর থেকে খড়্গপুর রেল কারখানার ডিজেল শেডে কাজ শুরু হয়েছে। গত শনিবার থেকে ডিজেল শেডের কর্মীরা জোট বেঁধে কর্মবিরতি পালন করছিলেন। শুক্রবার তিন কর্মীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদেই ছিল এই কর্মসূচি। সমস্ত কর্মী সংগঠনের 'জয়েন্ট ফোরাম' গড়ে কর্মবিরতি চলছিল। এ দিন ফোরামের প্রতিনিধিরা কারখানার চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন।

পুড়ল অফিস

দুর্গাপুরে ভস্মীভূত হয়ে গেল তৃণমূলের একটি অফিস। শহরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে গোপীনাথপুরে সোমবার রাতে দুষ্কৃতীরা ওই অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সে দিন লাগোয়া ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে একটি কারখানায় ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদ হয়। নিয়োগে এক পক্ষের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগে অন্য পক্ষ পথ অবরোধ করে।

বিষ উদ্ধার

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের ফুলবাড়ি ও প্রাণসাগর এলাকার মাঝামাঝি ভান্দরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে আটক করে বিএসএফ ও রায়গঞ্জের বিভাগীয় বন দফতরের কর্মীরা। ধৃতের কাছ থেকে দুটি কাঁচের জার বোঝাই তরল ও গুঁড়ো অবস্থায় চার পাউন্ড সাপের বিষ উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার দর ১২ কোটি টাকা।

রাতে জাতীয় সড়কে লুঠপাট

ব্যবসার টাকা নিয়ে গাড়িতে বিনপুর থেকে দাঁতনের দিকে আসছিলেন তিন ব্যবসায়ী উত্তম মাইতি, বিমল পাত্র ও রামচন্দ্র দাস। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বেলদায় অন্য একটি গাড়ি তাঁদের পিছু নেয়। কেশিয়াড়ি থানার রানিসরাই ও নেকুড়সেনীর মাঝে জাতীয় সড়কে ওই ব্যবসায়ীদের গাড়ি আটকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালালেও কোনও পুলিশের দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ। জখম রামচন্দ্রবাবু ও উত্তমবাবুকে কেশিয়াড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কুয়োয় মৃত্যু

কুয়ো পরিষ্কার করতে নেমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন স্ত্রী। তাঁকে উদ্ধার করতে কুয়োয় নেমে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে সিউড়ির বিবেকানন্দপল্লির একটি বাড়িতে। মৃতের নাম ধনঞ্জয় মাল (৩৮)।

খাবার দেবে আইআরসিটিসি

মামলার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত শিয়ালদহ রাজধানী এক্সপ্রেসে খাবার সরবরাহ করবে আইআরসিটিসি। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে। রেলের আইনজীবী অশোক চক্রবর্তী জানান, খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় কেটারিং সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে আইআরসিটিসি-কে ওই ট্রেনে খাবার সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কেটারিং সংস্থা স্থগিতাদেশ চেয়ে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের আদালতে মামলা করে। আদালত স্থগিতাদেশ দেয়নি। কেটারিং সংস্থা ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে। মামলাটি তিন সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে বলে আদালত জানিয়েছে।

মাওবাদী নেই, দাবি সিআরপি-র

জঙ্গলমহলে এই মুহূর্তে কোনও মাওবাদী নেই। এমনই জানালেন সিআরপি-র ডিআইজি (মেদিনীপুর রেঞ্জ) অনিলকুমার চতুর্বেদী। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে সিআরপি-এর ১৮৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে আন্তঃব্যাটালিয়ন হ্যান্ডবল ও কবাডি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই তিনি বলেন, "এখানে বেশ কিছুদিন ধরে মাওবাদীরা আত্মসমর্পণ করছে। বাকিদের আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টা চলছে। অন্য রাজ্য থেকে মাওবাদীদের এ রাজ্যে আসারও কোনও শঙ্কা নেই।"

রামনামে স্পন্দিত বঙ্গে পথ হারিয়েছেন কমরেড লেনিন

দেবাশিস দাশগুপ্ত

বিপ্লবের শহর কি শুধুই জানিয়ে দিল লেনিনকে?

এখন বিপ্লবের বাংলা এখন রামনবমী উদযাপনে ব্যস্ত। প্রকাশ্য রাস্তায় অস্ত্রের

আস্ফালন। নিস্তেজ বঙ্গজ কমিউনিস্টরা। অথচ মাত্র দশক খানেক আগেও রুশ বিপ্লবের অন্যতম এই কাণ্ডারির রঙিন কিংবা সাদা-কালো ছবি অনেক বাঙালির ঘরের দেওয়ালে জায়গা পেত। আজ তাঁর জন্মদিনে শহরে তাঁর ছবি খুঁজে পাওয়া দায় লটারির টিকিট মেলার মতো। এমনকি কলকাতায় বিপ্লবের আঁতুড়ঘর বলে অলিখিতভাবে স্বীকৃত কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার দোকানগুলি, সারি দেওয়া ফোটো বাঁধাইয়ের গুমটি ঘর, সর্বত্র ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের ছবি নিরুদ্দেশ। বাম ও অতি বাম রাজনৈতিক দল থেকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কুশীলবরা এর নানান ব্যাখ্যা দিলেও যে বাংলা একসময় ধ্বনি তুলেছিল, 'বিপ্লবস্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন,' বাস্তবে সেখানে লেনিন আর কল্কে পাচ্ছেন না।

'রুশ দেশের কমরেড লেনিন'-এমন কথায় তাঁর নামে বাঁধা গান বাঙালির একটা বড় অংশই গুনগুন করে গাইত। তাঁকে নিয়ে যাত্রাপালা আমবাঙালির জনপ্রিয় হয়েছিল। একদা কলকাতার পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদারের চেয়ারের পিছনেই জ্বলজ্বল করত লেনিনের বিশাল ফোটো। এখন সে সবই লুপ্তপ্রায় অতীতের। বিষয়টি কিন্তু কলকাতার অগোচরে নেই। সিপিআইএমএল (নিউ ডেমোক্র্যাসি)-র মুখপাত্র চন্দন প্রামাণিক বলেন, 'অনেক খুঁজে আমরা একটা ছবি পাই, তাও সেটি সাদা কালো ফটো কপি। মনীষা, এনবিএ-র মতো বইয়ের দোকানগুলিতেও খোঁজ করে দেখেছি, পাইনি। এখন দরকারে নেট থেকে নামিয়ে নিই।' ন্যাশনাল বুক এজেন্সির তরফে জানানো হয়, একজন লেনিনের সাদা কালো ছবি বিক্রির জন্য দিয়ে যেতেন, কিন্তু বেশ কয়েক বছর তিনি আর আসেন না। আর মনীষা থেকে জানানো হল, 'সোভিয়েতের পতনের পর থেকেই লেনিনের ছবি আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যতদিন স্টক ছিল, বিক্রি করা হয়েছে। এখন আর নেই।'

১৯৭১ সালে জেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গোপীবল্লভপুর বিধানসভা আসনে জয়ী পিসিসি সিপিআইএমএল-এর সন্তোষ রানা বলেন, 'সামগ্রিক ভাবে বামপন্থায় আগ্রহ কিছুটা হলেও কমেছে। যুব সমাজও আর অত উৎসাহী নয়।' সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব বলেন, 'জন্মদিনে সকাল সাড়ে দশটায় ধর্মতলার মূর্তিতে আমরা মালা দিতে যাব।' কিন্তু সেই আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিলে কি লেনিন আছেন কোথাও? 'আছে, আছে' বলে যেন মেটে দেন সিপিএমের দাপুটে নেতা।

প্রথিত যশা নাট্য পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী লেনিনের জীবনের শেষ ক'টি বছরের উপর নির্মিত 'শৃঙ্খল কমরেড' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। দর্শকমনে সাড়া ফেলা সেই নাটকে ব্যবহৃত লেনিনের ছবি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। রাশিয়া থেকে আনা লেনিনের ছবির একটি অ্যালবাম তিনি উপহার দেন বিভাসকে।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভাসবাবুর মন্তব্য, '১৯৮৬ সালে আমাদের 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' নাটকটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। পরে থিয়েটার ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে অন্য থিয়েটার দল গড়ে ফের নাটকটি করি। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে গিয়েছে। দ্বিতীয় বার নাটকটি কিন্তু সে ভাবে দাগ কাটল না। একই ভাবে ১৯৬৭ সালে আমার 'ভিয়েতনাম' নাটকটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু নাটকটি আর দর্শকমনে দাগ কাটল না। আসলে ইতিহাস পাল্টানোর সঙ্গে নাটকীয় পরিবর্তনও ঘটে যায়। জনমনের বদল তো আর ঠিক অঙ্ক কষে বোঝা যায় না।'

বার্লিন প্রাচীর ভাঙার পূর্ব ইউরোপের বহু দেশেই ভাঙা হয়েছিল লেনিনের মূর্তি। গ্রিক পরিচালক থিও অ্যানজেলোপুলোস পরিচালিত কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত 'ইউলিসিস গেজ' ছবির একটি দৃশ্যে টুকরো টুকরো ভাঙা লেনিনের মূর্তি একটি বার্জে চাপিয়ে দানিয়ুব নদী ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দু'পাশে অজস্র মানুষ হাঁটু মুড়ে বুকে ক্রুশ আঁকছে। ঈশ্বরহীন বিশ্বে পরিহাস ঘটিয়ে লেনিনের ভাঙা হাতের আঙুল যেন আকাশপানে কিসের চিহ্ন এঁকে দেয়।

এই শহরে অবশ্য তেমনটি ঘটেনি। শুধু অনাদরেই রয়ে গিয়েছেন 'ধর্মতলার মোড়ে লেন-দেন-লিন-দিন লেনিন'।

—সৌজন্যেঃ এই সময় (২২/৪/১৭)

Planning a Wedding, Anniversary, Birthday Party or Celebrating a Special Occasion?

Consider

Tagore Hall at Ananda Mandir!

This beautiful new facility can meet all your party needs:
Seating capacity, dance floor, well equipped stage, ample parking

***

For information on rental availability and charges
contact the managing agents:

Maureen: (732) 492-5580 or Troy: (732) 343-0082
Email: momonev@aol.com

এক নজরে

শুরুতেই বেহাল তেজস

প্রথম যাত্রাতেই হতশ্রী তেজস এক্সপ্রেস। গত সোমবার মুম্বই থেকে গোয়া গিয়েছিল তেজস। হাই-স্পিড এই ট্রেনের প্রত্যেক সিটের পিছনে রয়েছে হরেক বিনোদনের বন্দোবস্ত-সহ এলইডি স্ক্রিন, তার সঙ্গে দামী হেডফোন, চা-কফি মেশিন, যন্ত্রচালিত দরজা, আধুনিক পরিবেশবান্ধব শৌচাগার। শুক্রবার সেই ট্রেন মুম্বই ফেরার পরে দেখা গিয়েছে, অন্তত ১২টি হেডফোন উধাও। অনেকগুলি স্ক্রিনে দাগ আঁচড় পড়েছে। কামরায় ছড়ানো আবর্জনা, শৌচাগারও নোংরা। গত বছরের জানুয়ারিতে অনেকটা একই পরিণতি হয়েছিল নয়াদিল্লি-বারাণসী মহামনা এক্সপ্রেসের। যাত্রা শুরু পরেই পানের পিক, উচ্ছিষ্ট, আবর্জনায় ভরে গিয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর চালু করা ঝাঁ-চকচকে এই ট্রেন। তেজসের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিও পোহাতে হবে রেলকে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে যাত্রীদের সচেতন করার জন্য প্রচার চালানোর কথা ভাবছে রেল।

পেহলুর পরিবারের পাশে কৃষক সভা

রাজস্থানের অলওয়ারে গোরক্ষা বাহিনীর গণপ্রহারে নিহত পেহলু খানের পরিবারের হাতে দশ লক্ষ টাকা তুলে দিল কৃষক সভা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা এবং অন্যরা হরিয়ানা নুহ্-তে গিয়ে পেহলুর পরিবারকে ওই ক্ষতিপূরণ দেন। এ জন্য গোটা দেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। গত ১ এপ্রিল জয়পুরের পশুমেলা থেকে গবাদি পশু কিনে ফেরার সময় গোরক্ষা বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হন পেহলু ও তাঁর সঙ্গীরা। পাশাপাশি, ওই হামলায় গুরুতর আহত আজমত খানকে চার লক্ষ ও আহত রফিককে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে কৃষক সভা।

মশায় ড্রোন

গুজরাতে এ বার মশার উপর নজর রাখবে ড্রোন। ২০২২-এর মধ্যে রাজ্যকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করতে প্রচারে নেমেছে গুজরাত সরকার। বুধবার অনুষ্ঠানে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শঙ্কর চৌধুরী ড্রোন দিয়ে মশার উপর নজরদারির প্রস্তাব দেন আমদাবাদ পুরসভাকে। তিনি বলেন, "মানুষ সচেতন হবে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত পদক্ষেপ করতে হবে প্রশাসনকেই।"

দেহ উদ্ধার

উত্তর কাশ্মীরে রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ। বৃহস্পতিবার বারামুলা জেলার সোপোরের ঘটনা। দেহটি শনাক্ত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে প্রাথমিক অনুমান, মধ্যবয়স্ক ওই ব্যক্তি ভবঘুরে। ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।

হাজি আলি নিয়ে

মুম্বইয়ের হাজি আলি দরগার ৫০০ মিটারের মধ্যে থাকা সমস্ত দোকানপাট তুলে দেওয়া নিয়ে দোকানদারদের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেইসঙ্গে কোর্টের নির্দেশ, ৩০মে-র মধ্যে সমস্ত দোকান তুলে দিতে হবে দরগার অছি পরিষদকে। না হলে বাহিনী দিয়ে তা সরিয়ে দেওয়া হবে।

বন্যা রুখতে ২৭৬৮ কোটি

দামোদরের বন্যা থেকে বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলাকে বাঁচাতে ২৭৬৮ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিচ্ছে রাজ্যসরকার। বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় আগামী অর্থবর্ষে কাজ শুরু হবে বলে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় জানান সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ডিভিসি-র জল যে-সব খাল, নালা দিয়ে যায়, সেগুলো সংস্কার করা হবে। বন্যা-পরিস্থিতি রোখার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজমিতে সেচের জল পৌঁছে দেওয়াটাও এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি জেলার ৪০টি ব্লকের তিন লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর জমি সেচের জল পাবে। মোট খরচের ৭০ শতাংশ জোগাবে বিশ্বব্যাঙ্ক। বাকিটা দেবে রাজ্য সরকার। মালদহ, মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙন নিয়ে এ দিন প্রশ্ন তোলেন একাধিক বিধায়ক। সেচমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রীও ভাঙন নিয়ে উদ্বিগ্ন। সরকার যথোচিত ও কল্পের সঙ্গেই ভাঙন রোখার কাজে নামতে চায়।

ম্যাথুকে সাক্ষী করবে ইডি

নারদ নিউজের কর্ণধার ম্যাথু স্যামুয়েলের কাছ থেকে স্টিং অপারেশনের লিখিত বয়ান নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ম্যাথুকে অন্যতম সাক্ষী হিসেবে আদালতে তোলার প্রস্তুতিও চালাচ্ছে তারা। বুধ ও বৃহস্পতিবার মিলিয়ে ১৮ ঘণ্টা ধরে কোচির ইডি অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ম্যাথুকে। অভিযুক্ত ১৩ জন নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ ম্যাথুর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার বিনিময়ে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা নথিভুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের আয়-ব্যয়ের হিসেব ও সম্পত্তির খতিয়ান নিয়েছে ইডি। সিবিআইয়ের মতো তারাও মামলা দায়ের করেছে ১৩ জনের বিরুদ্ধে।

ধর্ষণে ধৃতের ছাড় পরীক্ষায়

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে তার ক্যারাটে প্রশিক্ষক নূপুর কর্মকারকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। একই অভিযোগে বৃহস্পতিবার ধরা হল নাবালিকার এক নিকটাত্মীয়কে। মার্চে বছর বারোর কিশোরী কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। পিতৃত্বের দায় অস্বীকার করায় নূপুরবাবুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তোলে নাবালিকার পরিবার। তা হলে তার নিকটাত্মীয়কে ধরা হল কেন? পুলিশের দাবি, নূপুরবাবুর ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ওই নাবালিকার কন্যাসন্তানের বাবা তিনি নন। আগেই গ্রামবাসীদের একাংশ নাবালিকার ওই নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছিলেন। তার ভিত্তিতে এ বার ওই নিকটাত্মীয়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁরও ডিএনএ পরীক্ষা হবে। সেই রিপোর্ট জমা দিয়ে নূপুরবাবু জামিনের আবেদনও করা হবে।

অ্যাসিডে জখম

শীতলা পুজোয় মাইক বাজিয়ে নাচানাচি নিয়ে অশান্তি বেধেছিল দু'দল যুবকের মধ্যে। অশান্তি মিটেও গিয়েছিল। কিন্তু তার জেরেই রাতে ঘুমন্ত এক যুবকের গায়ে জানলা দিয়ে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগ উঠল। বুধবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল থানার কুশপাতা গ্রামের ঘটনা। জখম বছর চব্বিশের যুবক ভর্তি এসএসকেএমে। অভিযুক্ত পড়শি যুবক সুনীল পোড়েকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সবংই আগে

তাঁকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করেছে তৃণমূল। দিল্লির রাজনীতিতে পা রাখলেও সবংয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না, সবংয়ের মাটিকে তিনি ভুলবেন না বৃহস্পতিবার সবংয়ের নওগাঁয় তৃণমূলের অঞ্চল সম্মেলনে যোগ দিতে এসে এই কথা জানালেন মানস ভুঁইয়া। তিনি নিশ্চিত, তাঁর যোগ্য প্রতিনিধিকেই সবংয়ের বিধায়ক প্রার্থী হিসেবে বাছবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গাফিলতি - নালিশ

সদ্য মা হওয়া তরুণীর মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল কালনায়। বুধবার মৃত শাবী মণ্ডলের (১৯) পরিবার চিকিৎসকের শাস্তি চেয়ে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায়। রাতে থানায় অভিযোগও হয়। শাবীর স্বামীর দাবি, প্রসবের পরেই স্ত্রীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা ছেড়ে দেন তাঁকে। ক'দিন পরে শ্বাসকষ্ট বাড়লে ফের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দেখা যায়, অস্ত্রোপচারের জায়গায় সংক্রমণ হয়েছে। কিন্তু তার পরেও স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের ওই চিকিৎসক 'রোগী সুস্থ আছেন' বলে চিকিৎসা করেননি বলে অভিযোগ। বিকেলেই মারা যান শাবী।

বাঁকুড়ায় বেদানা

লাল মাটিতে ফল চাষের উপরে জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে বেদানার চাষ শুরু হয়েছে বাঁকুড়ার তালড্যাংরা, রায়পুর, হীড়বাঁধ ও সিমলিপাল ব্লকের লাল মাটিতে। আপাতত এই ফল চাষের জন্য ৩০ হেক্টর জমি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কৃষি দফতরের খবর, সেখানে খুব বড় ধরনের বেদানা পাওয়া যাচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু জানান, কোনো চাষও ভাল হয়েছে। রুক্ষ মাটিতে জলের ব্যবস্থা করে আম্রপালী আমের চাষও চলছে। সেই আম দুবাইয়েও পাঠানো হচ্ছে।

পিজিতে ভর্তি হলেন সুদীপ

চিকিৎসার বাড়তি খরচ এড়াতে রোজ ভ্যালি কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বুধবার বিকেলে অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে সরিয়ে তাঁকে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হয়। সুদীপের স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল। সামলাতে পারছিলাম না। তা ছাড়া সরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা আছেন।" ভুবনেশ্বর আদালত শুক্রবার সুদীপকে জামিন দেওয়ার পরে রবিবার তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় কলকাতায়। তার পরে অ্যাপোলোয় চিকিৎসা চলছিল তাঁর। এসএসকেএম সূত্রের খবর, সুদীপকে উডবার্ন বিল্ডিংয়ের সাড়ে বারো নম্বর কেবিনে রাখা হয়েছে। হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডিপি সিংহের অধীনে ভর্তি হয়েছেন তিনি। কী ভাবে তাঁর চিকিৎসা এগোবে, সেই বিষয়ে এ দিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ফের পাহাড়ে যাচ্ছেন মমতা

পুরভোটে পাহাড়ে খাতা খোলার পরে আবার দার্জিলিং যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব ঠিক থাকলে ৪ জুন রওনা হবেন তিনি। ৭ তারিখে ফিরবেন কলকাতায়। তার মধ্যে মিরিক পুরসভায় সদ্য জিতে আসা দলীয় কাউন্সিলরদের সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কার্শিয়াং, কালিম্পং ও দার্জিলিং পুরসভায় যাঁরা তৃণমূলের টিকিটে লড়ে হেরে গিয়েছেন, তিনি যে তাঁদের সঙ্গেই আছেন, সেই বার্তা দিতে দেখা করবেন ওই প্রার্থীদের সঙ্গেও। নবান্নের খবর, ৩০ মে ব্যারাকপুরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মমতা। ১ জুন তারকেশ্বরে হবে হুগলির প্রশাসনিক বৈঠক।

আমতায় খুন তৃণমূল কর্মী

রাস্তায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে, হাত-পায়ের শিরা কেটে আমতার বসন্তপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য শেখ হাম্রান হককে (৪৫) খুন করা হল শুক্রবার রাতে। খুনের পরে এলাকার অন্তত ২৫টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। কেউ কেরোসিন ঢেলে প্রাণনাশের হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। অভিযুক্তেরা হলেন দলে হাম্রানের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা ইদ্রিশ জমাদার এবং তাঁর অনুগামীরা। ইদ্রিশকে ধরতে না পারলেও পুলিশ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। সকলেই তৃণমূল কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানান, ২৮ জনের নামে অভিযোগ। ইদ্রিশের সঙ্গে হাম্রানের পরিবারের বিবাদ ছিলই, এলাকার দখল নিয়েও গোলমাল ছিল। কেন খুন, তা দেখা হচ্ছে।

যুবদের উপরে আস্থা বুদ্ধের

দলের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর ৫০ বছর উপলক্ষে ব্যবহারের জন্য লোগো চাওয়া হয়েছিল। জমা পড়া নানা ডিজাইন থেকে বাছাই করা লোগো আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করলেন সংগঠনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আলিমুদ্দিনে বুধবার ওই অনুষ্ঠানে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে হাজির ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের আরও দুই প্রাক্তন নেতা মহম্মদ সেলিম ও অমিয় পাত্র এবং সংগঠনের বর্তমান রাজ্য সম্পাদক জামির মোল্লা ও রাজ্য সভাপতি সায়নদীপ মিত্র। লোগো প্রকাশ করে বুদ্ধবাবু বলেন, "যুব সমাজ লড়াইয়ের ময়দানে আছে। তারা ৫০ বছরের পথ পেরিয়েছে। তাদের উপরে আস্থা আছে। লড়াইয়ে তারা জয়ী হবে।"

হাতির মৃত্যু

কৃষিজমিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠল ডুয়ার্সে। বুধবার বীরপাড়ার দেবী শিমুল গ্রামের বাসিন্দারা একটি ভুট্টা খেতে স্ত্রী হাতিটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। আসেন বন বিভাগের দলগাঁও রেঞ্জের কর্তারা। দেহের কালো পোড়া দাগ দেখে অনুমান, খেত ঘিরে রাখা বিদ্যুতের তারে লেগেই হাতিটি মারা গিয়েছে।

রূপা-পুলিশ বচসা

দলের মহিলা মোর্চার মিছিলে যোগ দিতে মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে ঢোকা নিয়ে বুধবার পুলিশের সঙ্গে কলহে জড়ালেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। যুক্তি, ছিল তাঁর নামে। কিন্তু রূপা লোক নিয়ে ঢুকেছিলেন। তাতেই পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। পরে রূপা একাই ঢোকেন। পরে বলেন, "সার্কিট হাউসটা কি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিজের পকেটের টাকায় করা? এঁরা আমাদের মেয়েদের এ ভাবে হেনস্থা করার অধিকার ও সাহস পান কী করে?"

চিঠিতেও উদাসীন

চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগের পরীক্ষাকে ঘিরে 'এনজেপি কাণ্ডে'র তদন্ত রিপোর্টে রেল জানায়, পরীক্ষার্থীরা ভিনরাজ্য থেকে পরীক্ষা দিতে আসবে ও ফিরে যাবে সেই কথা তাঁদের জানানো হয়নি। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের দাবি, দু'বার চিঠি দিয়ে রেলকে জানানো হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার বিভাগের ডিআরএম সি পি গুপ্তা বলেন, "চিঠিতে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ট্রেন চালানোর কথা বলা ছিল। বিশেষ ট্রেন নিয়ে বলা হয়নি।"

বোমা উদ্ধার

সোমবারই বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে অস্ত্র-উদ্ধারে বাড়তি সক্রিয়তা দেখানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বার্তায় কাজও হল। বৃহস্পতিবার পাঁকরতলা থানার কড়রা গ্রামে উদ্ধার হল চার জ্যারিকেন ২০০টিরও বেশি তাজা বোমা। সিআইডি-র বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড বোমা নিষ্ক্রিয় করে।

ঠাঁই বৃদ্ধাবাসে

রোগী মৃত্যু ঘিরে রবিবার এক শিশুর মৃত্যুর পরে তারই ঠাকুমা ও পিসি-ঠাকুমাকে ডাইনি অপবাদ দেওয়াকে ঘিরে শুক্রবার অশান্ত হয়েছিল আদ্রা থানার গৌরাঙ্গডাঙা গ্রাম। তার মা পুলিশের উপরে হামলার ঘটনায় জেল হাজতে। বাবা পলাতক। ডাইনি অপবাদে নিগৃহীত ওই দুই প্রৌঢ়াকে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত বৃদ্ধাবাসে রাখা হয়েছে।

সুড়ঙ্গ বুজল

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার ফতেপুরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে যে সুড়ঙ্গটি মিলেছিল, সেটি বিএসএফ বুজিয়ে দিল। পুলিশের দাবি, ভারত থেকে বাংলাদেশে কাশির সিরাপ, গাঁজা ও বাছুর পাচারের জন্য সুড়ঙ্গটি খোঁড়া হয়েছিল।

নতুন

ফোক্সভাগেনের টিগুয়ান। সম্প্রতি পা রাখল দেশের বাজারে। তরুণ প্রজন্মের জন্য ২ লিটার ইঞ্জিনের এই গাড়িতে রয়েছে নতুন অনেক বৈশিষ্ট্য। মুম্বইয়ে দাম ২৭.৬৮ লক্ষ টাকা।

স্টার্ট - আপের সংজ্ঞা

নতুন তৈরি সংস্থার (স্টার্ট-আপ) সংজ্ঞা বদলাল কেন্দ্র। এখন থেকে তৈরির পরে ৭ বছর পর্যন্ত সংস্থাগুলিও নতুন উদ্যোগ হিসেবে পরিচিত হবে। তবে তাদের আয় হতে হবে ২৫ কোটি টাকার মধ্যে। আগে সময়সীমা ছিল ৫ বছর। বায়োটেকনোলজি ক্ষেত্রে অবশ্য ১০ বছর পর্যন্ত এই সুযোগ মিলবে।

চা শিল্পে সমীক্ষা

দেশের চা-শিল্প এই মুহূর্তে নানা রোগের শিকার তার দাওয়াই ঠিক করতে উপদেষ্টা সংস্থাকে দিয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিল টি বোর্ড। তারা জানিয়েছে, উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, বাগানগুলির আর্থিক অবস্থার মতো মাপকাঠি খতিয়ে দেখা হবে।

ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা আইডিবিআইয়ের

অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পরিকল্পনা তৈরি করল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক। এমডি-সিইও মহেশকুমার জৈন বলেন, এ জন্য খরচ কমানো ও মূল সম্পদের বাইরে অন্যান্য সম্পদ বিক্রির মতো সব পথই খোলা রাখা হয়েছে। গত অর্থবর্ষে ব্যাঙ্কের লোকসান ৩,৬৬৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫,১৫৮ কোটি। প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে মোট অনুৎপাদক সম্পদও (ঋণের ২১.২৫ শতাংশ)। এই অবস্থায় তাদের মূল্যায়ন বিএএ৩ থেকে কমিয়ে বিএ২ করেছে মুডিজ।

প্রকৃত অভিভাবক কে, জানে পোস্ত

তপন সিংহ

সোনাঝুরি .. ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ ... লালমাটি ... ছাতিমতলা ... উপাসনাগৃহ ভেসে যাচ্ছে 'পোস্ত ...পোস্ত' ডাকে। ভেসে যাচ্ছে শালের জঙ্গল ... জোনাকির দল ...

সে ডাক শোনার সময় কোথায় তখন সেই ছেলের? ততক্ষণে সে ছুড়ে ফেলছে বেতের ঝাঁপি, রং পেন্সিল, বালিশ — আরও কত কী যে! এ ঘর থেকে ও ঘরে, বাগানে বাগানে সে দাপিয়ে বেড়ায় তার শৈশবের অধিকার নিয়ে!

সাত বছরের পোস্তকে নিয়ে তার ঠাকুরদা আর ঠাকুমা, দীনেন লাহিড়ী ও গৌরী দেবীর পৃথিবী। পোস্তর বাবা অর্ণব ও 'মাম্মাম' সৃষ্মিতা জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত

কলকাতায়। পোস্ত বড় হওয়ার সময় তাদের কাছে সন্তানকে রাখা সম্ভব হয়নি। আধুনিক দম্পতি নিজেদের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে আর পোস্ত বেড়ে উঠেছে শান্তিনিকেতনে, তার 'ওল্ডি' দীনেন আর 'মা' গৌরীর কাছে। অন্য ছেলেমেয়েদের মতো পোস্তও গানের স্কুলে তার ঠাকুরদার ছাত্র। ফলে ঠাকুরদা তারও 'ওল্ডি'। প্রৌঢ় এই দম্পতির পৃথিবী আবর্তিত হয় পোস্তকে ঘিরে আর পোস্তর বাড়ন্ত, কল্পনা খেলা, অনাবিল শৈশব পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে তাদের হাত ধরে।

পোস্তর বাবা-মা শান্তিনিকেতনে আসে উইকএন্ডে। পোস্তর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটায়। বাবা-মায়ের সঙ্গে পোস্তকে নিয়ে অর্ণব-সৃষ্মিতার টানাপড়েন চমৎকার ফুটে উঠেছে ছবির অসংখ্য ফ্রেমে।

তার পর? একদিন তার অভিভাবকত্ব নিয়ে টানাপড়েন পৌঁছয় আদালত পর্যন্ত। পোস্তকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে চিত্রনাট্য।

তার সঙ্গে গল্প করতে করতে 'ওল্ডি'র পথচলা যেন জীবনপথের এক পরিক্রমা। গোল্লা করে করে নাতির মুখে যখন ভাত তুলে দেয় 'মা', সেই দৃশ্য যেন মুহূর্তে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। এ রকমই অজস্র সর্বজনীন মুহূর্ত গোটা ছবি জুড়ে উপহার দিয়েছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায়। কখন যেন সে সব ফ্রেমও আরও অজস্র জীবনের ফ্রেম হয়ে ওঠে!

পোস্তর অভিভাবকত্বের অধিকার কার? তার 'বায়োলজিক্যাল' বাবা-মায়ের, না কি যাদের কাছে সে বেড়ে উঠেছে, হাসি-কান্না-স্মৃতি ভাগ করেছে, সেই ঠাকুরদা-ঠাকুমার? উপাসনাগৃহে তার গান গাওয়ার সময় বাইরে অপেক্ষায় থাকে যে 'ওল্ডি' ও 'মা', স্কুল থেকে ফিরে বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার পর পোস্তকে নিয়ে খেলার মাঠে যায় যে ঠাকুরদা, তার রেজাল্ট বেরোনোর দিন যারা মুখোমুখি হয় শিক্ষিকাদের, নাতিকে নেওয়ার আগে স্কুলের বাচ্চাদের অল্পবয়সি মায়েদের সঙ্গে আড্ডায় মাতে যে ঠাকুমা, সেই তাদের কাছ থেকে পোস্তকে নিজেদের হেফাজতে নিতে যাওয়ার সম্পর্কের টানাপড়েন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে গোটা ছবি জুড়ে।

অভিনয়-জীবনের দীর্ঘ পথ পেরোনোর অবসরে বহু অনবদ্য চরিত্র উপহার দিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এ ছবিতে তাঁর অভিনয় সেই তালিকার উপরের দিকে থাকবে। যে দক্ষতায় 'ওল্ডি'র স্নেহ, অসহায়তা, কান্না, নির্ভরতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন সৌমিত্র, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। তাঁর সঙ্গে অনবদ্য যুগলবন্দি লিলি চক্রবর্তীর। উচ্চকিত অভিনয় না করেও ভিন্ন মাত্রায় গৌরীকে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। এঁদের পাশাপাশি তাল মিলিয়ে অভিনয় করেছেন বাড়ির পরিচারিকার ভূমিকায় দেবলীনা দালাল।

যত দিন যাচ্ছে ততই আরও পরিণত হচ্ছেন যিশু সেনগুপ্ত। অর্ণবের চরিত্রে হাসি-কান্না, মানসিক চাপ, বাবার প্রতি শ্রদ্ধা আর পোস্তর অভিভাবকত্ব ঘিরে একরাশ বিদ্বেষ, যিশু এক কথায় অসাধারণ! মিমি চক্রবর্তীকেও অন্য দু' বাণিজ্যিক ছবিতে সাধারণত যেভাবে দেখা যায়, এখানে তাঁর চরিত্র সেই ধারার একেবারে উল্টো। সৃষ্মিতার ক্ষতবিক্ষত মনটাকেও আরও অজস্র মায়ের মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। এই ছবির আরও এক সেরা আবিষ্কার পরান বন্দ্যোপাধ্যায়! পোস্তর ঠাকুরদার বন্ধু, আইনজীবী অলোকরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ওরফে 'আলুদা'র ভূমিকায় চমক দিয়েছেন তিনি। কৌঁসুলি হিসেবে অজস্র টানটান বাঁক তৈরি করে দেওয়া থেকে শুরু করে, নানা ছোট ছোট মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন পরান। এই কৌঁসুলি হিসেবে আর এক পোড়খাওয়া আইনজীবী নিবেদিতার ভূমিকায় লোহিনী সেনগুপ্তর অসাধারণ অভিনয়। ছোট্ট ভূমিকায় বাবুল সুপ্রিয় এবং বিচারকের ভূমিকায় সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় নজর কাড়বেন।

গোটা ছবি জুড়ে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে পোস্তর ভূমিকায় ছোট্ট অর্ঘ্য। ছবির শেষ কথাটি সে-ই বলেছে! পর্দা জুড়ে তার উপস্থিতি না বুঝেই দিকপাল অভিনেতাদের সঙ্গে খেলার মতো করে অভিনয় করে যাওয়া পরিচালনার মুনশিয়ানাকেই সামনে আনে। হেলিক্যামের ব্যবহারে কিছু দুর্দান্ত ফ্রেম উপহার দিয়েছেন তাঁরা। অনুপম রায় - অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সংগীতের সম্ভার সমৃদ্ধ করেছে এ ছবিকে। চমৎকার গেয়েছেন নচিকেতা ও অনুপম।

সেই 'ইচ্ছে' থেকে শুরু করে আজকের 'পোস্ত' — একের পর এক বিষয়-বৈচিত্র্যের উপহারে ধীরে ধীরে নাগরিক কবিয়াল হয়ে উঠছেন শিবপ্রসাদ-নন্দিতা।

ছবি নয়, 'পোস্ত' কখন যেন গোটা একখানা কবিতা হয়ে উঠল!

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৫/৫/১৭)

আবার সৌমিত্র মাধবী

অরিজিৎ চক্রবর্তী

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর মাধবী মুখোপাধ্যায় মানেই 'চারুলতা', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'গণদেবতা'। তাঁদের বয়স বাদ সেধেছে। এই জুটিকে এখন বারবার রুপোলি পর্দায় দেখা যায় না। একসঙ্গে শেষ অভিনয় ২০১০ সালে। সাত বছর পর আবার দু'জন শ্যুটিং ফ্লোরে। তবে বারুইপুরে 'কৃষ্ণমিত্রর গল্প' ছবির সেটে বোঝার উপায় নেই একজনের বয়স ৮২। অন্যজনের ৭৫। তাঁরা যে তখন টাইমমেশিনের যাত্রী। ঠাট্টা করছেন। ইয়ার্কি মারছেন। চার ঘণ্টার বেশি কাজ না করা সৌমিত্র সেটে থেকে যাচ্ছেন ছ'ঘণ্টারও বেশি।

এ ছবিতেও তিনি 'সোনি'র ফিল্মের মতো ব্যাপক 'ইয়ং' ম্যান। 'ইয়ং'ই বটে। ক্রীড়া সাংবাদিক রঞ্জন সেন বাইরের খাবার খান না দু'জনের কেউই। তাই আসে বাড়ির খাবার। কিন্তু তেলমশলাহীন সেদ্ধ খাবার নয়, কোনও দিন খাচ্ছেন চিংড়ি মাছের ঝোল। তো পরের দিন কবজি ডুবিয়ে দই-রুই। হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন পরিচালক হৃষীকেশ মণ্ডলের ইয়ার্কি, "কী জেঠু, আবার প্রেমে পড়লে নাকি!" ইউনিটের আবদারে হাত-ধরাধরি করে নাচছেনও দু'জনে। ব্যাকগ্রাউন্ডে 'আরও দূরে চলো যাই...'। তবে পেশাদারিত্ব যে সবার আগে সেটাও দেখিয়ে দিয়েছেন সৌমিত্র। নাতি রণদীপের বাইক দুর্ঘটনার পরের দিন শ্যুটিং। সবাই ভাবছে, অসম্ভব। মাধবী মুখোপাধ্যায়ও বলছেন, "ও দিন নিশ্চয়ই পারবে না ও।" কিন্তু সবাইকে ভুল প্রমাণিত করে, নায়ক হাজির সেটে। "পরিচালক-প্রযোজকদের টাকা নষ্ট করতে পারব না", জবাব দিয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৫/৫/১৭)

দ্বিখণ্ডিত শাশ্বত

জুলাই মাসে যিনি পর্দায় আসতে চলেছেন রণবীর কপূরের বাবা হয়ে, এ মাসে তিনিই কিনা একটি বাংলা ছবির শ্যুট শেষ করলেন এক মানসিক রোগগ্রস্ত সাহিত্যিকের চরিত্রে।

তিনি শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। সিঙ্গাপুরবাসী আইটি প্রফেশনাল নবারুণ সেন নিজেরই গল্প 'দ্বিখণ্ডিত' নিয়ে যে ছবি করছেন, শাশ্বত সেখানে এমনই একটি চরিত্রে। পর্দায় তাঁর নাম কৌশিক।

কৌশিক একটি কাহিনি লিখছে, যার কেন্দ্রীয় চরিত্র বিপিন। পঞ্চায়েত এলাকায় কোনও এক জমিবিতর্কে এই বিপিন হারিয়েছে তার মা, স্ত্রী, এমনকী কন্যাকেও। কাহিনীটি লিখতে লিখতে কৌশিকের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন আসতে থাকে। গল্পের চরিত্রগুলো যেন তার সামনে হেঁটেচলে বেড়ায়। সে তাদের সঙ্গে কথা বলে। রক্তমাংসের মানুষেরা যা কিছু আদান প্রদান করে, কৌশিক তা-ই যেন করতে থাকে তার চরিত্রদের সঙ্গে।

প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে তার স্ত্রী সুমনা (খেয়ালা বসু) তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। যেখানে কৌশিকের চিকিৎসার ভার নেয় দীপা (সায়নী ঘোষ)। দীপার ধারণা হয়, কৌশিক আক্রান্ত হয়েছে 'ডিস-অ্যাসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার' নামে জটিল রোগে।

এই সময়ই এক ভবঘুরে সহকারী চিত্র পরিচালক ঋত্বিক (কৌশিক কর) 'বিপিন' কাহিনিটি কোনও এক খবরের কাগজে পড়ে সাহিত্যিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তার বাড়ি এসে কৌশিকের পরিণতি জানতে পারে।

রোগীর চিকিৎসার অংশ হিসেবে ডাক্তার দীপা এর পরই ঠিক করে, 'বিপিন'-এর কাহিনি নিয়ে সুমনার সঙ্গে যৌথভাবে তারা একটি ছবি তৈরি করবে। যার নির্দেশক হবে ঋত্বিক।

মন আর মননের এক আশ্চর্য খেলার আলোছায়ায় ধরা কাহিনিটি কি বিপন্নতা থেকে মুক্তি দেবে সাহিত্যিক কৌশিককে! এ নিয়েই জটিল মনস্তাত্ত্বিক ছবি 'দ্বিখণ্ডিত'। শ্যুটিং পর্ব প্রায় শেষ। মুক্তি হয়তো বা বছরের শেষে।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৫/৫/১৭)

North American Bengali Conference 2017 July 7-9th, 2017

Bengali delicious food from the best Indian restaurant in Bay Area – Amber

Pre-purchase Food Coupons

Snack coupons are $2 each and can be used to purchase the following snacks. Snack coupons are sold in lots of 10. To purchase snack coupons you have to log in and add snack coupons to your registration record.

NABC 2017 – SILICON VALLEY JULY 7 TO JULY 9, 2017

The following menu is tentative. It is subject to change, but will be similar. Please visit this page again to see the updated menu.

Bengali Menu for Meals

	Friday Dinner	Saturday Lunch	Saturday Dinner	Sunday Lunch	Sunday Dinner
Dal	Lau diye Moonger Dal	Chholar Dal	Hara Moong dal	Dal Tadka	Chholar Dal
Veg Main	Aloo-Phul-kopir Torkari	Aloo Dum	Beans and Aloo	Aloo-Phul-kopir Torkari	Aloo-Phul-kopir Torkari
Veg Side	Begun Bhaja	Palak Bhaja	Onion Bhaja	Aloo Bhaja	Veg pakora
Fish Curry	Shorshe Bata Maach	Maacher Jhol with Coconut	Dhoi Maach	Maach Kalia	Shorshe bata Maach
Non-Veg Main	Murg Aloo Dum	MuOon Roganjosh	Chicken Masala	Murgir Jhol	Kosha Mangsho
Rice	Basmati Rice	Basmati Rice	Basmati Rice	Basmati Rice	Basmati Rice
Chutney	Tomato Chutney	Tomato Chutney	Tomato Chutney	Tomato Chutney	Tomato Chutney
Dessert	Gulab Jamun	Rosogulla	Payesh	Mishti Doi	Suji Halwa

Note: Food coupons must be pre-purchased. We will not sell meal coupons at the Convention Center. All food orders will be placed in exact quantities to the vendor, and thus we need to know beforehand how many plates to order. Thus we request you to make your meal coupon purchase by July 1, 2017. We will stop selling meal coupons on July 2, 2017.

Bangla Band: *Fiddler's green talks about folklores of the world through songs of the south Asian subcontinent, sonically connecting them with humane stories of the shires in middle earth, running through the deserts of West Africa, merging with the streets of Havana and Puerto Rico or the wild trekking trails of Nepal or the Appalachian mountains. For more information, visit their website.*